বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৬] শকাব্দা ১৭৭৩, কার্ত্তিক। [১ সংখ্যা।

জগদীশ্বরের কি অনুপম মহিমা! তাঁহার ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কি আশ্চর্য্য অনির্বচনীয় ব্যাপার সকল অবিরত হইতেছে! তাঁহার নিয়মে আকাশে ূর্য্য, নক্ষত্রাদি স্ব স্ব কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্তেও বিশ্রাম করে ন্দ্রের পাক্ষিক হ্রাস বৃদ্ধি সহস্র বৎসর য নিয়মে হইয়াছিল অদ্যাপিও তদ্রূপেই , তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রও ন্যূনাতিরেক ই। গ্রহ সকল আপন২ নির্দ্দিষ্ট ব্যাসে মবেগে ভ্রমণ করে, কোনক্রমেই তাহার সম্ভাবনা নাই। জীবের জন্ম স্থিতি ও ক বিস্ময়জনক পদার্থ! তাহাতে কত টনা সকল সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়! এক প্রকার ীট দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার দেহ কেবল ও এমত সূক্ষ্ম যে মনুষ্যচক্ষের দুর্লক্ষ্য; াহাদের বংশবৃদ্ধি এপ্রকার সত্বরে হয় দিবসের মধ্যে উর্দ্ধাধ-দীর্ঘ-প্রস্থ চতুর্দিগে স্থান ঐ কীটবংশে পরিপূর্ণ হয়। কোন এ প্রকার আছে যাহাকে খণ্ড২ করিলে ত্যেক খণ্ড এক২ তজ্জাতীয় জীব হয়। ক প্রকার কীট আছে যাহার দেহ একা- াণ স্থানের সহস্রাংশের একাংশ স্থানও না; অথচ মনুষ্যের উদরে যদ্রূপ কৃমি বাস করে তদ্রূপ তাহার দেহমধ্যে তদপেক্ষায় ক্ষুদ্র অন্য কীট-সমূহ স্ব স্ব জীবনের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। এহরণবর্গ সাহেব অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে চীনদেশে ও অন্যত্র যে পীতবর্ণ বালুকা বৃষ্টি হয় তাহার প্রত্যেক রেণু এক একটি ক্ষুদ্র শম্বুক। এই বৃষ্টি এককালে বহু ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া হয়, অতএব পাঠক মহাশয়েরা ভাবিয়া দেখুন যে এক২ পশলা বালুকা বৃষ্টিতে কত অসংখ্য কোটি শম্বুক আকাশ হইতে নিপতিত হয়। অনেক উপদ্বীপ কেবল কীটদ্বারা নির্ম্মিত। অনেক পর্ব্বত শুদ্ধ কীটাগারের সমষ্টি। এক বিন্দু অপরিষ্কার জল শত-সহস্র কীটের আধার। কিন্তু কেবল কীট সমূহই যে আশ্চর্য্যের আকর এমত নহে। জগৎপিতার বর্ণনাতীত কৌশল সর্ব্বত্রই সমরূপে ব্যক্ত আছে, সকল জীবই স্ব স্ব অসাধারণ গুণ দ্বারা পরমেশ্বরমহিমার সাক্ষ্য দিতেছে। দক্ষিণ অমেরিকা দেশে এমত এক মৎস্য-জাতি আছে যাহাকে স্পর্শ করিলে অশ্ব অবধি সকল জীব তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে আস্ত্রেলীয়া দেশে এক পক্ষী ছিল যাহার উচ্চ পরিমাণ সামান্য হস্তিহইতে দ্বিগুণ। অনেক পক্ষী আছে যাহাদের ডানা নাই। এক জাতি পশু আছে যাহারা নগর নির্মাণ করিয়া বাস করে। ঐ নগর উত্তম পারি-

পাট্যে নির্ম্মিত হয়; এবং ঐ পত্তনগরস্থ প্রত্যেক বাটীতে শয়নাগার, ও প্রমোদাগার, ও প্রসবাগার নির্দ্দিষ্ট আছে। অপর অশ্বের বেগ এবং মনুষ্যোপকারিতা, হস্তির বুদ্ধি এবং ধীরতা, কুক্কুরের কৃতজ্ঞতা, উষ্ট্রের সহিষ্ণুতা, সিংহের গাম্ভীর্য্য, ব্যাঘ্রের বীর্য্য, এই সকলেতেই সর্ব্ব নিয়ন্তার মহিমা বিস্তৃত হইতেছে; ইহাদের বিচার পরম জ্ঞান ও আনন্দের প্রধান উপায়; ইহা বালক ও বৃদ্ধ ও বনিতা সকলেরই মনোরঞ্জক, এবং সকলেই ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন। অতএব সময়ে২ এতদ্বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা প্রকাশ করা আমাদিগের অভিপ্রায়, এবং তদভিপ্রায়ে এই পত্র স্থাপিত হইল। পরন্তু আমরা যে কেবল জ্যোতির্বিদ্যায় এবং জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্য; এই সকল বিষয়েই আমরা যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে স্বদেশস্থ জনগণ অনায়াসে তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তাহা সম্যগ্রূপে চেষ্টা করিব। যে কেহ দুই আনা পয়সা দিয়া বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহকে সমাদর করিবেন তাঁহার ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে অনেকের নিকট ঐ পত্র পারিষদের ন্যায় বহুকালাবধি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধজ্ঞান ও প্রমোদজনক সদালাপদ্বারা তাঁহাদের তুষ্টি জন্মাইবে; ফলতঃ পাঠক মহাশয়দিগের সন্তোষার্থে এক বৎসরকাল আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে সঙ্কল্প করিলাম, পরে তাঁহাদের উৎসাহানুসারে এই পত্রের পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইবে।

আমাদিগের লিখিবার প্রনালী বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়দিগের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু ভরসা করি তদ্বিষয়ে তাঁহারা এতৎপত্রের লক্ষ্য স্মরণ করত আমাদিগকে ক্ষমা করি
যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে
করে, যাহাতে বণিক্ এবং মোদক
হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃ
পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্প
ক্রীড়াছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন
জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ই
দ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণ পূর্ব্বক উপ
বিষয়ের চর্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তু
সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায়
করা এই পত্রের লক্ষ্য, এবং ঐ মানস
যাহাতে এই পত্র সকলেই অনায়াসে পাঠ
পারেন ইহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।
মহাশয়েরা অপভ্রংশ ও অপরভাষা অ
বুঝিতে পারেন, কিন্তু সুকঠিন সাধুভাষা
বিরহে অজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি বোধগম্য
পারে না; অতএব অপভ্রংশ-মিশ্রিত
ভাষা যাহা ভদ্রসমাজের কথোপকথনে স
বহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের
পরিচ্ছদ।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে
স্থাপিত হইল, অতএব তৎসমাজস্থ মহো
নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি
সমাজস্থ মহাশয়েরা বঙ্গভাষাদ্রোহি
উপহাস সহ্যকরত শুদ্ধ পরোপকারার্থে
শায় ভাষার উন্নতি চেষ্টায় প্রবর্ত্ত হইয়া
বিপুলার্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ উত্তম
প্রস্তুত করাইতেছেন, অতএব ভদ্রসমা
অবশ্য সমূহ প্রশংসার পাত্র হইবেন,
দেশস্থ সকলেই যে ইহাঁদিগকে ধন্যবা
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হোমা।
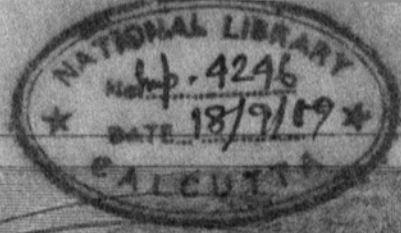
সংস্কৃত শাস্ত্রে হোমা পক্ষির কোন বিবরণ নাই; কিন্তু ঐ বিহঙ্গমের পক্ষ রাজমুকুটে ধারণ করা বহুকালাবধি প্রথা থাকায় এই মনোহর জীবের প্রশংসা-সূচক নানাবিধ মিথ্যা গল্প প্রচার হইয়াছে। মোসলমানদিগের বিশ্বাস আছে যে

ইহারা শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আহার করে না, এবং কদাপি ভূমিতে বাস করে না; আজন্মকাল অন্তরীক্ষে থাকিয়া অণ্ডপ্রসবাদি তাহাদের জীবনের তাবৎকর্ম্ম সেই স্থানে নিষ্পন্ন করে; অধিকন্তু যে কোন ব্যক্তির শরীরে এই পক্ষির ছায়া স্পর্শ হয় সে অচিরাৎ রাজা হয়। প্রাচীন ইউরোপীয় ব্যক্তিদিগের সাহায্যে এই গল্প শাখাপল্লবিত হইয়া বিলাতেও বহুকালাবধি প্রচার ছিল। তত্রস্থ লোকেরা কহিত হোমা পক্ষী শিশির পান করত জীবন ধারণ করে, এবং পদ না থাকা প্রযুক্ত উহারা ভূমিস্পর্শ করণে অশক্ত; কাহার মতে ইহারা দগ্ধ হইলে পুনরায় ভস্ম হইতে আপন রম্য পক্ষ ধারণ করত গাত্রোত্থান করে। এই মিথ্যাগল্প মনুষ্য সকলের মনে এমত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে পিগাফেটা নামা প্রাণিতত্বজ্ঞ যখন এই পক্ষির যথার্থ বর্ণনা করেন তখন সকলে তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল। পরে মার্কগ্রেব ক্লুসিয়স্ এবং বণ্টিয়স্ নামক ব্যক্তি সকলও এই পক্ষি বিষয়ক যাথার্থ্য প্রচারে উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন! ফলতঃ সাধারণ ব্যক্তিরা উপরোক্ত বিস্ময়জনক রম্য গল্পকে দুই এক জনের উপদেশে মিথ্যাবোধ করিলেন না; বরং সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্বজ্ঞ লিনীয়স্ সাহেব ও এই মিথ্যাগল্পের প্রতি নির্ভর করিয়া এই পক্ষির জাতিবিশেষের নাম নিষ্পদস্বর্গীয় পক্ষী রাখিয়াছেন। মোলক্কা উপদ্বীপে ইহার নাম মানুকো-দেবতা অর্থাৎ দেবতার পক্ষী।

হোমা পক্ষির পদ ও চঞ্চুর অবয়ব ও তাহাদের স্বভাব দৃষ্টে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ঐ পক্ষির জাতি সকলকে সর্ব্বভুক্* গণমধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন। ইহারা অনেক জাতিতে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে যে জাতিকে নিষ্পদ কহে তাহাই সর্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধ; এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি উপরে মুদ্রিত চিত্রের ১ অঙ্কে নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে। পরমেশ্বরেচ্ছায় এই পক্ষী এমত সুকোমল পক্ষে পরিবৃত্ত এবং এতদ্রূপ নানা উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্রিত যে লেখনীদ্বারা তাহার যোগ্য বর্ণনা কদাপি নিষ্পন্না হইতে পারে না; একারণ যৎকিঞ্চিন্মাত্র পাঠক মহাশয়গণের তুষ্টার্থে লিখিতেছি।

প্রথমজাতীয় হোমার নাম "নিষ্পদ হোমা" অপরাভিধান "মরকত-হোমা"। ইহার কণ্ঠস্থ পক্ষ সকলের বর্ণ মরকত অর্থাৎ উজ্জ্বল সবুজ, এবং তন্নিম্নে কাল। চঞ্চুর্দ্ধ-দেশ কাল, এবং তৎপশ্চাৎ মস্তকাবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত হরিদ্রা বর্ণ। পৃষ্ঠ দেশ, পাখা, উদর এবং পুচ্ছ ঘোর তাম্রবর্ণ। পার্শ্বস্থ পক্ষ সকল জাতিভেদে শ্বেত, পীতাক্তশ্বেত, অথবা পাংশুলশ্বেত, কিম্বা উজ্জ্বলরক্তবর্ণ। পুচ্ছের মধ্যদেশস্থ পক্ষদ্বয়ের অগ্রভাগ মহিষাদি পশুর শৃঙ্গ যে বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত হয় তদ্রূপ পরমাণুদ্বারা গঠিত, এবং প্রায় ভেড় হস্ত দীর্ঘ।

২ অঙ্কোল্লেখিত পক্ষির নাম "ষট্চূড়ক হোমা"। ইহার মস্তকোপরিস্থিত পক্ষ সকল ছোট, কঠিন, কৃষ্ণ এবং শুক্ল বর্ণবিশিষ্ট; এবং তৎ প্রতি পার্শ্বে কর্ণের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে চূড়ার ন্যায় তিনটা কৃষ্ণ বর্ণের সূক্ষ্ম সূত্র থাকে, ঐ সূত্রের অগ্রভাগ ক্ষুদ্র পক্ষের দ্বারা ভূষিত। ঘাড়ের বর্ণ মরকতের ন্যায়; গল দেশের পক্ষ সকল আঁইসের ন্যায়, এবং ঐ প্রত্যেক পক্ষের মধ্যভাগ মখমলের ন্যায় চিক্কন কাল, এবং তদগ্রভাগ স্বর্ণ মণ্ডিত উজ্জ্বল মরকত বর্ণের অর্দ্ধচন্দ্র রেখার দ্বারা বেষ্টিত। এই পক্ষির পাখা এবং পুচ্ছ মখমলের ন্যায় চিক্কন কৃষ্ণ বর্ণের অসংসৃষ্ট (ছাড়া

* যে সকল পক্ষিরা সকল খাদ্য বস্তু ভোজন করে তাহাদের নাম সর্ব্বভুক।

ছাড়া) লোমবৎ পালক দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ঐ পক্ষ ইচ্ছাক্রমে উত্তোলিত হয়। ইহার চঞ্চু এবং পদদ্বয়ের বর্ণ কাল; এবং ইহাদের শরীরের পরিমাণ চঞ্চ্বধি পুচ্ছ পর্য্যন্ত ১৩ অঙ্গুলি।

৩ অঙ্কে নির্দিষ্ট পক্ষির নাম "অতুল্য হোমা"। ইহার বর্ণ অতি উজ্জ্বল, এবং ইহার মস্তকে স্বর্ণ-মণ্ডিত মরকত বর্ণের অতি মনোহর চুড়া হয়।

৪ অঙ্কোক্ত পক্ষির নাম "মেঘবর্ণ হোমা"। ইহার শরীরের বর্ণ অতি সুন্দর কাল; গলদেশের পক্ষ মরকত বর্ণাক্ত; এবং পৃষ্ঠদেশের দীর্ঘ পক্ষ সকল মেঘবর্ণ বিশিষ্ট। ঐ পক্ষসকল ইচ্ছাক্রমে ময়ূরের পুচ্ছের ন্যায় বিস্তৃত হয়। মরকত হোমার পুচ্ছস্থ শলাকার ন্যায় ইহার পুচ্ছে কয়েকটা নমনশীল চেপ্‌টা শলাকা নিবদ্ধ থাকে।

৫ অঙ্কে "সুসজ্জ হোমার" অবয়ব চিত্রিত হইয়াছে। ইহার স্কন্ধদেশে সুচিত্রিত দীর্ঘ পক্ষ সকল আছে, যাহা তদ্দেশে দুই অতিরিক্ত ডানার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া থাকে। তদ্রূপ পক্ষ সকল ইহার বক্ষদেশেও আছে। ঐ বক্ষস্থ পক্ষ সকলের বর্ণ অতি উজ্জ্বল, এবং তাম্র নির্ম্মিত কবচের ন্যায় বোধ হয়; ঐ বর্ণ যত ভিন্ন ২ দিগ্‌হইতে দেখা যায় ততই ভিন্ন ২ বোধ হয়। এতৎ পক্ষির আচঞ্চু-পুচ্ছপর্য্যন্তের পরিমাণ অর্দ্ধ হস্ত।

বেনেট্ সাহেব স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লেখেন যে মেকেয়ো নগরে বিল নামা জনৈক সাহেবের ঘরে একটা হোমা পক্ষি নয় বৎসরকাল পিঞ্জর-বদ্ধ ছিল। ঐ সুন্দর জীবের স্বভাব অতি চঞ্চল ও ক্রীড়ানুরক্ত। কেহ তাহার পিঞ্জরের নিকটে আইলে নির্ভয়ে গর্ব্বের সহিত তাহার প্রতি সে দৃষ্টি করিত; এবং সমাদৃত হইলে আহ্লাদ প্রকাশ করত নৃত্য করিত। ইহার ধ্বনি কাকের ন্যায়। বৈশাখ মাস অবধি ভাদ্র পর্য্যন্ত ইহার পক্ষ পরিবর্ত্তনের সময়; এবং তৎ সময়ে ঐ পক্ষী প্রত্যহ দুইবার স্নান করিত; এবং স্নানান্তে পার্শ্বস্থ দৃঢ় পক্ষ সকল এবম্প্রকারে বিস্তৃত করে যে লক্কা পায়রার ন্যায় স্বপুচ্ছদ্বারা আপন মস্তক আচ্ছাদিত করে। ইহার ভক্ষ্য বস্তু অন্ন, অণ্ড, রম্ভা, মিষ্টান্ন, গঙ্গাফড়িং, আর-সুলা এবং অন্যান্য কীট। গঙ্গাফড়িং ভক্ষণে ইহা বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোন প্রকার মৃত কীট গ্রহণ করে না; ও আহার কর-ণেও তাদৃশ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত না। এই অনুপম জীব আপন সুচারু পক্ষ সকলকে পরিষ্কার করণে অতি তৎপর। কদাপি কেহ ইহার অঙ্গে মলা দেখি-তে পায় নাই। তাহার সম্মুখে কেহ দর্পণ আনিলে তাহাতে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে অতি সন্তুষ্ট হ-ইয়া আহ্লাদ জ্ঞাপক "হক্ হক্ হক্" ইত্যাকার ধ্বনি করিত। স্বীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে এই বিহঙ্গম অবিরত নিযুক্ত থাকিত, এবং পাছে কোন মলা তাহার রম্য দেহ স্পর্শ করে ইত্যাশঙ্কায় উহা আপন পিঞ্জরের নিম্ন দেশে বসিত না; পীঞ্জরস্থ সর্ব্বোচ্চ দণ্ড আপন উপযুক্ত স্থান জানিয়া সর্ব্বদা তাহাই অবলম্বন করিত।

নিউগিনি এবং তন্নিকটস্থ উপদ্বীপ সকল এই পক্ষির বাসস্থান, এবং তদ্দেশীয় লোকেরা এই পক্ষির পক্ষ বিক্রয় করণার্থে ধনুর্ব্বাণদ্বারা ইহা-দিগকে সর্ব্বদা বধ করে। ধনি ব্যক্তিরা উষ্ণীষো-পরি ধারণ করণার্থে ইহাদিগের পক্ষ বহুমূল্যে ক্রয় করে, কারণ তাহাদের বিশ্বাস আছে যে যে কেহ এই পক্ষ ধারণ করে তাহার সকল কর্ম্মে জয় হয়; এই হেতু এ বস্তুর বিস্তর বাণিজ্য আছে, এবং অনেকে হোমার পর বিক্রয় করিয়া বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছে।

গ্রাম্যগ্রন্থালয়।

গ্রন্থালোচনার ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে হিতোপদেশকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা পণ্ডিত লিখিয়াছেন;

> অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ং।
> অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ দানাধ্যয়নকর্ম্মসু॥

অর্থাৎ "অঞ্জনের ক্ষয়, এবং উইপোকার সঞ্চয় দেখিয়া (বিবেচক ব্যক্তি) দান, সৎকর্ম্ম ও পাঠদ্বারা দিবসকে সফল করিবেক"। পরন্তু এবিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন রাখে না। শাস্ত্র সকলই ইহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গ্রন্থ পাঠ জগৎসম্বন্ধীয় সমস্ত মঙ্গল-প্রাপ্তির প্রধান উপায়। ইহাদ্বারা ঋষিগণ জ্ঞানসাধনের নিয়ম প্রাপ্ত হয়েন; পণ্ডিতগণ আপন পাণ্ডিত্য লাভ করেন; এবং বিষয়িব্যক্তি স্ব স্ব ইষ্ট সাধনের উত্তমোপায় প্রাপ্ত হয়েন। গ্রন্থেতে কৃষি ক্ষেত্র কর্ষণের বিধি সকল জানিতে পারেন; বণিক্ বাণিজ্য ব্যাপারের সন্নিয়ম জ্ঞাত হয়েন; এবং শিল্পকারেরা আপন২ ব্যবসায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আহ্লাদের সময় আহ্লাদ, দুঃখের সময় দুঃখমোচনের উপায়, এবং শোকের সময় হৃদ্বোধক বাক্য, গ্রন্থহইতে উদ্ভব হয়। গ্রন্থ কামি জনের সহচর, ধার্ম্মিকের বন্ধু, এবং সকলের উপদেশক। ফলতঃ পুস্তক সকলমঙ্গলের কামধেনু, এবং সকলসদুপদেশের আধার; অতএব কি ভাগ্যবানের অট্টালিকা কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর সর্ব্বত্র ইহা সমরূপে আদরণীয়; এবং সর্ব্বত্রই ইহার ফল তুল্যরূপে বিস্তারিত হয়। উপদেশ গুরুস্বেচ্ছার এবং উপাসনার সাপেক্ষপর, উপদেশাকাঙ্ক্ষির মানসাধীন নহে। কিন্তু পুস্তক সর্ব্বদা আপন কার্য্য-সাধনে প্রস্তুত, এবং জিজ্ঞাসামাত্র আপন বক্তব্য সকল প্রকাশ করে; কদাপি বিরক্তি কি আলস্য কি অনিচ্ছা ব্যক্ত করে না। এতদর্থে এমত উপদেশক যাহাতে সকলের গৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে এমত চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং সে চেষ্টাও কষ্টসাধ্য নহে। প্রতি মাসে এক টাকা মাত্র ব্যয় করিলে পাঁচ বৎসর মধ্যে অনায়াসে এক শত গ্রন্থ সঙ্গ্রহ হইতে পারে; এবং সামান্য বিষয়ি ব্যক্তির তদপেক্ষায় অধিক গ্রন্থ প্রয়োজন হইবেক না। বিশেষতঃ একবার গ্রন্থ সঙ্গ্রহ করিলে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অনেকে তাহা ভোগ করিতে পারে, এবং এতদ্রূপ বহুকাল ব্যাপক মঙ্গলপ্রদ বস্তুর সঞ্চয়ে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ে যে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন ইহাও বোধ হয় না।

যদিচ যাঁহারা একবার মাত্র গ্রন্থপাঠরূপ সুধাপান করিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে একশত গ্রন্থ কিছু অধিক নহে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সঙ্গ্রহ হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যয়ব্যতীত অনায়াসে অনেক পুস্তক পাঠের উপায় হইতে পারে। পরমেশ্বর আমাদিগকে পরস্পরোপকারার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ বস্তু পরোপকারার্থে প্রদান করি। বিশেষতঃ গ্রন্থ-ব্যবহার-বিষয়ে কাহার হানি হয় না। এক গ্রামস্থ দশ ব্যক্তি যদিস্যাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ-ক্রয় করেন, তবে একশত গ্রন্থের মূল্যে তাঁহারা প্রত্যেকে এক সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন; অথচ প্রত্যেকের এক২ শত গ্রন্থ সঞ্চয় থাকে।

পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জন-সকল যদি একত্র হওত ঈষদনুগ্রহাবলোকন করিয়া স্বদেশীয় মঙ্গল-বৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায়দ্বারা তদভীষ্ট সাধন হইতে পারে।

ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে২ সর্ব্বসাধারণের সার্ব্বকালিক বংশ-পরম্পরার উপকারার্থে গ্রাম ভেটি ও বারয়েয়ারির ধন অথবা তত্রত্য প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ২ মাসিক দানদ্বারা এক এক গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে কোন ব্যক্তির ব্যয় ক্লেশ হইবে না, অথচ অতুল উপকার। গ্রন্থের অভাব প্রযুক্ত অনেকে নানা শাস্ত্রালোচনার যোগ্য হইয়াও স্বয়ং গ্রন্থ সঙ্গ্রহে অপারক বোধে আলস্যের হস্তে পতিত হন। অনেকের ইতিহাস ও ভূগোলবৃত্তান্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতই ইচ্ছা জন্মে; কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত নিরর্থক ভৌতিকও মান্ত্রিক গল্প-জল্পনাতে কাল যাপন করেন। এ সকল দুঃখমোচনের সুলভ উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় হওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে। যদি সাধারণ উপকারার্থে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহস্থ এক আনা করিয়া প্রদান করেন, তদানুকূল্যেও তত্তদ্গ্রামে গ্রন্থালয় স্থাপন হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বিষয় গ্রামভেটি ও বারয়েয়ারির ধন, যেহেতু তদুপার্জ্জনে কাহার ক্লেশ জন্মে না। অনায়াসে অনভিসন্ধিতে কৃপণেও দান করিতে পারে।

আমরা পল্লীগ্রামবাসি জনের প্রতি অমর্ষান্বিত হইয়া দুর্ব্বল পরামর্শপক্ষের উল্লেখ করিতেছি; কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্রেরই রীতি হউক এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে। এতদ্রূপ ভদ্র ধনাঢ্য পল্লীগ্রাম অনেক আছে, যে তাহাতে প্রতি বৎসর মিথ্যা কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্যক্তি শত২ টাকার বারুদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ করেন, মিথ্যা সং নির্ম্মাণ করিয়া কত শত মুদ্রা ব্যয় করেন। এমত সকল গ্রামে এক২ টি উত্তম গ্রন্থালয় না থাকা তত্তদ্গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কি পর্য্যন্ত নিন্দাকর তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই নিন্দার কারণ কি? গ্রামস্থ ব্যক্তিব্যূহের সৎকর্ম্মে ব্যয় কুণ্ঠতা? কি অনভিজ্ঞতা? কি বিবেক হীনতা? তাহা নহে। এতদ্দেশের রীতি এই প্রকার যে প্রত্যেকেই একাকী অদ্বিতীয় অসমোক্ষ হইব এই মানস করেন, সুতরাং তদভিলাষ সিদ্ধ্যর্থে পরম সাঙ্ঘাতিক কর্ম্মেও তাঁহারা একত্র হইতে প্রবৃত্ত হয়েন না; এবং সেই অপ্রবৃত্তিই এতদ্দেশের সংহারিকা অর্থাৎ উৎসন্ন হইবার বিস্তৃত পন্থা হইয়াছে। পরমেশ্বর যে আমাদিগকে পরস্পরের অধীন করিয়াছেন, ইহা কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্তে স্বস্ব মনে স্থান দেন না, এবং তন্নিমিত্তেই আমাদিগের জন্ম ভূমির এমত দুরবস্থা।

অনেক সামান্য গ্রামেও সহস্রাধিক গৃহস্থের বসতি আছে। তন্মধ্যে চারি শত ঘর একত্র হইয়া যদ্যপি দুই আনা করিয়া প্রদান করেন তাহা হইলে সহজেই ৫০ টাকা প্রতি মাসে সঙ্গ্রহ হয়, এবং সেই অর্থে এক গ্রন্থালয়ের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে; অপর গ্রামস্থ জমিদার মহাশয়দিগের পক্ষে একবিঘা ভূমি ও তদুপরি এক গ্রন্থালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া দুষ্কর নহে। গ্রামমধ্যে এমত এক গ্রন্থালয় হইলে গ্রামস্থ সকলে ঐ স্থলে একত্র হইয়া সংবাদ পত্র পাঠদ্বারা জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, মনোহর কবিতা পাঠকরত মনকে প্রফুল্লকরণে সক্ষম হয়েন, ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা পাঠদ্বারা জ্ঞান জ্যোতিতে ভাসমান হইতে পারেন, স্বগ্রামের মঙ্গলোন্নতির উপায় স্থির করেন, এবং এতদ্দেশের রীতি-নীতির পরিশোধন চেষ্টা করেন। আমাদিগের ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা সাধারণের বিচার জন্য মধ্যে ২ ভাবি বিধি সকলের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু পল্লী গ্রামস্থ জনগণেরা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারেন না। সে সকল স্থানে সংবাদ পত্রের প্রচ-

লন হইলে সকলেই ঐ পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিয়া তাহার হিতাহিত বিচার করিতে পারেন; এবং পাণ্ডুলেখ্যোক্ত বিধি তাঁহাদের অনিষ্টকর হইলে তদ্বিরুদ্ধে রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া তাহার নিবারণ চেষ্টা করিতে পারেন। ফলতঃ ঐ স্থান সাধারণের চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় হয়; এবং তথায় অনেকে একত্র আসিয়া পুস্তক ও সংবাদ পত্র পাঠ, পরস্পর মিষ্টালাপ, বায়ুসেবন, গ্রন্থালয়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি পুষ্পবাটিকার সৌন্দর্য্য-দর্শন, চতুরঙ্গ ক্রীড়াদি নানা বিধ প্রেমরসে আর্দ্র হইতে পারেন। অদ্য এবিষয়ের অনুষ্ঠান মাত্র লিখিলাম; যদ্যপি পল্লাগ্রামস্থ ভায়ারা আমাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে আমরা ইহাতে পুনর্ম্মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে সাধারণ লোকে নূতন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে ২ বাঙ্গালা গ্রন্থের দোষগুণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব।

মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বেলি সাহেব, কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত লাং সাহেব, এবং বীরভূমিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয়দিগের উৎসাহে মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বীরভূমি, যশোহরাদি বঙ্গদেশের দ্বাদশ স্থানে এতদ্রূপ গ্রন্থালয় স্থাপিত হইয়াছে, অতএব উক্ত সদাত্মাদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিতেছি; এবং ভরসা করি দেশ হিতৈষিমহাশয়েরা ইহাঁদের অনুবর্ত্তী হইয়া অন্যত্র এতদ্রূপ মাঙ্গল্য কর্ম্মের সূত্রপাত করিতে ত্রুটি করিবেন না।

জিব্রাশ্রেণীস্থ পশুর বিবরণ।

একশফ অর্থাৎ অখণ্ডখুরবিশিষ্ট পশু সকল শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত হয়, তদ্যথা; প্রথম, যাহাদিগের স্কন্ধ দেশস্থ কেশ দীর্ঘ, এবং নত হইয়া পড়ে, ও মস্তক পুরোভাগে গুচ্ছায়মান অথাৎ ঝুঁটি হয়; ও লাঙ্গুলের মূল পর্য্যন্ত কেশদ্বারা মণ্ডিত হয়; আর জঙ্ঘাদ্বয় ও বাহুদ্বয়ের অন্তঃপৃষ্ঠে কেশ রহিত স্থান অর্থাৎ কড়া চতুষ্টয় থাকে; অর্থাৎ অশ্বশ্রেণী। দ্বিতীয়, যাহাদিগের স্কন্ধস্থ কেশ নত হয় না, ও লাঙ্গুলের অগ্রভাগ মাত্র কেশ দ্বারা মণ্ডিত হয়, আর কেবল বাহুদ্বয়ের অন্তঃপৃষ্ঠে কড়া থাকে; অর্থাৎ গর্দ্দভ শ্রেণী। তৃতীয়, যাহাদের স্কন্ধস্থ কেশও লাঙ্গুল গর্দ্দভের ন্যায়, অথচ শরীর ব্যাঘ্রবৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখার দ্বারা চিত্রিত হয়; অর্থাৎ জিব্রা শ্রেণী*। অশ্ব ও গর্দ্দভ শ্রেণীর বিবরণ পাঠক মহাশয়েরা সকলেই জ্ঞাত আছেন অতএব এস্থলে শেষোক্ত শ্রেণীর সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতব্য।

আফ্রিকা খণ্ডের দক্ষিণ দেশে জিব্রাশ্রেণীস্থ পশু সকল দলবদ্ধ-হইয়া বাস করে। ইহাদের অবয়ব অশ্বের ন্যায়; মস্তক গর্দ্দভশিরহইতে হ্রস্ব, কিন্তু অশ্বমস্তকহইতে দীর্ঘ। গ্রীবা অশ্বগ্রীবার ন্যায় স্থূলা এবং উচ্চা, ও তত্রস্থ কেশ কঠিন এবং উচ্চ হইয়া থাকে; কর্ণদ্বয় বিরল এবং গর্দ্দভশ্রোত্র বদ্দীর্ঘ; স্কন্ধ অশ্বস্কন্ধের ন্যায় উচ্চ; খুর গর্দ্দভ শফবৎ; লাঙ্গুল গর্দ্দভলাঙ্গুল হইতে অধিক কেশ বিশিষ্ট, কিন্তু অশ্বলাঙ্গুলের তুল্য নহে; দন্ত অশ্বদন্তের ন্যায়। এই পশুরা দিবা ও রাত্রে সম-

* শ্রী হ্যামিল্টন্ স্মিথ সাহেবের গ্রন্থানুসারে এস্থলে গর্দ্দভ ও জিব্রাদিগকে ভিন্ন ২ শ্রেণীতে করা গেল; কিন্তু আমাদিগের মতে এই পশুদ্বয়কে এক শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা কর্ত্তব্য, কারণ উক্ত গ্রন্থকার মতে ইহাদের বিশেষ লক্ষণ উহাদের গাত্রস্থ কৃষ্ণ রেখা; গর্দ্দভে ঐ রেখার অত্যন্তাভাব নহে। গর্দ্দভের স্কন্ধে এক কৃষ্ণ রেখা সকলেই দেখিয়াছেন, এবং ঐ রেখা কোন রজক-কন্যার দগ্ধকৃত ভাতের কাঠির দ্বারা হইয়াছে ইত্যাদি ইতর গল্প ও অনেকে শুনিয়াছেন; এবং একাধিক রেখাও অনেকের দৃষ্ট হইয়াছে। কোন ২ ঘোটকের স্কন্ধস্থ কেশ উত্তমরূপে নত হয় না। কিন্তু তাহা জাতিসঙ্করত্বের (অশ্বতরত্বের) ফল এমত বোধ হয়। টাটুর কেশ কর্ত্তন না করিলে নত হয়।

ড়ৃউ মৃগয়া।

রূপে দেখিতে পায়; এবং যদিও অশ্বের ন্যায় ইহারা সুশিক্ষিত হয় না তত্রাপি মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী বটে, যেহেতু ইহাদের বেগ ও সহিষ্ণুতাশক্তি যথেষ্ট আছে, এবং মনুষ্যদ্বারা বহুকাল পালিত ও লালিত হইলে যে ইহারা অবশ্য সুশিক্ষিত হইতে পারে ইহার যথেষ্ট সম্ভাবনা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের দল অশ্ব কি খরজাতির ন্যায় বহুসংখ্যক নহে; এবং তাহাদের ন্যায় ইহাদের প্রতিদলে এক২ দলপতিও নিযুক্ত থাকে না।

জিব্রাশ্রেণীস্থ পশুর বর্ণ শ্বেত, এবং ঈষৎপীত ও কৃষ্ণবর্ণ-রেখা-দ্বারা চিত্রিত। ঐ রেখা এতজ্জাতীয় প্রত্যেকেতে সমরূপে ব্যাপ্তা নহে; এবং তাহার সঙ্কীর্ণতা বা বাহুল্যানুসারে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই জীবদিগকে জাতিত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা; ১ জিব্রাজাতি; ২ ড়ৃউজাতি; ৩ কুগ্গাজাতি। উক্তজাতিত্রয়ের মধ্যে জিব্রা-জাতি সকলের কনিষ্ঠা। তজ্জাতিগত পশু সকলের পুরোবর্ত্তিখুরহইতে স্কন্ধ পর্য্যন্তের পরিমাণ ২৷৷ হস্ত; অর্থাৎ সামান্য টাটুঘোড়ার ন্যায়। তাহাদের উদর ও জঙ্ঘার অন্তঃপৃষ্ঠ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ উপরোক্তকৃষ্ণরেখাদ্বারা ভূষিত হয়; ও তাহাদের স্কন্ধস্থ কেশ ৩-৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ।

ড়ৃউজাতি-ভুক্ত পশু জিব্রা হইতে অন্যূন অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ। ইহাদের পদ-চতুষ্টয়ে কৃষ্ণরেখা নাই;

এবং স্কন্ধস্থ কেশ ৭৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ। ঐ কেশ স্কন্ধাবধি মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছটার ন্যায় শোভমান হইয়া থাকে।

কৃগগা পশু ভূউ হইতেও বৃহৎ। ইহাদের অবয়ব প্রায় অশ্বের তুল্য, এবং ইহাদের বর্ণ কুঙ্কুমাক্ত শ্বেত। কৃষ্ণরেখা ইহাদের মস্তক এবং গ্রিবাভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টা হয় না। দক্ষিণ আফরিকা দেশে এই পশুর স্বরানুকরণ ধ্বনিদ্বারা উহাকে "কুক্কা" বা "কুচা" শব্দে কহে। ঐ কুচা সংস্কৃত খচর শব্দের নিকটবর্ত্তি বটে, কিন্তু সংস্কৃত খচর শব্দ যে আফরিকা দেশস্থ কুচা শব্দহইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমত বোধ হয় না। কুচা শব্দের অপভ্রংশে ইংরাজেরা এই পশুকে কুগগা কহে। আফরিকা দেশে বাল নদীর তটস্থ বিস্তৃত মাঠ সকল এই পশুদিগের চরিবার স্থান।

জিব্রাশ্রেণীস্থ পশু অদ্যাপি মনুষ্যব্যবহারে নিযুক্ত হয় নাই; কিন্তু উহাদের মাংস অতি কোমল এবং সুস্বাদু জানিয়া আফরিকা দেশের হটেণ্টট্ নামক কাফ্রাজাতীয় ব্যক্তিরা পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় এতৎ পশু হিংসা করণে সর্ব্বদা ধাবমান হয়, এবং উহাদিগকে বধ করাতে যথেষ্ট আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব-পত্রে মুদ্রিত চিত্রে ভূউ মৃগয়ার ধারা ও তৎ পশুর অবয়ব দৃষ্ট হইবে। চিত্রকর প্রমাদে ভূউ পশুর স্কন্ধস্থ কেশ অবিকল অঙ্কিত হয় নাই। উচ্চ ছটার ন্যায় চিত্র করা কর্ত্তব্য।

শিখ ইতিহাস।

প্রথম সংখ্যা।

পুরাবৃত্ত বিষয়ে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের একপ্রকার বীতরাগই আছে। ইহার মুখ্য কারণ এই যে পূর্ব্বাপর যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ অস্মদ্দেশে প্রচলিত তন্মধ্যস্থ পুরাবৃত্ত সকল অলৌকিক ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ। ভগবান্ বাল্মীকি ও বেদব্যাস কৃত রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থ সকল ইতিহাসস্থানে অভিষিক্ত হইয়া দেশমান্য ও সর্ব্বাগ্রগণ্যরূপে গণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তত্তদ্ গ্রন্থে দৈব-চরিত্রের বাহুল্য হেতুক তৎ সমস্ত উৎকট বর্ণনা মনুষ্য চরিত্রমধ্যে গ্রাহ্য করা দুরূহ। বিশেষতঃ বহুকালাবধি এতদ্দেশীয়দের ভিন্ন দেশে গতায়াত একেবারে রহিত হওয়াতে—তথা হিন্দুস্থানের ভিন্ন২ রাজ্যে গমনাগমনের প্রথাও সর্ব্বদা প্রচলিতা না থাকাতে, অন্যান্য দেশীয় মনুষ্যদের অবস্থার প্রতি আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টিপাত নাই। পরন্তু মনুষ্য যেমত স্বদোষদর্শনে সর্ব্বদা অন্ধ হইয়া ভিন্ন ব্যক্তিতে তদ্দোষ দর্শনমাত্রেই অনায়াসে তাহাকে নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, তেমনি স্বদেশপ্রচলিত আচার যাহা বাল্যকালে সংস্কার সিদ্ধ হইয়া যৌবনদশায় যুক্তি সহকারে গাঢ়তা প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরিণামে অভ্যাসবশতঃ আদরণীয় হয়, ভিন্ন দেশে তৎ সদৃশ চরিত্র দৃষ্ট হইলে বিবেচনার অধীন হইয়া সহজেই নিন্দনীয় জ্ঞান হয়। ইহার কারণ এই, যে জগতের অধিকাংশ লোক স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করে না, কিন্তু পরকীয় দৃষ্টান্তের আলোকদ্বারা স্বীয় জ্ঞানরূপ প্রভাকে পরাজিতা করিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করে; পুরাবৃত্ত পাঠে যে ঐ সকল মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধি, বহু দর্শন, ও সদসৎ বিবেচনার ক্ষমতা হয়, ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিতে হইবেক। এক্ষণে যে সকল মহাত্মারা বঙ্গভাষা প্রচলিতা করিবার কল্পনায় ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে আদৌ ইতিহাসাদির রচনা ও অনুবাদ করণে নিপুণ হইয়া তদ্বিষয়ে সাধারণের যাহাতে অভিরুচি জন্মে
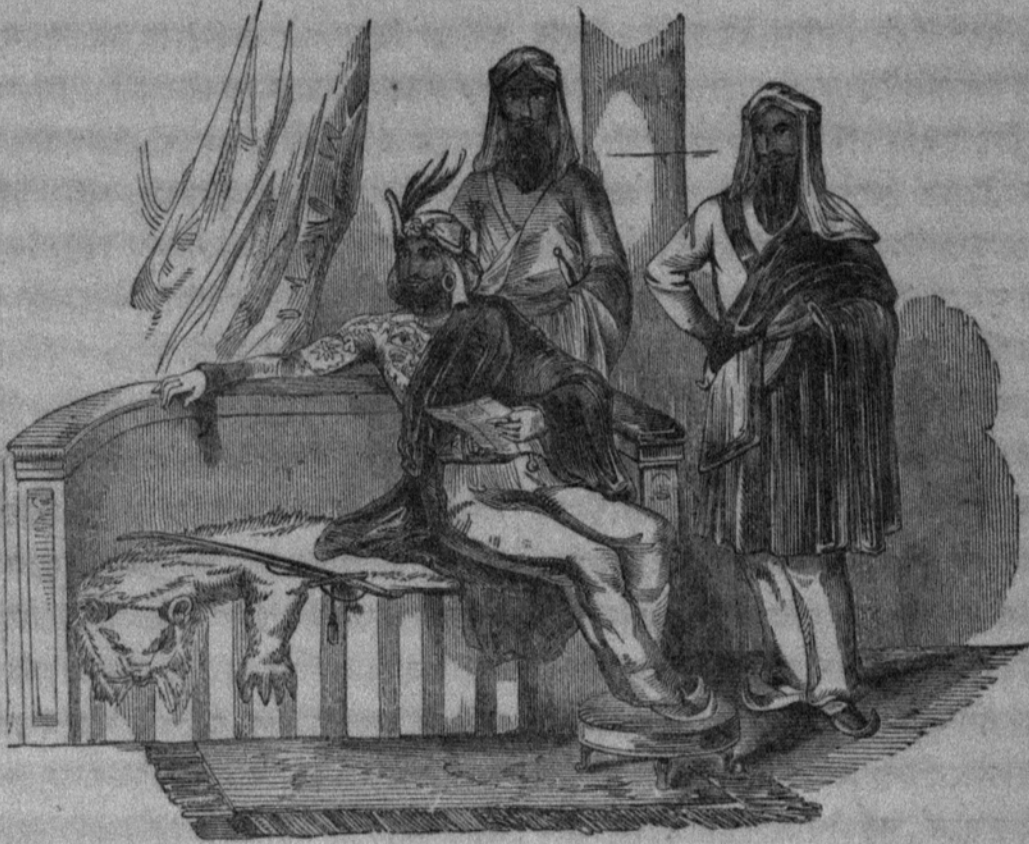
তাহাই করেন। এতৎ পত্র উক্ত বৃত্তের বৃত্তি, এবং তন্নিয়ম সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবেক। সম্প্রতি শিখদিগের ইতিহাস প্রস্তাব করা যাইতেছে।

শিখদিগের উপাখ্যান শ্রবণে কে না উৎসুক হইবেন? যাহাদিগের বল-বীর্য্য-পরাক্রমের সৌরভ সিন্ধু-নদীর তীরহইতে উত্থিত হইয়া নানাদিগ্দেশে ভ্রমণ করিতেছে; যাহাদিগের বিপুল সাহসের গৌরব স্বগৌরবে গর্ব্বিত ইউরোপীয়েরাও স্বীকার করেন; এবং যাহাদিগের সহিত কএক বৎসরাবধি ঘোরতর সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগের শাসনকর্ত্তারা ব্যয় ও পরিশ্রমের কিঞ্চিন্মাত্র ও ত্রুটি করেন নাই: সেই সমরকুশল ভীমপরাক্রমিদিগের পুরবাসিনী সীমন্তিনীগণেরা ও অন্তঃপুরে থাকিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন যে বর্ষে২ বড় সাহেব শিখ-যুদ্ধের নিমিত্ত পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন, এবং ঐ যুদ্ধ-যাত্রার ফল কি ইহা জানিতে তাঁহারা যে অবশ্য ইচ্ছান্বিত হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? সেই শিখদিগের দেশ ও সামান্য দেশ নহে। প্রথম কল্পে লাহোর মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজধানী; দ্বিতীয়, পৃথিবীর সুরম্য উদ্যান কাশ্মীর, যথায় মনুষ্যের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ শাল-বস্ত্র প্রস্তুত হয়; তৃতীয়, অম্বরসহর লুধিয়ানা প্রভৃতি বহুতর দেশ যথায় নানাবিধ উপাদেয় বস্তু সকল উৎপন্ন [illegible]। তথাকার পর্ব্বতের বায়ুতে এবং নদনদীর সলি- [illegible] মনুষ্যকে দেবতুল্য পরাক্রমশালী

তথায় অনেক সুবিখ্যাত মহাত্মা সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঐ দেশ নানাবিধ প্রসিদ্ধঘটনার আধার; অতএব এবম্প্রকার দেশের উপাখ্যান কে না ব্যগ্রচিত্তে এবং ঐকান্তিক মনে শ্রবণ করিতে উৎসুক হইবে? বিশেষতঃ তদ্দেশ অস্মদাদির স্বদেশ, যেহেতুক উহা হিন্দুদিগের আকরস্থান; হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী; এবং শিখেরা হিন্দুমধ্যে পরিগণিত।

হিন্দুস্থানের পশ্চিমাংশে প্রবল বেগবতী পঞ্চ নদী আছে। ঐ নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়া হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাংশস্থ সমস্ত ভূমিকে সুচারুরূপে আর্দ্র করিয়া সুরম্য উদ্যানের স্বরূপ করত দক্ষিণাভিমুখে বহুদূর গমন করিয়া পরে একত্র মিলিতা হয়। এই পঞ্চ নদীর মধ্যে সিন্ধুনদী শ্রেষ্ঠা; অপর চারি নদী উহার শাখা নামে বিখ্যাতা; এবং যে সমস্ত ভূমি ঐ নদীপঞ্চের রসে (অপে) সিক্তা হয় তাহার নাম পঞ্জাব (পঞ্চাপ) অর্থাৎ পঞ্চবেণী অথবা পঞ্চনদীর দেশ।

উক্ত পঞ্জাব-দেশস্থ লাহোর নগর হইতে প্রায় ত্রিংশৎ ক্রোশ অন্তরে বিপাসা নদীর তীরবর্ত্তি রায়পুর গ্রামে কালুবেদী নামে এক ক্ষত্রিয় ছিল। ১৫২৬ সম্বতে নানক নামে তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই নানক হইতে নানক-পন্থি সম্প্রদায়ের এবং শিখ নামক জাতির সৃষ্টি হয়। শিখ শব্দে শিষ্য; ঐ শব্দ মূর্দ্ধন্যষকার প্রযুক্ত উপরোক্ত মতেই পশ্চিম প্রদেশে উচ্চারিত হয়, অতএব যাহারা নানকের শিষ্য তাঁহারাই শিখ নামে বিখ্যাত।

নানক প্রথমাবস্থায় বাণিজ্য বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া শস্যাদির ক্রয় বিক্রয় করিতেন। [illegible] [illegible] সম্যাবৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মচর্চ্চারও বৃ[illegible] এবং তিনি ধর্ম্ম চিন্তায় গাঢ়রূপে মনঃসংযোগ করিয়া হিন্দু ও মোসলমান ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হওত নানা দেশে ভ্রমণপূর্ব্বক ক্রমে আপন শিষ্যদিগকে স্বীয়মতে দীক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে বেহলোল লোদী নামক পাঠান রাজা দিল্লির অধীশ্বর ছিলেন; এবং পঞ্জাবাদি ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ সকল তাঁহার শাসনাধীন ছিল। ঐ সকল প্রদেশ সুবেহদার, রায়, অথবা ফৌজদার, অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধিদ্বারা শাসিত হইত, এবং ঐ প্রতিনিধিরা উপরোক্ত অধীশ্বরকে কর প্রদান করিতেন। যিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তেঁহ নানকের প্রতি অনুগ্রহ করিতেন। তদনুগ্রহে নানক নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। নানকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ধর্ম্ম বিষয়ে অভিনিবেশদ্বারা তৎকালের প্রচলিতমতে শীঘ্র দোষারোপ হইয়া উঠিল, এবং তাহার সংশোধন করার আবশ্যকতা বোধে তাঁহার মনোমধ্যে এক প্রবল অভিপ্রায় হইল। দেশ পর্য্যটন ও ঈশ্বরোপাসনা ও বিদ্যাধ্যয়ন জ্ঞানবৃদ্ধির উপায় ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরদেশে গমন করিলেন। পরে ভারতবর্ষের অনেক স্থান ও (কথিত আছে যে) মুসলমানদিগের তীর্থ মক্কা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করত প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সন্ন্যাসির বেশ ত্যাগ করিয়া গৃহ প্রবেশ ও ধর্ম্মোপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন। দবস্তান মোজাহেব নামক অতি প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থে অন্যান্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক গুরুদিগের ন্যায় নানকেরও অনেক অলৌকিক উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল মিথ্যাগল্প পাঠক বর্গের বিশ্বাসযোগ্য নহে, অতএব তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন রাখে [illegible] নানক স্বয়ং ও ঐ সকল ঐশীশক্তিজ্ঞাপক [illegible] যশোভিলাষী ছিলেন না।

তেঁহ কহিতেন যে "মন্ত্রের সত্যতাই শিক্ষকের বল; ঈশ্বরাজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র তাঁহার উপযুক্ত নহে"। এবং কোন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে কোন অদ্ভুত কীর্ত্তি করণার্থে অনুরোধ করাতে তেঁহ কহিয়াছিলেন;

"আদৌ তুমি ক্লেশ প্রাপ্ত না হইয়া অগ্নি-প্রবেশ কর"।
"কেবল প্রস্তর খণ্ড তোমার জীবন ধারণের উপায় হউক"।
"এই পৃথিবীকে পদাঘাতে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হও"।
"এবং তুলে স্বর্গের পরিমাণ নিরূপণ কর"।
"পরে আমাকে এমত কর্ম্মের নিমিত্তে অনুরোধ করিও"।

(আদিগ্রন্থ, মধ্যে রাগ)

পরন্তু অদ্ভুত কীর্ত্তি বিষয়ে নানকের এতদ্রূপ দ্বেষসত্ত্বে ও তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার প্রতি নানাবিধ অলৌকিক কর্ম্ম কর্ত্তত্বারোপণ করিয়াছে। কথিত আছে যে তাঁহার প্রতি তাঁহার শিষ্যদিগের কি পর্য্যন্ত বিশ্বাস আছে ইহা নিরূপণ করণার্থে কোন সময়ে এক মৃত মনুষ্য দেখিয়া নানক স্বীয় শিষ্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে "এই শবমাংস আহার কর'। তাহাতে সকলে অস্বীকার করিল, কেবল লেহনানামা এক জন শিষ্য গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনে উদ্যত হইল; কিন্তু ঐ শবোপরিস্থিত বস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র দেখেন যে ঐ শব নাই, এবং তৎস্থানে নানক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। গুরু আজ্ঞা পালনে লেহনাকে এমৎ ব্যগ্রচিত্ত দেখিয়া নানক আনন্দ পূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করত কহিলেন "তুমি আমার শরীর, তোমাতে আমার আত্মা অবস্থান করিবেক"। হিন্দুস্থানীয় ভাষায় "আমার শরীর" অথবা "স্বীয় শরীর" পদের প্রতিশব্দ "অঙ্গ খোদ;" এবং লেহনার নাম "অঙ্গ খোদ" শব্দের অপভ্রংশে অঙ্গদ হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় স্বীয় অতুল্য পারিপাট্যদ্বারা নানকসাহের মতের মর্ম্ম সঙ্গ্রহ করিয়া উক্ত পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব যাঁহারা নানকপন্থিদিগের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে উক্ত পত্রে ঐ প্রস্তাব পাঠ করুন্। তথাহইতে এস্থলে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করা-গেল। "গুরু নানক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পরমেশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয়, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিত্য, সত্য, স্বয়ম্ভু, পরাৎপর ও বাক্য মনের অগোচর। তিনি সকল প্রভুর প্রভু; এবং শিব, বিষ্ণু, মহম্মদ, ইহারা সকলই তাঁহার অধীন্। নানক পরমেশ্বরকে অনাদি, আদিম, ও সত্য বলিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন। নানকের কবিতা পাঠ করিলে বোধ হয়, তিনি হিন্দু বৈদান্তিক ও মোসলমান সূফি এই উভয়ের মত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার বেদান্তদর্শনের মত অবগত থাকা অবশ্যই সম্ভবে, এবং পারসিক গ্রন্থকারেরা লেখেন তিনি এক মোসলমান ফকিরের নিকট মোসলমান শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন; ও তৎসমুদয় স্বীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে জীবাত্মার ••• শুভাশুভ কর্ম্মানুরূপ উত্তমাধম জন্ম গ্রহণ অঙ্গীকার করিতেন। "চক্র যেমন নাভির উপর ঘূর্ণিত হয়, এ জীবন ও সেইরূপ; ও নানক! যাতায়াতের অন্ত নাই"। তিনি বহুতর স্বর্গ লোক স্বীকার করিতেন, আর বেদান্তবাদিদের ন্যায় তাঁহার মতে শরীর ভ্রমণ নিবারণ পূর্ব্বক মায়া প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে

লীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ। ••• যদিও নানক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির অস্তিত্ব ও দেবত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুর আরাধনা করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন"।

ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও শুভকর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে তিনি পুনঃপুনঃ বিধি দিয়াছেন। এবং জাতিভেদ উৎসন্নকরিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং হিন্দু মোসলমান, সকল জাতি হইতে শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দলাক্রান্ত করিয়াছিলেন।

নানকের পরলোক প্রাপ্তির সময় * শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামক তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে শ্রীচন্দ্র উদাসীন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং লক্ষ্মীদাস বিষয় মদে মত্ত হইয়া ধর্ম্ম চিন্তায় বিমুখ ছিলেন; অতএব নানকের পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য লেহনা আপন গুরুর পদাভিষিক্ত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত অঙ্গদ নামে বিখ্যাত থাকিয়া শিখ ধর্ম্ম বিস্তার করত ১৬০৯ সম্বতে লোকান্তর গত হয়েন।

অঙ্গদের পর তাঁহার শিষ্য অমরদাস, এবং পরে তাঁহার জামাতা রামদাস * ও দৌহিত্র অর্জ্জুন গুরুপদাভিষিক্ত হইয়া নানকের মত বিস্তার করেন। রামদাস আক্‌বর বাদ্‌সাহের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছিলেন; এবং তদনুগ্রহে লাহোর নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক খণ্ড ভূমি প্রাপ্ত হয়েন। ঐ ভূমিতে তিনি এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার নাম অমৃত সরোবর রাখেন। উক্ত সরোবর এবং তচ্চতুর্দ্দিক্‌স্থিত নগর অমৃতসর নামে এইক্ষণে অতি প্রসিদ্ধ আছে।

অর্জ্জুনদ্বারা শিখদিগের শ্রীপাট অমৃতসরে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং শিখধর্ম্ম সংস্থাপক উপদেশ বাক্যসকল একত্র সঙ্গৃহীত হইয়া শিখদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ সম্পন্ন হয়। ঐ সঙ্গ্রহের নাম "আদি গ্রন্থ"। আধুনিকেরা ঐ পুস্তক কে "গ্রন্থ" শব্দেও কহিয়া থাকে। অঙ্গদ নানকের উপদেশবাক্যসকল সঙ্গ্রহ করিয়া ছিলেন, এবং তৎপরে অপর গুরুরাও তাঁহাদের পূর্ব্বতন উপদেশকদিগের বাক্য একত্র করেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ সঙ্গ্রহ কে ধর্ম্মগ্রন্থ পদে অভিষিক্ত করেন নাই। অর্জ্জুনকৃত সঙ্গ্রহে নানকাদি শিখধর্ম্ম প্রচারক অনেকেররচনা একত্র করা হইয়াছে।

উক্তগ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রথম খণ্ডের নাম "জপজি" অথবা "গুরুমন্ত্র"। উহা নানক দ্বারা রচিত; এবং সেই অংশ ধার্ম্মিক শিখেরা প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালে পাঠ করিয়া থাকেন; ফলতঃ উহা শিখদিগের প্রাতঃসন্ধ্যার মন্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম "সোদর রিয়া রাস"। ইহা নানকদ্বারা রচিত হইয়া পরে রামদাস ও অর্জ্জুনদ্বারা প্রচলিত হয়। এই খণ্ড শিখদিগের সায়ংসন্ধ্যার মন্ত্র। তৃতীয় খণ্ডের নাম, "কীরৎ সোহিলা"; এবং উহাতে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন সকল আছে। চতুর্থ খণ্ড ৩১ প্রকরণে বিভক্ত, এবং ঐ প্রকরণ সকল শ্রী, গৌরী, আসা, গুজ্জরী, দেবগান্ধার, বেহাগরা ইত্যাদি রাগ ও রাগিণীর নামে বিখ্যাত; ফলত শিখদিগের গুরু ও ভক্ত সকলের রচিত পরমার্থ বিষয়ক ভজন ও গীত সমূহ এই খণ্ডের প্রতিপাদ্য; এবং ঐ সকল গান যে২ রাগে গীত হইয়াছিল তদনুসারে প্রকরণবদ্ধ হইয়াছে। আদিগ্রন্থের অধিকাংশ এই গীত সকলে পরিপূর্ণ। পঞ্চম খণ্ডের নাম "ভোগ্"। এই খণ্ড নানক ও অন্যান্য শিখগুরু ও নয় জন ভট্টের রচিত কবিতাসমূহে সঙ্কলিত। ষষ্ঠ খণ্ডের নাম "ভোগ্‌কি বাণী;" এবং নানক রচিত স্তব ও শিখদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধায়ক বাক্যসকল তৎ খণ্ডের সার।

* ১৫৯৬সম্বতে রাবিনদী তটস্থ কর্ত্তারপুর গ্রামে নানকের মৃত্যু হয়।
† রামদাসের জন্ম সময় সম্বৎ ১৫৮১, ও মৃত্যু সময় সম্বৎ ১৬৩৮।

আদিগ্রন্থ অপভ্রংশ হিন্দিভাষায় রচিত, এবং পঞ্জাবি অক্ষরে লিখিত হয়। উক্ত অক্ষর শিখ গুরুদিগেরদ্বারা ব্যবহৃত হয় একারণ সেই অক্ষরকে "গুরুমুখি" শব্দে ও কহে। ভোগ খণ্ডে নানককৃত ৪ টা ও অর্জ্জুন কৃত ৯১ টা সংস্কৃত শ্লোক আছে।

অর্জ্জুনদ্বারা শিখধর্ম্ম নানাবিধ নিয়মের বশীভূত হয়, এবং তাঁহাদ্বারা শিষ্যদিগের নিকট হইতে নিয়মিত কর সঙ্গ্রহের ও প্রথা স্থাপিতা হয়। ফলতঃ অর্জ্জুন নানা উপায়দ্বারা শিখধর্ম্মের বিস্তার ও শিখদিগের উন্নতি করেন। অর্থোপার্জ্জনে তিনি যথেষ্ঠ ব্যগ্র ছিলেন; এবং শিষ্যদিগের নিকট যে কর প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বাণিজ্য দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল; এবং অনেক উচ্চপদস্থ লোকদ্বারা তেঁহ সমাদৃত হইয়াছিলেন। লাহোরের দেওয়ান শ্রীচণ্ডু সাহ অর্জ্জুনের পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে উৎসুক ছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে সম্মত হইলেন না। খোসরো নামক রাজ পুত্র যখন আপন পিতা জাহাঙ্গির বাদসাহের সহিত বিবাদ করেন তখন অর্জ্জুন তাঁহার মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের ভজনা করিয়াছিলেন। এতন্নিমিত্ত জাহাঙ্গির তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, এবং ঐ কারাগারে ১৬৬৩ সম্বতে তাঁহার কাল হয়। অর্জ্জুনের শিষ্যেরা তাঁহার যশোবৃদ্ধির নিমিত্তে কহিয়া থাকে যে তিনি রাবি নদীতে স্নান করিতে কোন সময়ে অবকাশ পাইয়াছিলেন, এবং সেই ছলে অবগাহন কালে আপনার রক্ষকমণ্ডলীর মধ্যহইতে অন্তর্হিত হন।

শিখদিগের অবয়ব, ও তাহারা কিরূপে বস্ত্রাদি পরিধান করে,তাহা কলিকাতাস্থ সকলেই জানেন; কিন্তু পল্লিগ্রামস্থ পাঠক মহাশয়েরা ও স্ত্রীলোকেরা অনেকেই শিখদিগকে দেখেন নাই, অতএব তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্তে ১১ পৃষ্ঠায় শিখদিগের এক ছবি মুদ্রিত করা গেল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কৌতুক কণা।

ভৌত বিচার।

রাজদ্বারে এক হস্তি দেখিয়া কোন এক ন্যায়বিশারদ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে, এ কি আশ্চর্য্য বস্তু"? তাঁহার সমভিব্যাহারী বৃহৎকায় কৃষ্ণবর্ণ জীব ও তাহার শ্বেত দন্ত দেখিয়া কহিলেন "বন্ধো! এটা অন্ধকার, মূলা ভক্ষণ করিতেছে"। প্রথম ব্যক্তি আপনার ন্যায়ব্যুৎপত্তিপ্রসাদে হস্তির কর্ণদ্বয় দেখিয়া অনায়াসে তর্ক করিলেক; "যদি তাহাই হইবে, তবে কুলা সঞ্চালন কেন করিতেছে?" তৎসহচর স্বীয় মীমাংসায় দোষারোপ দেখিয়া কহিলেক, "এ একটা মেঘ, এবং তাহাতে বকপঙক্তি উড়িতেছে"। ন্যায়বিশারদ কহিলেন; "সখে, তাহাও নহে, কারণ মেঘের চারিটা স্তম্ভ নাই"। সহবাসক্রমে সমভিব্যাহারী স্বীয় সখার ন্যায়ব্যুৎপত্তির ঘ্রাণ পাইয়াছিল, অতএব প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিল, "তবে এটা কোন বান্ধব, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছে, 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ'"। প্রথম ব্যক্তি প্রখরচতুরতার বলে হস্তি শুণ্ড দেখিয়া বিতণ্ডা করিল, "যদি তাহাই হইবে, তবে লগুড় নাড়িবার প্রয়োজন কি"? "তবে এটা কোন বস্তুর ছায়া"। সখা শিরশ্চালন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর দিল, "উহুঁ, তাহাও নহে, যেহেতুক ছায়ার গর্জ্জন সম্ভবে না"। দ্বিতীয়

ব্যক্তি ইহাতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া মীমাংসা করিল, "যে তবে এটা কিছুই নহে"। এবং ঐ মীমাংসায় উভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পৈত্রিক দৃষ্টান্তের আলোক।

জনেক নগরবাসী এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করিল; "তোমার পিতার কিরূপে মৃত্যু হইয়াছিল"? নাবিক কহিল; "তিনি জল মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন"। নগরবাসী জিজ্ঞাসিল; "তোমার পিতামহের কি রূপে কাল হয়"। সে প্রত্যুত্তর দিল; "তিনি ও জল মগ্ন হন"। নাগর পুনঃ প্রশ্ন করিল; "তোমার প্রপিতামহ কি প্রকারে পরলোক প্রাপ্ত হন"? সে উত্তর দিল; "তিনি ও জলে ডুবিয়া মরেন"। নাগর কহিল; "যাহার তিন পুরুষ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সে কি বিবেচনায় পুনঃ সমুদ্র যাত্রা করে; আমি হইলে আর কদাপি সমুদ্রে গমন করিতাম না"। ইহাতে নাবিক প্রশ্ন করিল; "তোমার বাপ কি রূপে মরেন"? নাগর কহিল; "কেন? তিনি পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যায় শয়ন করত পরলোক প্রাপ্ত হন"। নাবিক জিজ্ঞাসিল; "তোমার ঠাকুর দাদা ও তাঁহার বাপ কেমন করে মরেন"? সে সক্রোধে কহিল; "কেন? আমার পিতামহ ও প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ আদি সকলেই ভদ্রলোকের ন্যায় শয্যায় শয়ন করত স্বচ্ছন্দে স্বর্গপ্রাপ্ত হন"। নাবিক কহিল; "ভাই, যাহার সাত পুরুষ শয্যায় মরিয়াছে সে কি ভরসায় কের শেজে শোয়; আমি হৈলে বিছানার কাছেও যাইতাম না"।

তবে আমি ঘুমচ্ছি।

কেহ আপন সখাকে প্রাতঃকালে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন; "বন্ধো, তুমি কি নিদ্রিত আছ"? শয্যাস্থ ব্যক্তি কহিলেক "কেন"? সখা প্রার্থনা করিলেন; "আমার একটা টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, যদি তুমি জাগ্রৎ থাক তবে উঠিয়া তাহা আমায় কর্জ্জ দিলে ভাল হয়"। সে কহিল; "তবে আমি ঘুমচ্ছি"।

এক চোক্ ভাল কি দুই চোক্ ভাল?

জনেক একচক্ষুর্হীন আপন অবশিষ্ট নয়নের প্রশংসায় কহিতেছিল যে আমি ঐ নয়নদ্বারা অনেক দিনেত্রব্যক্তি হইতেও অধিক দেখিতে পাই। তৎসভাস্থ কোন দ্বিনেত্রবলগর্বিত এতদ্বাক্যে অমর্ষান্বিত হইয়া কহিলেন, "যদি তুমি একথা সপ্রমাণ করিতে পার তবে আমি তোমাকে শত মুদ্রা দিব"। অন্ধ ঐ পণে স্বীকৃত হইয়া কহিলেক; "আমার মুখের উপর তুমি কি দেখিতেছ"। দ্বিনেত্রবলগর্বিত ব্যঙ্গ করত কহিল; "তোমার এক চক্ষু"। অন্ধ কহিলেক; "ভালই, তবে আমি অধিক দেখিয়াছি, কারণ তোমার দুই নয়ন আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, অতএব পণের একশত টাকা আমাকে দেও"।

এক হাজার টাকার পা।

এক দিবস কয়েক জন আহ্লাদানুরত নায়ক কোন খঞ্জকে তাহায় বক্র পদের নিমিত্তে উপহাস করাতে সে তাহার সরল পদ বাদিদিগের সম্মুখে বক্রভাবে রাখিয়া কহিলেক; "তোমরা কি মিছে ব্যঙ্গ করিতেছ, আমি সহস্র মুদ্রা পণ রাখিয়া কহিতে পারি যে এই সভায় এ পদহইতেও বক্র পদ আছে"। সভাস্থ সকলে ঐ ব্যক্তির পদ ও বাক্যের ভঙ্গি প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া কহিল "যে আমরা এই পণ গ্রাহ্য করিলাম, এই সভায় ঐ পদ হইতেও বক্র পদ যদ্যপি তুমি দেখাইতে পার তবে তোমার জিত"। খঞ্জ হাস্য বদনে আপন ভগ্ন পদ বাড়াইয়া কহিলেন, "তবে এই দেখ এক বাঁকা পা, এবং তাহার দর্শনী হাজার টাকা দেও।

17

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৩, অগ্রহায়ণ। [২ সংখ্যা।

রাজপুত্র-ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

চন্দ্র ও সূর্য্য বংশীয় রাজাদিগের বিপুল মহিম-বর্ণনে ও যশঃকীর্ত্তনে ইতিহাস ও পুরাণ-সকল নিয়ত নিযুক্ত আছে; কিন্তু তাহাদের এক্ষণকার জনগণের সহিত সম্বন্ধ-ধারা ও মহিমা বঙ্গভাষায় অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। পরন্তু তাহাদের ইদানীন্তনের ইতিহাস প্রকাশ না থাকায় যে তাহা জ্ঞাতব্য নহে এমত নহে। ভারতবর্ষ যেমত বিস্তৃত, চান্দ্র ও সৌর-বংশও তদ্রূপ। হিমালয় পর্ব্বত অতি উচ্চ; কিন্তু উক্ত বংশদ্বয়ের রাজাদিগের কীর্ত্তিধ্বজা তাহাহইতে খর্ব্ব নহে। আসমুদ্র-হিমালয় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমা; কিন্তু সৌর রাজারা ঐ সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। কাবুল, কান্ধার, বামিয়ন, বল্খ ইত্যাদি দেশ-সকল, যত্রত্য মো-

সলমানেরা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছে, ও হিন্দুস্বাধীনতা উৎসন্না করিয়াছে, সেই সকল দেশ কোন কালে সৌর-রাজাদিগের দণ্ডাধীন হইয়াছিল; কোন সময় তথাকার লোকেরা হিন্দু-আজ্ঞাবহ হইয়া কালযাপন করিত। সেই বংশের কি প্রচণ্ড প্রতাপ, যাহা সহস্র ২ বৎসর পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ভারতবর্ষে রাজ্য করিয়া আসিতেছে! যাহার শাখা অদ্যাপি হিমালয় শিখরে ও মিবার দেশে রাজসিংহাসনোপবিষ্টা আছে! কালের করাল গ্রাসে সকলই পতিত হয়, এবং সৌরবংশ ও ঐ নিয়মাধীন হইয়া পুনঃ২ গৌরব-হীন ও শাখা-পল্লব-চ্যুত হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার আবহমান রাজ্যের কদাপি বিচ্ছেদ হয় নাই। রাজপুত্র সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্তা টড সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা সৌর ও চান্দ্র বংশীয় সমস্ত রাজাদিগের প্রতি উত্তমরূপে প্রয়োগ হয়। “হিরোডোটস্ এবং জিনোফন্ যদ্রূপ গ্রিক দেশের ইতিহাস লিখিয়া তদ্দেশীয় মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি সকল বর্ণন করত চিরস্মরণীয় রাখিয়াছেন, সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের ইতিহাস তদ্রূপ সুচারু লেখকদ্বারা সুরচিত হইলে তাঁহাদের কীর্ত্তি-সকল তুল্যরূপে মান্য ও পুজনীয় হইত”। কিন্তু, হায়! ভারতবর্ষের ইতিহাস সকল লোপ হইয়াছে! মহাকবি বাল্মীকিদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের পৌরুষপ্রতাপ জগদ্বিস্তৃত ও সকলের মনে বিকসিত হইয়াছে; এবং ভগবান ব্যাসদেব ইন্দুবংশের যে গুণগান করিয়াছেন তাহার প্রতিধ্বনিদ্বারা অদ্যাপি সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপিত আছে; কিন্তু ঐ বংশদ্বয়ের পর পর কি অবস্থা হয়, তাহাদের শাখা সকল ভারতবর্ষে কি প্রকারে বিস্তৃতা হয়; কোন দেশে কোন শাখা স্থাপিতা হয়; তাহাদের দ্বারা কি ২ মহৎকর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়; এবং তাহাদের কি প্রকারেই বা লোপ হয়, তাহার নানাবিধ বিবরণ সত্ত্বেও কোন ইতিহাসবেত্তা অদ্যাপি তাহার সমন্বয় ও সার-সঙ্গ্রহ করেন নাই। যে সকল সৌর শাখা এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের অধিকাংশের আধুনিক বাসস্থান রাজবারা দেশ। ঐ দেশে উক্ত বংশের ৩৬ শাখা “ছত্রিশ রাজ কুল” নামে অদ্যাপি বিরাজমান আছে। এই ছত্রিশ কুলের সমষ্টাখ্যা “রাজপুত্র”; এবং তাহারা নানা বিধ অনুশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এতদ্বংশজাত ব্যক্তি ব্যূহেরা মহাতেজস্বী এবং হিন্দুজাতি-শ্রেষ্ঠ। রাজপুত্র নাম হওয়াতে কেহ ২ ইহাদিগকে বর্ণশঙ্কর জ্ঞান করে; কিন্তু সে ভ্রম মাত্র। রাজপুত্র কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে ইহাদের বংশাবলির সমূহ বিবরণ বিস্তার আছে; এবং ঐ কুলজি সমস্তই যে মিথ্যা এ কথার পোষক কোন প্রমাণ নাই। রাজবারা দেশে প্রস্তাবিত বংশদ্বয়ের বহুকালাবধি বাস হওয়াতে তাহাদের আধুনিক ইতিহাস রাজবারা দেশের ইতিহাসের সহিত ঐক্য হইয়াছে; একের ইতিহাস বিস্তার হওয়ায় উভয়েরই ইতিহাস বিস্তার হয়; অতএব আদৌ উক্ত দেশের এক মানচিত্র ১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলাম। ঐ মানচিত্র দৃষ্টে পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত হইবেন যে রাজবারা দেশ ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী। উহার উত্তর সীমা ভট্টি দেশ ও শতদ্রু নদী; দক্ষিণ সীমা মালব, সৌরাষ্ট্র এবং কচ দেশ সকল; পূর্ব্বসীমা হরিয়ানা; দিল্লি, আগরা, ঢোলপুর, গোবালিয়র, নিরবার এবং চান্দেরি দেশ-সকল; এবং পশ্চিম সীমা সিন্ধু নদের বাম তটস্থ মরুভূমি এবং দাউদপুত্র দেশ। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দেশকে “রাজপুতানা” এবং “রাজস্থান” শব্দেও কহে; এবং ঐ দেশ সপ্ত রাজ্যে বিভক্ত হয়, তদ্যথা, ১, মিবার রাজ্য, ইহার রাজপাট উদয়পুর,

রাজবারা দেশের
মান চিত্র

শ্রীযুক্ত টড সাহেবের মান চিত্র হইতে
শ্রীযুক্ত মুনসি আবদুলহালিম দ্বারা
সঙ্কেপ যুক্ত

মান দণ্ড
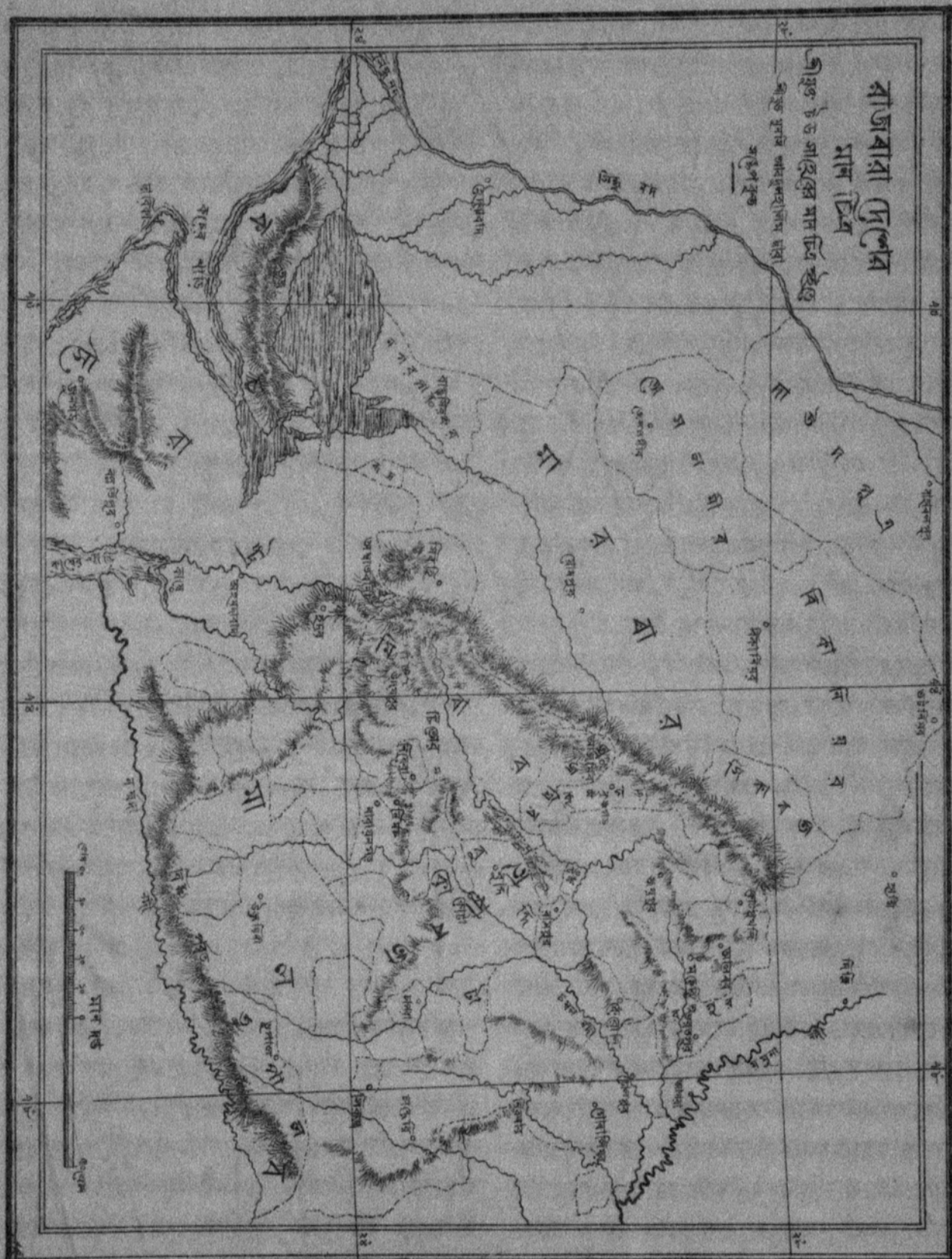
২, মারবার রাজ্য, তাঁহার রাজপাট যোধপুর; ৩, বিকানিয়রা রাজ্য, রাজপাট বিকানিয়র নগর, ৪, কোটা রাজ্য, রাজপাট কোটা নগর; ৫, বুন্দি রাজ্য, রাজপাট বুন্দিনগর; (কোটা এবং বুন্দি-রাজ্যের সমষ্ট্যাখ্যা হারাবতী) ৬, জয়পুর রাজ্য, রাজপাট জয়পুর নগর; (সিকাবতী, মেচেরি, কেরৌলি, এবং কৃষ্ণগড় রাজ্য-সকল জয়পুরের অধীন); ৭, জেসলমীর রাজ্য, রাজপাট জেসল্-মীর নগর। এই সকল রাজ্যের অধিপতিদিগের মধ্যে মিবার দেশের রাণারা সর্ব্বতোভাবে মান্য। তাঁহারা "হিন্দুসূর্য্য" নামে অদ্যাপি বিখ্যাত আছেন; এবং তদ্দেশীয় লোকদিগের এমত বিশ্বাস আছে, যে ঐ রাণাদিগের দর্শনে সূর্য্য-দর্শনের ফল হয়; অতএব বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন হইলে ঐ রাণারা রাজ-অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে সূর্য্য-দর্শনাভিলাষিদিগকে দর্শন দেন।

রাজস্থান প্রচলিত বহুল গ্রন্থহইতে বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত টড সাহেব রাজপুত্র জাতিদিগের ইতি-হাস পরম পারিপাট্যের সহিত বিন্যাস করি-য়াছেন, অতএব পাঠক মহাশয়দিগের তুষ্ট্যর্থে উক্ত রচনা হইতে আমরা এই প্রস্তাব সঙ্কলন করিলাম।

রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের দুই পুত্র, লব এবং কুশ; এবং তাহাদের উভয়েরই বংশ রাজস্থানে অদ্যাপি জাজ্বল্যমান আছে। কুশের অপত্যেরা এই ক্ষণে নিরবার এবং আম্বের দেশে "কুষ্বহ" বা "কচ্বহ" বংশ নামে বিখ্যাত আছে, এবং তাহা-দের কুলশ্রেষ্ঠ অদ্যাপি উক্তদেশের রাজমুকুট ধারণ করিতেছেন। লবকে হিন্দিভাষায় "লোহ" শব্দে কহে, এবং ঐ লোহ পঞ্জাব দেশে রাবি (ইরাবতী) নদীর তটে এক নগর স্থাপন করেন। ঐ নগর "লবকোট" অথবা "লোহ কোট" নামে বিখ্যাত হয়; এবং ক্রমশঃ ঐ শব্দের অপভ্রংশে উক্ত নগরের নাম এইক্ষণে "লাহোর" হইয়াছে।

লবসন্তানেরা লাহোর নগরে অবস্থিতি করিয়া বহুকাল পঞ্জাব রাজ্য ভোগ করেন; পরে কনকসেন নামক এক জন লববংশজ ২০১ সংবতে সৌরাষ্ট্র দেশে দ্বারিকা নগরে রাজ্য স্থাপন করেন। কনকসেনহইতে চতুর্থ পুরুষ বিজয়সেন দ্বারা বি-দর্ভ নগর স্থাপিত হয়, কিন্তু বিদর্ভ হইতে তাঁহার রাজপাট বল্লভীপুর অতি প্রসিদ্ধ ছিল। ৫৮০ সংবতে বল্লভীপুর-নায়ক শিলাদিত্য সপরিবারে শত্রুদ্বারা পরাহত হন; এবং বল্লভীপুর সৌর বং-শীয় হস্ত হইতে এক কালে গত হয়। এই ঘটনা অবধি বল্লভী-সংবতের আরম্ভ হয়। শিলাদিত্যের শত্রুদ্বারা হত হওন কালে তাঁহার পুষ্পবতী নাম্নী মহিষী অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ইদর রাজ্যের নিকটস্থ পর্ব্বত-শিখরবাসিনী অম্বা ভবানী দেবীর দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে আপন স্বামির পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ শ্রুত-মাত্রই পরমশোকে ব্যাকুলা হইয়া মেলিয়া পর্ব্ব-তের এক গুহা অবলম্বন করেন। পরে তথায় এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া বীর-নগর-বাসিনী কমলবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীকে ঐ পুত্রটি সমর্পণ করিয়া ঐ সাধ্বী পতির বিয়োগে অনুমরণ স্বীকার করিলেন।

মাতৃচর্য্যায় কুশলিনী কমলবতী রাজপুত্রকে অতি উত্তমরূপে প্রতিপালন করিলেন, এবং গুহা-জাত ইত্যর্থে তাহার নাম "গোহ" রাখিলেন। একাদশ-বর্ষীয় গোহ সর্ব্বদা মৃগয়ায় এবং অস্ত্রশি-ক্ষায় তৎপর—সমবয়স্ক বন্য বালকদিগের সহিত অবিরত বনে ভ্রমণ করিতেন। গল্প আছে যে এক-দা বালক বৃন্দেরা ক্রীড়াছলে গোহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তন্মধ্যে এক জন আপন অঙ্গুলি

দংশন করত তন্নির্গত শোণিতদ্বারা গোহের কপালে রাজটীকা প্রদান করে। ঐ সময়ে মণ্ডলিক নামক এক জন ভীল জাতীয় অসভ্য রাজার অধীনে ইদর দেশ ছিল। ঐ রাজা গোহকে প্রিয় মানিত, এবং তাহার ক্রীড়াছলে রাজ্যাভিষেক বিষয়ক উপহাস কথা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওত গোহকে ইদর-দেশান্তর্গত ইদর গ্রামের আধিপত্য প্রদান করিল। গোহ কিয়ৎকাল ইদরাধিপত্য ভোগ করত পরে তাঁহার হিতৈষি মণ্ডলিককে বধ করিয়া ভীলদিগের সমস্ত রাজ্য আপন দণ্ডাধীন করিলেন। এই সূর্য্য বংশীয় কনকসেনের অপত্য গোহ হইতে তাহার বংশের নাম "গোহিলোট্" "অথবা গেহলোট্" হইয়াছে। এবং ক্রমশ এই গেহলোট্ বংশ চতুর্বিংশতি শাখায় বিভক্ত হয়।

গোহের পার্ব্বত্য জন্ম ভূমিতে তাঁহার অপত্যেরা বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করে। পরে তাঁহার অষ্টম পুরুষ নাগাদিত্যের রাজ্য সময়ে তদধীনস্থ অসভ্য ভীলজাতীয়েরা রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল; এবং নাগাদিত্যকে এক দিবস একক মৃগয়ানুরত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ দণ্ড, এবং তাঁহার বংশহইতে ইদর রাজ্যকে, অপহরণ করিল।

বীর-নগর-বাসিনী কমলবতী ব্রাহ্মণীর বংশ গোহ রাজার সময় অবধি ক্রমাগত ইদর দেশের রাজ পৌরহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, এবং নাগাদিত্যের মৃত্যুর পর তদ্বংশজাত কোন ব্যক্তি নাগাদিত্যের বংশ-রক্ষায় তৎপর হইয়া তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক বাপ্পা রাওল্ নামক পুত্রকে ভাণ্ডের নগরের দুর্গে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেক। পরে তৎস্থানে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার সম্ভাবনা না থাকায় তথা হইতে ঐ বালককে ত্রিকুট-পর্ব্বতোপরি পরাসন্ন কাননে লইয়া গেল। ঐ পর্ব্বত-মূলে নগেন্দ্র নামক এক নগর ছিল। এই স্থলে ঐ বালক গোপাল-বেশে কালযাপন করিত।

অন্যান্য মহদ্ব্যক্তির বাল্যকাল-ঘটিত অলৌকিক ও অদ্ভুত গল্পের ন্যায় বাপ্পার বাল্যকালিক নানাবিধ গল্প প্রচার আছে। কথিত আছে যে এক সময়ে বাপ্পার স্বামী তাঁহার রক্ষিত গোবিশেষের দুগ্ধ-চৌর্য্য বিষয়ে তাঁহাকে সন্দেহ করে; এবং ঐ সন্দেহের ও যথেষ্ট প্রমাণ ছিল, কারণ ঐ গোর স্তন সর্ব্বদা শুষ্ক থাকিত, এবং সে দুগ্ধদানে অশক্তা ছিল। বাপ্পা এই ঘটনার কারণানুসন্ধায়ী হইয়া দেখিলেন যে ঐ গো প্রত্যহ এক নিবিড় বনমধ্যে গমন করিয়া তথায় এক শিবলিঙ্গোপরি দুগ্ধ স্রাব করে, এবং তৎপূজক হরিৎ নামক এক ঋষিকেও দুগ্ধ পান করায়। বাপ্পা ঐ ঋষিকে আপন অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন; এবং প্রত্যহ ঐ শিবকে ও তাঁহাকে দুগ্ধাদির দ্বারা পূজা করিতেন। হরিৎ বাপ্পার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নীতি-শিক্ষা করাইতেন, এবং পরে ত্রিকাণ্ড উপবীত ধারণ করাইয়া তাঁহাকে আপন শিষ্য করত একলিঙ্গ শিবের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি মিবার দেশের রাণাদিগের "একলিঙ্গের দেওয়ান" ইতি উপাধি হইয়াছে। মহাদেব বাপ্পার ভক্তিতে যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তেঁহ তাহার প্রমাণ ত্বরায় প্রাপ্ত হইলেন। সিংহাসনী ভবানী দেবী তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলেন, এবং তাঁহাকে বর প্রদান পূর্ব্বক, অসি, চর্ম্ম ধনুর্ব্বাণাদি বিজয়ি অস্ত্র সকল প্রদান করিলেন। হরিৎ আপন প্রিয় উপাসকের এতদ্রূপ মঙ্গল দেখিয়া পরমাহ্লাদে তাহার নিকটে স্বর্গে যাইবার মানস প্রকাশ করেন। পরদিবস প্রাতে নিদ্রাবশতঃ নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে পর বাপ্পা ঋষি নিকটে আগমন করিয়া দেখেন যে ঋষি পুষ্পরথে

বিমানে উড্ডীয়মান হইয়াছেন। অন্তরীক্ষহইতে হরিৎ স্বীয় শিষ্যকে আশীর্বাদ করত অন্তর্হিত হইলেন।

বাপ্পা রাওল্ পূর্ব্বেই মাতৃ নিকটে শুনিয়াছিলেন যে তেঁহ মোরি বংশীয় চিতোর রাজার ভাগিনেয়, এবং স্বয়ং রাজ সন্তান। এইক্ষণে দেবীর অনুগ্রহে বিজয়ি অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব বিবরণ স্মরণ করত গোপাল-বেশ পরিহরণ পূর্ব্বক কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে চিতোর নগরে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে ব্যাঘ্রকুট পর্ব্বতে গোরক্ষনাথ ঋষির সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার কৃপায় এক তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ প্রাপ্ত হন। ঐ খড়্গ যথা-যোগ্য মন্ত্রপূত করিয়া ব্যবহার করিলে তদ্দ্বারা পর্ব্বত শিখরও বিদীর্ণ হইত।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বাপ্পা চিতোর নগরে মাতুল সদনে উত্তীর্ণ হইলে রাজসভায় সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হয়েন; ও মিবারাধিপতির অনুগ্রহে এক খণ্ড ভূমি ও সেনাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাপ্পা রাওলকে বিশেষ সম্মান করাতে মিবারাধীশের অন্য সেনাপতিরা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়; এবং কিয়ৎকাল পরে মহম্মদ-বিন্-কাসিম নামক সিন্ধুদেশের আমির উপাধি বিশিষ্ট এক রাজপ্রতিনিধি চিতোর আক্রমণ করিলে চিতোর রক্ষার্থে কোন সেনাপতি অগ্রসর হইল না, সকলেই আপন২ কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিমুখ হইয়া কহিল বাপ্পা রাওল্ সম্যক রাজানুগ্রহ ভোগ করিয়াছে, এইক্ষণে চিতোর রক্ষাকরা তাহারই কর্ত্তব্য। সেনানায়কদিগের এতদ্রূপ আচরণে বাপ্পা রাওল ভীত কি চিন্তিত না হইয়া বরং আপনাকে কৃতকার্য্যই মানিলেন; এবং সসৈন্যে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া শত্রু দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাজ্ঞার হেলনকারি সেনানায়কেরা তাঁহাদিগের মহৎ শৌর্য্যগুণ বশাৎ অল্পবয়স্ক বাপ্পার রণকৃতিত্ব দেখিয়া স্ব২ ঈর্ষ্যা পরিহরণ পূর্ব্বক বাপ্পার সাহায্যে সকলেই সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইল; এবং পররাজ্যাপহরণাকাঙ্ক্ষি মহম্মদ-বিন্-কাসিম ঐ শূরসঙ্ঘের বিক্রম হইতে পলায়ন পরায়ণ হওয়া শ্রেয়ো বোধে তদ্রূপ করিল; কিন্তু বাপ্পা বিন্-কাসিমের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার রাজপাটে তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং গজনি * নগর চাবুরা বংশীয় এক অধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়া চিতোরে প্রত্যাগমন কালে দেখিলেন যে রাজবিদ্রোহি সেনানায়কেরা তাঁহার শৌর্য্যগুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রেমান্বিত হইয়াছে। এই অবসরে মিবার রাজ্য অনায়াসে প্রাপ্য বোধে মাতুলভক্তি ও কৃতজ্ঞতাকে বিসর্জন পূর্ব্বক সসৈন্যে চিতোর নগরে প্রবেশ করিয়া আপন মাতুল হইতে রাজ্যাপহরণ করিলেন; এবং সেনাধ্যক্ষ সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে "হিন্দু সূর্য্য" "রাজগুরু" এবং "চক্রবর্ত্তী" উপাধি প্রদান করিল।

চিতোর নগর প্রাপ্ত্যনন্তর বাপ্পা সৌরাষ্ট্র দেশে গমন করেন; এবং তত্রত্য বন্দর দ্বীপের রাজ-দুহিতাকে বিবাহ করিয়া ঐ দারা এবং ঐ দ্বীপের বাস্তু দেবতা ব্যানমাতা দেবীর প্রতিমাকে চিতোরে আনয়ন করেন। এক-লিঙ্গ-শিবের সহিত ঐ দেবী অদ্যাপি গেহলোট্ বংশের দ্বারা পূজিতা আছেন।

তদনন্তর বহুকালাবধি মিবার রাজ্য ভোগ করত পূর্ব্বোক্ত মহিষী-জাত অপরাজিত-নামা পুত্রকে ঐ রাজ্য প্রদান করিয়া বাপ্পা পশ্চিম প্রদেশ জয় করণে যাত্রা করিলেন। পরে ক্রমশঃ কাশ্মীর, কাবুল, কন্দাহার, ইরাণ, তুরাণ, ইস্পাহান, এবং কাফ্রিস্থান্ দেশ সকল জয় করত তত্তদ্দেশের রাজকন্যা সকলকে বিবাহ করেন ঐ রাজকন্যা-সকলের গর্ভে একশত ত্রিশ পুত্র জন্মে। ঐ সকল

* ঐ নগরের আধুনিক নাম "কান্দে"।

পুত্রদিগের বংশ "নৌশেরা পাঠান্" নামে অদ্যাপি বিখ্যাত আছে।

বাপ্পার হিন্দু-স্ত্রী-জাত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ৯৮ জন পুত্র "অগ্ন্যুপাসি সূর্য্যবংশি" নামে বিখ্যাত হয়; এবং তাহাদের অনেকের বংশ মিবার, মারবার, গোহিল্‌বাল্, সৌরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কোন২ গ্রন্থে এমত উক্তি আছে যে এক শত বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে বাপ্পা মেরু পর্ব্বত-মূলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করত জীবন সত্ত্বেই সমাধি প্রাপ্ত হন। অন্যত্র এমত প্রবাদ আছে যে শতবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়; এবং তৎ সময়ে তাঁহার হিন্দু ও অপর জাতীয় পুত্রদিগের মধ্যে তাঁহার অন্তিম-ক্রিয়োপলক্ষে এক তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব পক্ষীয়েরা হিন্দুরীত্যনুসারে বাপ্পার শবদাহন করাই কর্ত্তব্য জানিয়া তদ্বিষয়ে ব্যগ্র হইল; এবং তাঁহার বিজাতীয় পুত্রেরা তাঁহার সমাধি অর্থাৎ গোর দেওনে উদ্যত হইল; কিন্তু ঐ শবোপরিস্থিত বস্ত্র উত্তোলন করিয়া সকলে দেখিল যে ঐ শব নাই, এবং তৎস্থানে কতকগুলি প্রস্ফুটিত পদ্ম পুষ্প রহিয়াছে। এই অদ্ভুত উপাখ্যান সুপ্রসিদ্ধ নৌসেরওয়াঁ পাদসাহের সম্বন্ধেও উক্ত হয়। কোন ২ গ্রন্থকার এমত কহেন যে শিলাদিত্য পারস দেশীয় নৌসেরওয়াঁ পাদসাহের বংশোদ্ভব; এবং অপরে কহেন যে উক্তদেশীয় ইজ্‌দ্‌গর্দ পাদসাহের কন্যা মাহ-বানুর গর্ভে শিলাদিত্যের জন্ম হয়; কিন্তু এতদ্বাক্য-সকলের কোন বিশেষ প্রমাণ নাই; এবং ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বাপ্পার বিবরণ অনেক অলীক-বৃত্তান্তের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ করা অতি কষ্টসাধ্য; অতএব উক্ত বিষয়ে আমরা এইক্ষণে বাক্য-ব্যয় করিতে উদ্যত হইলাম না।

রাজপুত্র-ইতিহাসের উপক্রমেই এই সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধভাগ ব্যাপ্ত হইল, সুতরাং পরিশেষ প্রকাশ-করণে এইক্ষণে নিরস্ত রহিলাম; পাঠকমহাশয়দিগের ইচ্ছানুসারে পরপর সংখ্যায় তাহা প্রকাশ হইতে পারে। মোসলমানদিগের আক্রমণ হইতে চিতোর-রক্ষণে রাজপুত্র রাজারা যে মহৎ স্বদেশানুরাগের বশীভূত হইয়া ঐকান্তিক মনে সমর-পরায়ণ হইয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত সকলেই শুনিতে বাঞ্ছা করেন, অতএব ত্বরায় তাহা প্রকাশ যোগ্য।

পূর্ব্বে যে কারণে শিখদিগের প্রতিমূর্ত্তি-প্রকাশ করা গিয়াছিল, এইক্ষণে তদ্ধেতুকই রাজপুত্র প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছি; অধিকন্তু রাজপুত্রদিগের রণসজ্জা অতিঅল্প লোকে দেখিয়াছেন; অতএব বোধ হয় যে ইহা পূর্ব্বপ্রকাশিত চিত্র-হইতে অধিক আদরণীয় হইতে পারে। রাজপুত্রেরা উত্তমকুল কন্যাকে সহধর্ম্মিণী করণে বিশেষ আগ্রহান্বিত; কিন্তু ভালা নামে প্রসিদ্ধ শূল অস্ত্র তাদৃশ স্ত্রী অপেক্ষা প্রিয়তর। তাহারা ঐ অস্ত্র কদাপি ত্যাগ করে না। পরন্তু স্ত্রী এবং ভালা অপেক্ষা অশ্ব তাহাদের প্রিয়তম। তাহারা কহে "ভালা এবং অশ্বদ্বারা স্ত্রীরত্ন উপার্জ্জন হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রীদ্বারা সদশ্ব কদাপি প্রাপ্য নহে"। ধনবান ব্যক্তিরা সমর ক্ষেত্রে যথা আপনাদিগের শরীরকে লোহ কবচে রক্ষণ করে; অশ্বের শরীর ও তদ্রূপ কবচে রক্ষা করে। ১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের পুরোবর্ত্তি ব্যক্তির শরীর লৌহ জালে আবৃত, এবং তাঁহার অশ্বের শরীর লোহময় পত্র নির্ম্মিত কবচে রক্ষিত।

উপরে মুদ্রিত চিত্রে যে বিহঙ্গম-সকলের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে সে অতি আশ্চর্য্য ইহা পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য স্বীকার করিবেন; কারণ তাহাদের সুদীর্ঘ চঞ্চু, মনোহর বর্ণ, এবং কেশবিশিষ্ট জিহ্বা দৃষ্টে উহাদের অসাধারণ লক্ষণের প্রমাণ অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ আমরিকা খণ্ডের উষ্ণ প্রদেশ-সকল এই পক্ষিদি-

গের বাসস্থান; এবং তদ্দেশে উহারা দলবদ্ধ হইয়া নিবিড়-বন-মধ্যে বাস করে। ইহাদের চঞ্চু যে প্রকার স্থূল ও দীর্ঘ তদনুযায়ি ভার-বিশিষ্ট হইলে ইহাদের ঊর্দ্ধে গমন ও শিরশ্চালন করা অতি দুষ্কর হইত; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ চঞ্চু এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম অস্থিজালে পরিপূর্ণ হওয়াতে ইহাদের মস্তক চালনে কোন ক্লেশ হয় না, এবং ইহারা অনায়াসে অতিউচ্চ বৃক্ষশাখায় আপন ভোজ্য বস্তুর অনুসন্ধানে বিশেষ চঞ্চলতার সহিত ভ্রমণ করে; ও স্বায় সবল চঞ্চুর দ্বারা সর্প, বানর ও অন্যান্য শত্রুহইতে আপন অপত্য রক্ষণে সর্ব্বদা সত্বর থাকে। টৌকন্ পক্ষির চঞ্চু যে পদার্থে গঠিত হয় তাহা অতি লঘু; বাজ পক্ষির চঞ্চুর সহিত তুলনা করিলে কাষ্ঠ ও প্রস্তর তুলনায় যে প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ ইহাতেও বোধ হয়; কিন্তু ঐ চঞ্চু এবম্প্রকার লঘু হওয়াতে তাহার দৃঢ়তার হানি হয় না। ইহার দ্বারা টৌকন্ অনায়াসে চটকাদি ক্ষুদ্র পক্ষি-সকলকে বধ করত ও তাহার অস্থি সকলকে চূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে আহার করে। এই ক্ষুদ্র পক্ষিকে প্রায় তাহার শরীরের তুল্য এক বৃহৎ চঞ্চু দিয়া পরে ঐ চঞ্চুকে লঘু করিবার নিমিত্তে অন্য অস্থি অপেক্ষায় সূক্ষ্ম অস্থিজালে পরিপূর্ণ করায় কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ইহা নিরূপণ করা সুকঠিন; পরন্তু ঐ বৃহৎ চঞ্চুতে টৌকন্ পক্ষির কোন অসুসার হয় না ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। টৌকন্ পক্ষির শরীর প্রায় ঘুঘুর তুল্য, এবং উহা হরিৎ, পীত. আলক্ত, রক্ত, কৃষ্ণ বর্ণাদি নানা বিধ অতি উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্রিত হয়।

গুলড সাহেব টৌকন্ জাতিকে দুই শাখায় বিভাগ করিয়াছেন; প্রথমতঃ, যাহাদের পুচ্ছ খর্ব্ব, ও তাহার অগ্রভাগ বিস্তার; চঞ্চু স্থূল; এবং পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ; ইহাদের নাম "টৌকন্"; এবং তাহাদের বর্ণভেদে ৪ দলে ১১ বংশ নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের পুচ্ছ দীর্ঘ ও ক্রমশ সরু হয়; এবং চঞ্চু দীর্ঘ; ইহাদের নাম "আরিকারি" এবং ইহারা দ্বাদশ দলে ২২ বংশে বিভক্ত হয়। ২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের "ক" চিহ্নে আরিকারি, এবং "খ" "গ" ও "ঘ" চিহ্নে তিন প্রকার টৌকন্ পক্ষির অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে। খ চিহ্নোল্লেখিত পক্ষির চঞ্চু উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, এতন্নিমিত্তে তাহার নাম "রক্তচঞ্চু-টৌকন্" কহাযায়। গ অক্ষরে চিহ্নিত পক্ষির নাম "কৃষ্ণচঞ্চু-টৌকন্"; এবং ঘ কার সঙ্কেতে উক্ত পক্ষির নাম "কৃষ্ণপীত-টৌকন্"।

কএক বৎসর হইল প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিগোর্স সাহেব একটা টৌকন্ পক্ষী পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া ইংলণ্ড দেশে রাখিয়াছিলেন; এবং তাহার স্বভাব বিষয়ে লেখেন যে এই পক্ষী পিঞ্জর মধ্যে সকলের সহিত নির্ভয়ে ক্রীড়া করিত, এবং কেহ কোন খাদ্য বস্তু দিলে সে তাহা ঐ দাতার হস্ত হইতে লইত। উহার স্বভাব চঞ্চল এবং ক্রীড়ানুরত; সর্ব্বদা এক দণ্ড হইতে অন্য দণ্ডে ভ্রমণ করিত। আপন উজ্জ্বল পক্ষ সকল পরিষ্কার রক্ষণে এ পক্ষী নিয়ত তৎপর, এবং তদভিপ্রায় সিদ্ধার্থে প্রত্যহ স্নান করিতে ত্রুটি করে না; এবং ঐ স্নান করায় বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হয়। ফল, মূল, মৎস্য, মাংস, সকল বস্তুই ইহারা ভোজন করে, কিন্তু মাংসাহারে বিশেষ তুষ্টি বোধ করে। ইহার পিঞ্জর নিকটে কোন ক্ষুদ্র পক্ষী কি কোন পক্ষির চর্ম্ম আনিলে তাহাকে ধৃত করণার্থে বড় ব্যগ্র হইয়া এক প্রকার "খট খট" শব্দ করে। ঐ শব্দ আহ্লাদজ্ঞাপক, কারণ অন্য সময়ে, বিশেষতঃ বিরক্ত হইলে, অন্য প্রকার শব্দ করে। নিয়-

য়িত সময়ে স্নান, ভোজন ও শয়ন করায় এই পক্ষী সন্তুষ্ট হয়। প্রত্যহ অপরাহ্ণে সূর্য্যাস্ত সময়ে সে দিবসের নিমিত্ত শেষ আহার করিয়া কিঞ্চিৎকাল ইতস্ততো ভ্রমণ করত নিদ্রাপরায়ণ হয়; এবং নিদ্রাকালে পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া পৃষ্ঠ দেশের পক্ষ সকলের মধ্যে আপন চঞ্চু এ প্রকারে লুক্কায়িত করিয়া রাখে যে তাহার শরীর গোলাকার পক্ষ-পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়। টৌকন্ পক্ষিরা উহাদের প্রবল চঞ্চুদ্বারা উচ্চ বৃক্ষ শাখায় কোটর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে; এবং ঐ অণ্ড কি তজ্জাত শিশুদিগকে অপহরণেচ্ছায় বানর কি সর্প ঐ কোটর-নিকটে আইলে উহারা ঐ কোটর মধ্যে আপন শরীর রাখিয়া চঞ্চুনিক্ষেপ করত শত্রুদিগকে এ প্রকার আঘাত করে যে তাহারা অবিলম্বে পলায়ন পরায়ণ হইবার সুপথানুসন্ধানে তৎপর হয়।

নেকড়িয়া বাঘ বিষয়ক উদ্ভট বাক্য।

রমুলস্ এবং রিমসের ন্যেকড়িয়া বাঘের স্তনপান বিষয়ক বিবরণ রোমরাজ্যের ইতিহাস পাঠকদিগের সকলেরই স্মরণ থাকিবেক; কিন্তু সেই গল্পের প্রমাণ প্রয়োগে কেহ কখন চেষ্টান্বিত হয়েন নাই। সম্প্রতি গত ইংরাজি আগষ্ট মাসের "জীব বিষয়ক বৃত্তান্ত সঙ্গ্রহ" * গ্রন্থে তদ্বিষয়ক এক আশ্চর্য্য প্রস্তাব প্রকাশ হইয়াছে, তাহাহইতে নিম্নে লিখিত কএক পংক্তি উদ্ধৃত করাগেল। ইহা কি পর্য্যন্ত বিশ্বাস যোগ্য তাহা পাঠক মহাশয়েরাই মীমাংসা করিবেন।

কাপ্তেন ইজর্টন্ সাহেব স্বীয় "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" পুস্তকে লেখেন "যে অযোধ্যাদেশের রিসিডেন্ট কর্ণেল স্লীমেন সাহেব একদা আমার নিকটে নেকড়িয়া বাঘের ছেলে ধরার অদ্ভুত বৃত্তান্ত বিষয়ে কহেন যে নেকড়িয়া বাঘে অযোধ্যার কতিপয় দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, এবং পালন করিয়া রাখে। এ বিষয়ে তিনি পাঁচ প্রমাণ দেন; তন্মধ্যে বলবৎ দুই প্রমাণ এই যে তিনি ঐ ব্যাঘ্র পালিত দুইটি বালক দেখিয়াছিলেন; এবং তাহাদের নিকটহইতে তাহাদের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে এবং কানপুর নগরে নেকড়িয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব; এবং প্রায় সতত তত্রস্থ বালকদিগকে তাহারা ধরিয়া লইয়া যায়। অনেককে খাইয়া ফেলে; কতককে বা আপনাদের নীত্যনুসারে পালন ও শিক্ষা দানও করিয়া থাকে। কএক বৎসর হইল অযোধ্যাবাসী রাজদেহ-রক্ষক দুই অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ গোমতী নদী তীরে উপনীত হইয়া দেখিল যে তিনটা পশু জলপান করিতেছে তন্মধ্যে দুইটা নেকড়িয়া ব্যাঘ্রশাবক প্রত্যক্ষ হইল, তৃতীয়টা পশুবৎ, কিন্তু অন্য জাতি। অশ্বারূঢ়েরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া দেখিল তাহাদের মধ্যে একটা উলঙ্গ ক্ষুদ্র বালক। সেও পশুবৎ চতুষ্পদে হাঁটিতে শিখিয়াছিল; এবং তাহাতে তাহার কুণি ও হাঁটুতে কড়া পড়িয়াছিল। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে চলিবার দোষই এই কড়ার কারণ। তাহারা তাহাকে ধরিবার সময়ে সে তাহাদিগকে আঁচড়াইতে লাগিল। অনন্তর, লক্ষ্ণৌ নগরে ঐ বালক আনীত হয়; এবং তথায় কিয়ৎকাল ইহা জীবিত ছিল; বোধ হয় এতাবৎ কাল পর্য্যন্তও সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তাহার কিছুমাত্র বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় নাই; এবং বুদ্ধি কুক্কুর জাতির ন্যায়; অনায়াসেই সঙ্কেতাদি গ্রহণ করিতে পারিত"।

* *Annals and Magazine of Natural History.*
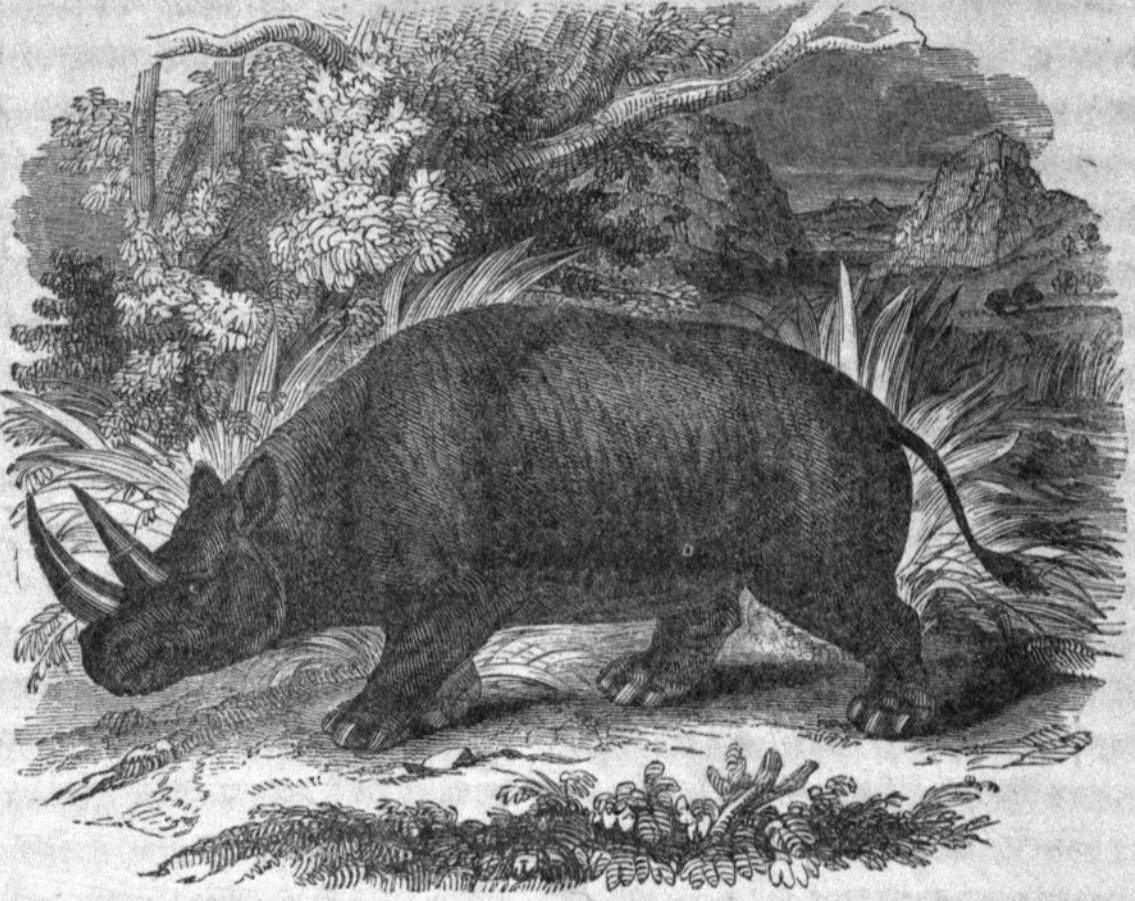
গণ্ডার।

খুরবিশিষ্ট পশুদিগকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রথম যাহারা রোমন্থ করে অর্থাৎ জাওর কাটে; যথা গবাদি। দ্বিতীয়, যাহারা ভুক্ত বস্তু উদ্‌গীরণ করিয়া তাহা পুনশ্চর্ব্বণ করে না; যথা শূকরাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে শেষোক্ত শ্রেণীকে "স্থূলচর্ম্মা" শব্দে কহে; এবং ঐ শ্রেণী গণদ্বয়ে বিভক্তা হয়। এই গণদ্বয়ের প্রথম গণেতে ঐ সকল পশুকে নির্ণয় করা যায় যাহাদের খুর অখণ্ড থাকে; দ্বিতীয় গণস্থ পশুদিগের খুর দুই, তিন, কিম্বা চারি খণ্ডে বিভক্ত হয়; এবং তৃতীয় গণ-নির্ণীত পশুরা শুণ্ডবিশিষ্ট। একসফ-বিশিষ্ট পশুদিগের বিবরণ আমরা এতৎপত্রের প্রথম সঙ্খ্যায় বিবৃত করিয়াছি, এই ক্ষণে স্থূলচর্ম্মা শ্রেণীস্থ দ্বিতীয় গণের খড়্গিজাতীয় পশুদিগের বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইলাম।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে খড়্গ পশু পঞ্চনখিমধ্যে গণ্য *; কিন্তু মনূক্ত খড়্গ যে এক্ষণকার গণ্ডার ইহা বোধ হইতেছে না, কারণ গণ্ডারের প্রতি পদে তিন মাত্র খুর থাকে, এবং এই ভারতবর্ষে অনায়াস-প্রাপ্য পশুর লক্ষণ অজ্ঞাত থাকিয়া ভগবান মনু তাহাকে পঞ্চনখি মধ্যে গণ্য করিবেন ইহা সম্ভব যোগ্য নহে। পরন্তু খড়্গবিশিষ্ট চতুষ্পাদ পশু গণ্ডার ভিন্ন আর কিছু প্রচার নাই, অতএব খড়্গ শব্দে মনুদ্বারা

* শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গ-কূর্ম্ম-শশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদত॥
মনূ; ৫ অধ্যায়। ১৮ শ্লোক॥

যে কোন পশুকে উল্লেখ করা হউক, এই ক্ষণে ঐ শব্দ গণ্ডারের পর্য্যায়ে প্রয়োগ হয়। গণ্ডারের বিশেষণ-জ্ঞাপক নামমধ্যে খড়্গী, গণ্ডক, খড়্গ-মৃগ, ক্রোড়িমুখ, তুঙ্গমুখ, এবং বজ্রচর্ম্মা শব্দ-সকল প্রসিদ্ধ আছে।

ভারতবর্ষে গণ্ডারের বংশৈক মাত্র প্রচার আছে, কিন্তু সুমাত্রা, জাবা এবং আফ্রিকা দেশে এই পশুর ছয় বংশ দৃষ্ট হইয়াছে। এই ছয় বংশকে দুই দলে বিভাগ করা যায়। প্রথম, যাহাদের নাসাগ্রে এক খড়্গ হয়; দ্বিতীয়, যাহাদের নাসাগ্রে দুই খড়্গ হয়। এই নিয়মানুসারে ভারতবর্ষীয় গণ্ডার প্রথম দলে গণ্য হইবেক।

গণ্ডার মাত্রেরই চর্ম্ম স্থূল। পরন্তু ভারতবর্ষের খড়্গির চর্ম্ম এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষায় প্রসিদ্ধ; ঐ চর্ম্ম গণ্ড বিশিষ্ট অর্থাৎ চর্ম্মোপরি কড়া পড়িলে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ। বন্দুকে সীশক নির্ম্মিত গুলি পুরিয়া এতদ্দেশীয় খড়্গিকে আঘাত করিলে তাহার চর্ম্ম ক্ষত হয় না; বরং ঐ গুলিই কিঞ্চিৎ চেপ্টা হইয়া অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই স্থূল চর্ম্ম স্বাভাবিক অতি দৃঢ়, এবং স্থানে ২ বিশেষ স্কন্ধোপরি এবং বাহু এবং জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগে দ্বিভাঁজ কৃত হওয়াতে সাধারণ অস্ত্রদ্বারা প্রায় অভেদ্য হইয়াছে। এই ভাঁজ আফ্রিকা খণ্ডের খড়্গিদিগের অঙ্গে নাই। তাহাদের চর্ম্ম স্থূল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সরল, কুত্রাপি ভাঁজবিশিষ্ট হয় না। তাহাদের দন্তও ভারতবর্ষীয় খড়্গির সদৃশ নহে। শেষোক্ত পশুর ব্যাদানে ২৮ টা চর্ব্বণ দন্ত * এবং প্রতি মাড়িতে ২ টা ছেদন দন্ত হয়; সুমাত্রা এবং জাবাদ্বীপস্থ খড়্গির প্রতি মাড়িতে পূর্ব্বোক্ত ২ টা ছেদন-দন্তের উভয় পার্শ্বে অপর ২ টা ক্ষুদ্র ২ ছেদন-দন্ত হয়: কিন্তু আফ্রিকাদেশস্থ পশুর ছেদন-দন্ত মাত্র নাই, কেবল ২৮ চর্ব্বণ-দন্ত হয়।

ইংরাজি ১৮১৫ অব্দে একটা এতদ্দেশীয় গণ্ডার-শাবক বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল: তাহার স্বভাব দৃষ্টে শ্রীযুক্ত কুবিয়র সাহেব লেখেন যে "ঐ পশু প্রায় সর্ব্বদা ধীর স্বভাবে তাহার রক্ষকের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিত; কিন্তু এক ২ সময়ে আপন বন্ধন মোচনার্থে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া তাহার পিঞ্জর ভগ্ন করিতে প্রবর্ত্ত হইত। সে সময়ে সকলেই তাহার নিকটহইতে পলায়ন করাই শ্রেয় মানিতেন, কিন্তু ফল মূলাদি খাদ্যদ্রব্য তৎসময়ে তাহাকে দিলে অনায়াসে তাহার কোপ সম্বরণ হইত। তাহার প্রতি অনুগ্রহান্বিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র সে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক জিহ্বা বিস্তার করত ভোজ্য বস্তুর প্রত্যাশা জানাইত, এবং ইহাতে বোধ হয় যে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সবল ছিল; কিন্তু তাহার দুর্জ্জয় বলের ভয়ে তাহাকে এমত দৃঢ় এবং ক্ষুদ্র পিঞ্জরে রাখা হইয়াছিল যে তন্মধ্যে তাহার বুদ্ধির সীমা নির্ণয় করা হয় না। ইহার বর্ণ ইষদ্রক্তবর্ণাক্ত পাংশুল; কিন্তু ইহার শরীর সর্ব্বদা কর্দ্দমে ধূসর থাকায় তদ্বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয়। ইহার কর্ণদ্বয়াগ্রে এবং লাঙ্গুলাগ্রে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ স্থূল কেশ আছে; তদ্রূপ কেশ কয়েকটা ইহার শরীরের অপরাপর স্থানেও দৃষ্ট হয়। খড়্গির চর্ম্ম স্থূল ও কড়াবিশিষ্ট হওয়াতে তাহাদের ত্বগিন্দ্রিয় অতি দুর্ব্বল হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্য ইন্দ্রিয় সকল যথেষ্ট বলবান। ভোজনকালে সুস্বাদু ও কুস্বাদু বস্তুর নির্ণয়ে ইহার

* দন্ত তিন প্রকার হয়; প্রথম, মুখপূরবর্ত্তি খাদ্য বস্তুর ছেদনার্থে প্রয়োজনীয় একাগ্রবিশিষ্ট দন্ত; ইহাদের নাম "ছেদন দন্ত"। দ্বিতীয়, ছেদন দন্তের পার্শ্ববর্ত্তি অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ দন্ত; তাহার নাম "গজদন্ত"; অথবা "শ্বদন্ত"। তৃতীয়, মুখের উভয় পার্শ্বস্থিত স্থূল, অসম-পৃষ্ঠ, চর্ব্বণ-কর্ম্ম-নিষ্পাদক দন্ত; তাহাদের নাম "চর্ব্বণ দন্ত" অথবা "মাড়ির দন্ত"।

কোন ক্লেশ হয় না; অনায়াসেই কটু দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিষ্ট দ্রব্য অগ্রে গ্রহণ করে”। ভারতবর্ষীয় গণ্ডারের বল এমত প্রখর যে তাহার খড়্গাঘাতে অপরে কা কথা হস্তীও তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হয়। ইহাদের ভীষণ-স্বভাবে ভীত হইয়া কোন পশু ইহাদের নিকটস্থ হয় না; গজেন্দ্রও পলায়ন পরায়ণ হইয়া আপন সম্মান রক্ষা করেন। ফল, মূল ও বৃক্ষশাখা সকল গণ্ডারের খাদ্য বস্তু; এবং পূর্ব্বোক্ত উষ্ণদেশ সকলের জলবিশিষ্ট মাঠ ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। ইহাদের পরিমাণ ৩॥ হস্ত অবধি ৪ হস্ত উচ্চ; এবং ৬-৭ হস্ত দীর্ঘ।

জাবা এবং সুমাত্রাদ্বীপস্থ গণ্ডারদিগের দন্ত বিষয়ক ভেদ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; অধিকন্তু, ইহাদের চর্ম্ম ভারতবর্ষীয় গণ্ডকের চর্ম্মের তুল্য স্থূল ও ভাঁজবিশিষ্ট নহে। সুমাত্রা দেশজ গণ্ডকের নাসাগ্রে অসম দুই খড়্গ হয়।

আফ্রিকা দেশে ৩ প্রকার গণ্ডক আছে। তাহাদের প্রত্যেকের দ্বি২ খড়্গ হয়; এবং ঐ খড়্গ ভারতবর্ষীয় গণ্ডকের খড়্গহইতে বৃহৎ। তাহাদের চর্ম্ম সরল এবং ভাঁজহীন; এবং শরীর বৃহৎ শূকরাকার। ২৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে আফ্রিকা দেশজ “কেট্‌লোয়া”-নামক গণ্ডকের আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। ঐ কেট্‌লোয়া গণ্ডক দুই সম-দীর্ঘ খড়্গ বিশিষ্ট, এবং সর্ব্বাপেক্ষায় ভয়ানক এবং বলিষ্ঠ। ইহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম এবং ক্রোশাধিক দূরহইতে ইহারা ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারা শত্রুর আগমন জানিতে পারে। এই কারণ এতৎ পশু মৃগয়াকারিরা ইহাদিগকে আক্রমণ কালে বায়ুর গতির বৈপরীত্যে অতি সাবধানে গমন করে, যাহাতে বায়ুদ্বারা তাহাদের শরীরের গন্ধ গণ্ডকের বিপক্ষ-দিগে চালিত হয়। শিকারিরা হঠাৎ এই গণ্ডকের নিকটে আইলে ঐ পশু পলায়ন না করিয়া শত্রুর প্রতি ধাবমান হয়; এবং তাহাকে বিনাশ না করিয়া নিরস্ত হয় না; কিন্তু ইহাদের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র, একারণ ইহাদের দৃষ্টি পার্শ্বে বিস্তার হয় না, এবং স্থূলকায় প্রযুক্ত অতি বেগে ধাবমানকালে পার্শ্বে অনায়াসে ফিরিতে পারে না; অতএব শিকারিরা ঐ গণ্ডকদ্বারা আক্রমিত হইলে হঠাৎ এক পার্শ্বে গমন করিয়া ঐ গণ্ডক ফিরিবার পূর্ব্বেই আপন বন্দুকে বারুদ পূর্ণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে প্রস্তুত হয়।

মহিষাদির শৃঙ্গ যে প্রকার বস্তুদ্বারা রচিত, গণ্ডকের খড়্গ তদ্রূপ বস্তুদ্বারা গঠিত নহে; কতকগুলি দৃঢ় কেশ নির্ম্মিত স্থূল পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়। এই খড়্গ অতি শুদ্ধ এই খ্যাতি আছে; এবং তন্নির্ম্মিত পান ও তর্পণের পাত্র তদ্‌হেতুক এতদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ।

বার্হদ্রথবংশজ মাগধাধিপতি রাজা নন্দ তাঁহার সমকালীন রাজাদিগের মধ্যে অতি মান্য ছিলেন; এবং ভবিষ্যদ্‌ বাণীচ্ছলে পুরাণেও তাঁহার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এই বার্হদ্রথবংশ জরাসন্ধের পূর্ব্বপুরুষ বৃহদ্রথ হইতে আরব্ধ হয়, এবং ইহাতে যযাতি নহুষ আদি অনেক তেজস্বী ও জগদ্বিখ্যাত রাজা সকল জন্মগ্রহণ করেন। যদিচ রাজা নন্দ শূদ্রাণী গর্ভজাত, তত্রাপি ঐ সকল ভূপতিদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ রূপে গণ্য নহেন; তিনিও বহুকালাবধি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপদ্বারা ভারতবর্ষের অধিকাংশ শাসন করেন। বিক্রমাদিত্য সংবতের ২৭২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার রাক্ষস নামা সন্ধিজ্ঞ মন্ত্রী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিম্বসারকে রাজ্যাভিষিক্ত করে।

বিম্বসার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষস পণ্ডিতের পরামর্শে আপন ভ্রাতৃসপ্তের সহিত একত্রে পৈতৃক রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। এই অষ্ট ভ্রাতার চন্দ্রগুপ্ত নামা নবমৈক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল*। ঐ ভ্রাতাকে নন্দজ্যেষ্ঠজ কোন রাজ্যভার না দিয়া কেবল কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু সে তাহাতে অসন্তুষ্ট হওয়াতে তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে চেষ্টান্বিত হন। চন্দ্রগুপ্ত প্রাণভয়ে মগধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্য-সংবতের ২৭১ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাব দেশে প্রস্থান করেন। ঐ সময়ে সেকন্দর পাদসাহ ভারত রাজ্য জয়ে উন্মুখ হইয়া চন্দ্রভাগা নদী তটে স্বীয় শিবির স্থাপন করাতে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সদনে উপনীত হইয়া আপন ভ্রাতৃদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সেকন্দর পাদসাহ তাঁহার বাচালতায় অতৃপ্ত হওয়াতে তাঁহার সাহায্য প্রাপ্তির কোন উপায় হইল না।

কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত হিমালয় পর্ব্বত-বাসি পার্ব্বতক নামা রাজার সহিত একত্র হইয়া আপন ভ্রাতৃবিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হন; এবং কিঞ্চিৎ সঙ্গ্রাম সাফল্যে, কিছু বা চানক্য নামা জনৈক পণ্ডিতের শাঠ্যতায়, আপন অষ্ট ভ্রাতাকে বধ করাইয়া বিক্রমাদিত্য সংবতের ২৫৯ বৎসর পূর্ব্বে মাগধ-রাজপাট পাটলিপুত্র নগরে প্রবেশ করত মগধ রাজ্যের রাজমুকুট ধারণ করেন।

কথিত আছে যে চানক্য কোন সময়ে নন্দজ্যেষ্ঠজদ্বারা অবমানিত হইয়াছিলেন; এবং সেই কোপে তিনি বিম্বসার ও তাহার ভ্রাতৃগণের হস্ত হইতে মগধরাজ্য অপহরণ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে দেন; পরে রাজপুত্র হিংসাজনক পাপ বিমোচনার্থে নর্ম্মদা নদী তটে কার্য্যাপ্রিবৃত স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু "মুদ্রারাক্ষস" নামক নাটকে এমত দৃষ্ট হইতেছে যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক পরে চানক্য পণ্ডিত বহুকালাবধি তাঁহার মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন; অতএব এই বাক্যদ্বয়ের কোন্ বাক্য সত্য ইহা নিশ্চয় হয় না। ফলতঃ চানক্য পণ্ডিত সর্ব্বদা ক্রোধবিশিষ্ট এবং কুটিলস্বভাব ছিলেন ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

স্বাভাবিক উৎসাহ-পূর্ণ এবং সমরকুশল চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যে নিস্তব্ধ থাকিবেন ইহা সম্ভবযোগ্য নহে। এবং বস্তুতঃ তিনিও দিগ্‌বিজয়ে নিরুদ্যম ছিলেন না। রাজ্য প্রাপ্ত্যনন্তর অল্পকাল মধ্যেই সেকন্দর পাদসাহের উত্তরাধিকারিকে ভারতবর্ষহইতে দূরীকরণ করিয়া উক্ত দেশের অধিকাংশ স্বীয় দণ্ডাধীন করেন; এবং দক্ষিণ দেশ-সকল তাঁহার আজ্ঞাবহ হয়। ঐ দক্ষিণদেশে তেঁহ এক নগরস্থাপন করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। ঐ নগরের চিহ্ন কৃষ্ণানদী তটে শ্রীশৈলপর্ব্বত নিকটে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

সেকন্দরের এতদ্দেশীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী সিলুকস্ নামা যবন আপন রাজ্য চ্যুত হওয়াতে মহাকোপে সসৈন্যে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সঙ্গ্রাম করিতে কাবুলদেশ হইতে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে যথাযোগ্য সৈন্যের সহিত আহ্বান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ঐ সৈন্য সামন্ত দর্শনে সিলুকস্ কোপ সংবরণ করত চন্দ্রগুপ্তের সহিত

* কোন ২ গ্রন্থে এমত উক্তি আছে যে চন্দ্রগুপ্ত দাসীসন্তান, নাপিত কন্যা, গর্ব্ভজাত। অপর এই বাদ আছে যে তিনি নাপিত পুত্র-নন্দবংশজ নহেন। কিন্তু এবিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ করা এইক্ষণে অসাধ্য। বোধ হয় যে প্রথম পক্ষীয়দিগের উক্তি প্রামাণিকী, কারণ নন্দের সহিত চন্দ্রগুপ্তের নৈকট্য সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি যে হঠাৎ রাজ্য প্রাপ্তির চেষ্টায় ব্যগ্র হইবেন; এবং রাজ-পণ্ডিত চানক্য রাজপুত্রদিগকে বধ করিয়া এক নাপিত পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিবেন, ইহা সম্ভব যোগ্য হয় না। চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম মুরা; এবং তদ্ধেতুক তাঁহার বংশের নাম মৌরীয় বংশ হইয়াছে।

সৌহৃদ্য বন্ধনে বদ্ধ হন; এবং ঐ বন্ধন দৃঢ় করণাভিপ্রায়ে উদ্বাহ বন্ধনও স্বীকার করেন; কিন্তু সেই বিবাহের সুবিস্তার প্রচার নাই। বোধ হয় সিলুকসের কন্যাকে চন্দ্রগুপ্ত সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করেন; কারণ ঐ সময় অবধি একদল যবন সৈন্য চন্দ্রগুপ্তের বেতনভুক্ হইয়াছিল। ২৪ বৎসর কালপর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া বিক্রমাদিত্য সংবতের ২৩৭ বৎসর পূর্ব্বে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র বিম্বসারকে রাজ্যভার দিয়া চন্দ্রগুপ্ত পরলোক প্রাপ্ত হন।

এই রাজা অতি সুবিখ্যাত, এবং ভারতবর্ষের পুরাণাদি অনেক গ্রন্থে ইহাঁর উল্লেখ আছে; অধিকন্তু, যবন রাজা সেকন্দর এবং সেলুকসের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হওয়াতে ইহাঁর রাজ্যাব্দ এতদ্দেশীয় নানাবিধ ঘটনার কালনিরূপণ করিবার এক প্রধান উপায় হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনা-সকল কোন্ কোন্ সময়ে হইয়াছিল ইহার কোন নির্ণয় না থাকায় এতদ্দেশের ইতিহাস বহুকালাবধি বৃথারূপে গণ্য হইয়াছিল; কিন্তু যবন গ্রন্থকারদিগের কালনিরূপণ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকা প্রযুক্ত সেকন্দর এবং সিলুকসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ সময় অনায়াসে নিরূপণ হইয়াছে; এবং তদ্দ্বারা অন্যান্য অনেক ঘটনার সময় নিরূপণ অক্লেশে সাধ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে, তথা সোমদত্ত কৃত বৃহৎ কথায়, এবং কএক যবন ও তৈলঙ্গ গ্রন্থে রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ আছে; কিন্তু ঐ বিবরণ সকল কেহ কাহার সহিত ঐক্য হয় না। প্রত্যেক গ্রন্থে এক এক নূতন বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে, এবং তাহার অধিকাংশ যে অলীক তাহা স্পষ্টবোধ হইতেছে। তথাহি, বৃহৎকথা গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববিবরণ বিষয়ে বররুচি কহিতেছেন, "বৈরী এবং ইন্দ্রদত্ত আমার আচার্য্য বর্ষের নিকটে পানিন্য ব্যাকরণের উপদেশ প্রাপ্ত্যর্থে যাচ্ঞা করায় বর্ষ বিপুলার্থ ব্যতিরেকে তাহা প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন না। ইহাতে আমরা জনত্রয়ে ঐ অর্থ উপার্জ্জনাকাঙ্ক্ষায় রাজসদনে যাত্রা করিলাম। তথা অযোধ্যা নগরে রাজশিবিরে উপনীত হইয়া শুনিলাম যে রাজা মহাপদ্ম নন্দের মৃত্যু হইয়াছে। এই বিঘ্নের সদুপায় করণার্থে সমভিব্যাহারি ইন্দ্রদত্ত কহিলেন আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী; আমার এই শরীর বৈরির নিকটে রাখিয়া আমার প্রাণদ্বারা নন্দের শরীরকে সজীব করিতেছি; পরে বররুচি তুমি আমার নিকটে প্রয়োজনীয় অর্থ যাচ্ঞা করিবামাত্র তাহা আমি তোমাকে দিব, এবং নন্দ শব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বশরীরে আবির্ভাব হইয়া আপন আপন কার্য্য সাধন করিব। তৎপর ইন্দ্রদত্ত তদ্রূপ করাতে জনগণ সকলেই আনন্দিত হইল; কিন্তু রাজমন্ত্রী সকাতল নন্দের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির কোন বিশেষ কারণ থাকিবেক এই বোধে আপন ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন; "নগরস্থ সমস্ত শব অবিলম্বে দাহ করিয়া ফেল"। শকাতলের ভৃত্যেরা স্বামির আজ্ঞানুসারে নগরস্থ সকল শব দাহন করিলেক, এবং তৎসঙ্গে ইন্দ্রদত্তের শবও ভস্মসাৎ হইল। এই কারণ বশত ইন্দ্রদত্ত আর আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিলেন না," ইত্যাদি। ফলতঃ এতদ্রূপ স্পষ্ট ব্যক্ত অলীক গল্পহইতে যাথার্থ্য নিরূপণ করা অতি কঠিন; প্রত্যেক প্রসঙ্গের বিরুদ্ধ প্রমাণ অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব কি সত্য কি মিথ্যা ইহা কি প্রকারে নিশ্চয় হইতে পারে? পরন্তু, সেকন্দর পাদসাহের সমকালে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য প্রাপ্তির উদ্যোগে ব্যাপৃত ছিলেন এবং উক্ত পাদসাহের মৃত্যুর অত্যল্প কাল পরে রাজ্য প্রাপ্ত হন, ইহা উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত হও-

য়াতে এতদ্দেশীয় ইতিহাসের যদ্রূপ মহোপকার হইয়াছে তাহা চন্দ্রগুপ্তের পিতৃ-মাতৃ-নির্ণয় অথবা তাঁহার অন্য কোন বিষয়ের যাথার্থ্য প্রকাশে কদাপি হইত না। যে সকল কথা সম্ভব যোগ্য এবং উত্তম গ্রন্থকার-ধৃত তাহাই হইতে পূর্ব্ব প্রকাশিত বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

পাঠক মহাশয়দিগকে নিবেদন।

সম্পাদক পীড়িত থাকা প্রযুক্ত বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের দ্বিতীয় সঙ্খ্যা নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয় নাই। ভরসা করি, গ্রাহক মহাশয়েরা তদ্বিষয়ক ত্রুটি নিমিত্তে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ভবিষ্যতে এতদ্রূপ অনিয়ম নিবারণার্থে দুই সংখ্যার উপযুক্ত প্রস্তাব-সকল প্রস্তুত রাখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বোধ করি তদ্দ্বারা পুনঃ বিলম্ব-ঘটনার নিরাকরণ হইবে।

অপর, এতৎ পত্রের প্রথম সঙ্খ্যা প্রকাশ অবধি আমরা শ্রুত হইয়াছি যে ভারতবর্ষের যে সকল স্থানের বিবরণ এই পত্রে প্রকাশ হয় তদ্বিরণ সম্বলিত তৎতৎস্থানের এক এক মানচিত্র প্রকাশ হইলে অনেকের উপকার হয়, কারণ এতদ্দেশের অধিকাংশ বিশেষতঃ স্ত্রী লোকেরা ভূগোল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎও ব্যুৎপত্তি-বিশিষ্ট নহেন; তাঁহাদিগকে আদৌ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ স্থান সকলের বিবরণ জ্ঞাত না করাইয়া তাঁহাদিগের অর্থে তৎতদ্দেশের ইতিহাস লেখায় বিশেষ উপকার সম্ভাব্য নহে। এই অনুরোধবশাৎ এই সঙ্খ্যাতে আমরা রাজবারা দেশের এক মানচিত্র প্রকাশ করিলাম। কিন্তু সর্ব্বদা এই অল্পায়তন পত্র দেশ সকলের নামে ও তাহাদের চতুঃসীমা, পরিমাণ,জন-সঙ্খ্যা, ও মানচিত্রে পরিপূর্ণ করিলে ইহা জন সমাজে কদাপি আদরণীয়হইতে পারে না; বিশেষতঃ যে মূল্যে এই পত্র বিক্রীত হয় তাহাতে ইহার উপস্থিতাবস্থায় মুদ্রিত হওয়াই দুষ্কর, মানচিত্র প্রকাশে সুতরাং তদধিক। পরন্তু সমুদয় ভারতবর্ষের এক সুদীর্ঘ মানচিত্র প্রকাশ করিলে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানচিত্র প্রকাশ করিবার প্রয়োজন থাকে না; এবিধায় যে সকল মহাশয়েরা এই পত্র পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হন তাঁহাদের বিশেষ প্রাত্যর্থে বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের এক মানচিত্র ত্বরায় প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ঐ চিত্রের পরিমাণ দীর্ঘে ৩ হস্ত, প্রস্থে ২।০ হস্ত। ইহাতে এতদ্দেশের নগর, ডাকের আড্ডা ও পথ, নদ, নদী, পর্ব্বতাদি সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান লিখিত থাকিবে; এবং তাহার মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র নিরূপণ করা গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ঐ মানচিত্র বস্ত্র নির্ম্মিত আধার সম্বলিত গ্রহণ করিবেন তাঁহাদিগকে দুই টাকা আট আনা করিয়া দিতে হইবে; এবং উহা বস্ত্র, বার্ণিশ, এবং কাষ্ঠ দণ্ডে সজ্জীভূত হইলে তাহার মূল্য চারি টাকা হইবে।

গ্রহণাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা লালবাজারস্থ মেং রোজারু কোম্পানি,অথবা পার্ক ষ্ট্রীটে ৪৩ সঙ্খ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট সংবাদ পাঠাইলে যথাকালে উক্ত মানচিত্র প্রাপ্ত হইবেন।

পাঠ-পরিবর্ত্ত।

এতৎ পত্রের ১ সংখ্যায় ১২ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১৪ পঁক্তিতে "এই পঞ্চ নদীর মধ্যে" ইত্যাদি ১৬ পঁক্তিতে "উহার" শব্দ পর্য্যন্ত যে যে পাঠ আছে তাহার পরিবর্ত্তে "এই পঞ্চ নদীর নাম শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা; এবং ইহারা সিন্ধু নদের" এই পাঠ হইবে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৩, পৌষ। [৩ সংখ্যা।

ভীল জাতির বিবরণ।

এতৎ পত্রের দ্বিতীয় সঙ্খ্যা প্রকাশানন্তর আমরা কোন বন্ধু প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি যে কোন২ বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহানুরাগিণী ধীমতীরা রাজপুত্র-ইতিহাস-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ভীল শব্দে কোন্ জাতিকে কহে? তাহাদের আবাস স্থান কোথায়? তাহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী? ইত্যাদি বিষয়ক ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন। এই অনুরোধ বশতঃ আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক এই সঙ্‌ক্ষেপ প্রস্তাব চিত্র সম্বলিত প্রকাশ করিলাম।

শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-সকল ব্যতীত এই ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেদ-শাস্ত্র-বিমুখ নানা অসভ্য জাতি-সকল বহুকালাবধি বর্ত্তমান আছে; এবং ইহাদের অনেকের নাম পুরাণাদিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দেশের প্রায়

সমস্ত পার্ব্বত্য ভূমি এই অসভ্য জাতিতে পরিপূর্ণা। আসাম দেশে "গারো, "নাগা" এবং "ডোফলা" নামে প্রসিদ্ধ অসভ্য জাতিরা তদ্দেশের সমুদয় বন ও পর্ব্বতকে প্রজায় পূর্ণ করে। বঙ্গ দেশের উত্তরস্থ পর্ব্বত-সকল "কোচ, "বোদো" এবং "ঢিমাল" জাতিদ্বারা সংকীর্ণ হয়। রাজমহল নগরের দক্ষিণে "সোন্তাল" দিগের বাস; তদ্দক্ষিণ-পশ্চিমে "পার্ব্বতীয়া" জাতি; তদ্দক্ষিণে মেদিনীপুর অবধি "ধাঙ্গড়" জাতি; তদ্দক্ষিণ-পশ্চিমে "গোঁড়" বা "গোণ্ড" জাতি; তৎপরে "কোল" জাতি-সকল বাস করে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে সৌরাষ্ট্র দেশের পূর্ব্বভাগে বন্দেলখণ্ড দেশস্থ বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য ভূমি "ভীল" নামা ধাঙ্গড়বৎ-জাতি বিশেষের বাসস্থান। এই জাতি অতি প্রাচীন; পুরাণাদিতে "ভিল্ল" নামে ইহাদের উল্লেখ আছে; এবং কোন সময়ে যে ইহারা ক্ষমতাপন্ন ছিল পুরাণে ও রাজপুত্র-ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। ইহাদের জাত্যভিমান নাই; সকলেই এক বর্ণ; কিন্তু বংশ ভেদ আছে, এবং তদ্বংশের উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ নিরূপণ হয়। ঈশ্বর জ্ঞান ইহাদের কিছু মাত্র নাই; কেবল আপৎকালে তন্মোচনার্থে জ্বরাদি রোগের কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করার প্রথা আছে। গোরক্ষনাথ ঋষিকেও ইহারা মান্য করিয়া থাকে। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে ইহারা সর্ব্বভুক্; কোন বস্তুই পরিত্যাগ করে না; গোমাংসাদি সকল বস্তু ভোজন করে; এবং অহরহ মৌয়া-ফল-নিঃসৃত মদে প্রমত্ত থাকে। সকল উৎসবে—বরং আত্মীয় স্বজন বিয়োগান্তেও—এই মাদকে বিহ্বল হওয়া ইহাদের এক প্রবল রীতি। চৌর্য্য বৃত্তিতে ইহারা অতি প্রসিদ্ধ; এবং পশ্চিম অঞ্চলে "ভীল" শব্দ চোর শব্দের প্রতিবাক্য হইয়াছে। কিন্তু এই দুষ্কর্ম্মে ভীল মাত্রই সম রূপে অগ্রগণ্য নহে। গ্রামবাসি অনেক ভীল ব্যক্তিও প্রহরি এবং দাসত্ব কর্ম্মে সাধুতাদ্বারা প্রশংসা ভাজন হইয়া কালযাপন করিতেছে। অপর অনেকে ক্ষেত্র কর্ষণে নিযুক্ত আছে; তাহারাও চৌর্য্য ব্যবসায়ে রত নহে। কিন্তু যে সকল ভীলেরা অদ্যাপি বনে বাস করিয়া মৃগয়ায় কালযাপন করে তাহারা স্বভাবতই শস্যাদির উৎপাদনে অক্ষম, সুতরাং অনায়াস-সাধ্য চৌর্য্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

ভীলদিগের শরীর স্থূল ও খর্ব্ব; এবং তাহাদের স্বভাব চঞ্চল এবং শ্রম সহনে তৎপর। উদ্বাহ বিষয়ে ইহাদের এক আশ্চর্য্য রীতি আছে। প্রথমতঃ কন্যা পাত্র নির্ণয় হইলে পর উভয় পক্ষের জ্ঞাতি কুটুম্ব উভয়ের বাটীতে একত্র হইয়া ক্রমাগত দুই দিবস পান ও ভোজনে মত্ত থাকে। পরে তৃতীয় দিবসে বরযাত্রী স্ত্রী পুরুষ-সকলে কন্যার বাটীতে আসিয়া কন্যাপহরণ করে; এবং নির্ব্বিঘ্নে কন্যাপহরণ হইলে ঐ বিবাহ মঙ্গলদায়ক নচেৎ অমঙ্গলজনক জ্ঞান করে।

ভীলদিগের পুং-শবকে দাহ করে; এবং স্ত্রী ও বালকদিগকে সমাধি অর্থাৎ গোর দেয়।

ইউরোপীয় পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িরা কহেন, যে এই অসভ্যজাতি-সকলই ভারতবর্ষের আদি প্রজা। ফলতঃ বেদানুগামি হিন্দুরা কোন সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ অত্যল্প স্থান মাত্র অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ক্রমশ এতদ্দেশের অধিকাংশ ব্যাপ্ত করিয়াছে, ইহা নানাবিধ প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইতেছে; তথা ঐ বেদানুগামিদিগের বিস্তৃত হওনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন প্রকার প্রজার অবস্থিতি ছিল, ও পরে তাহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিদ্বারা তাড়িত হইয়া ক্ষেত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে ও পর্ব্বতে বাস করিয়াছে ইহাও অসম্ভব

কি অসংলগ্ন কথা নহে। বরং অমরিকা, অফরিকা, অষ্ট্রেলীয়া ইত্যাদি দেশে ইউরোপীয় সভ্য ব্যক্তিদিগের অবস্থিতি হওয়াতে তদ্দেশীয় প্রাচীন প্রজাদিগের যে অবস্থা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের রাজ্য বিস্তার হওয়াতে অত্রত্য পূর্ব্বতন প্রজারা ঐ রাজ্যে পরাধীন হইয়া বাস করা অপেক্ষায় বনে ও পর্ব্বতে বাস শ্রেয়ো বোধে তদ্রূপ করিয়াছে; এবং বহুকালাবধি তথায় আপনাদিগের প্রাচীন রীতি, নীতি, ব্যবহার ও ভাষা রক্ষা করিয়া বাস করিতেছে। বর্ত্তমান অসভ্য জাতিরাই ব্রাহ্মণ ভয়ে পলাতক আদিম জাতির অপত্য কি না, এবং সেই জাতি এক কি অনেক তাহার প্রমাণ এই সকল জাতির ইতিহাসের উত্তম সমন্বয় না করিলে নিশ্চয় হয় না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।

এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণে ভারতবর্ষীয় রাজ্য শাসন বিষয়ে সম্যগ্রূপে অনভিজ্ঞ। অনেকেই জিজ্ঞাসিলে কহে যে "এ কোম্পানির দেশ"; তথা পশ্চিম প্রদেশস্থ ব্যক্তি বৃহও এই ধ্রুব জানেন যে "ইহ কোম্পানিকা মুলুক হেয়;" কিন্তু সেই কোম্পানি যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ; কোথায় অবস্থিতি করে; স্ত্রী কিংবা পুংজাতীয়; এক অথবা অনেক; এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তাহারা অনেকে অতি কষ্টেও প্রদান করিতে সমর্থ হয় না; ও এতদ্বিষয়ে অনেক ভ্রান্তি-সূচক কথোপকথনও আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। অতএব ইংরাজী পুস্তকহইতে তদ্বিষয়ের স্বল্পোপাখ্যান সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রচার করা যাইতেছে।

কলিকাতাহইতে প্রায় ১৪০৮০ জ্যোতিষি ক্রোশান্তরে মহা সমুদ্র-মধ্যস্থিত প্রায় জ্যোতিষি ১২৭৷৷ যোজন পরিমিত ক্ষুদ্র এক উপদ্বীপ আছে; তন্মধ্যস্থ কএক জন সামান্য ব্যক্তি দুই শত ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর হইল ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজবেথ্ নাম্নী রাজ্ঞীর নিকট এক শাসন পত্র প্রাপ্ত হইয়া এতদ্দেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। তৎপরে তাহারা কালের কুটিল-গতি-ক্রমে বাণিজ্য ব্যবসায়ের সহিত অস্ত্র-বিদ্যার চালনা দ্বারা প্রথমে বাঙ্গালা, পরে মগধাদি প্রভৃতি রাজ্য-সকল জয় করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনে রাজত্ব করিত। ক্রমে স্বকীয় রণ-কৌশলদ্বারা মহাবলপরাক্রম রাজপুত্র ও মহারাষ্ট্র ও মোসলমান জাতীয় সমস্ত রাজাদিগের সমুচ্ছেদ করত প্রভুত্ব করিতে লাগিল। সম্প্রতি হিমালয় পর্ব্বতহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, এবং সিন্ধু নদের পশ্চিমপার হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপারের কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত, দীর্ঘে ৪০৯ যোজন এবং প্রস্থে ৩৩০ যোজন বিস্তৃত এতদ্বৃহদ্রাজ্য সেই বাণিজ্য ব্যবসায়ি সামান্য কতিপয় ব্যক্তি-শ্রেণীর সম্পূর্ণ শাসনাধীন হইয়াছে। ভারত-ভূমির এই হস্তান্তর হওনের বৃত্তান্ত এক চমৎকার ও অপূর্ব্ব আখ্যান। ইংরাজি ১৭৫৭ অব্দে ভাগীরথীতীরে পলাশির উদ্যান নামক প্রসিদ্ধ স্থানে যখন তাঁহাদিগের প্রথম জয়ধ্বনি উঠিল তদবধি এতৎকাল পর্য্যন্ত একশত বৎসরও গত হয় নাই; অথচ ইতি মধ্যে এতন্মহারাজ্য তাঁহাদের সম্যগ্রূপে হস্তগত হইয়াছে। উক্ত আশ্চর্য্য উপাখ্যান-সমূহ আমরা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে

সময়ে২ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি; এবং কি সুচারু-নিয়মের বলে, এবং কি চমৎকার রাজ্য-শাসনের কৌশলে, এ রাজ্য এমত সুশাসিত হইতেছে; এবং যে নিয়মে অহরহ ইহার বিস্তার হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিতেও প্রবর্ত্ত হইব; কিন্তু এইক্ষণে তদ্বিষয়ের স্থানাভাব, অতএব প্রকৃতাখ্যানের অনুসরণ করিতেছি।

প্রাচীন কালাবধি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ অর্থাৎ আফ্‌গনিস্থান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তি রাজ্য দিয়া হিন্দুস্থানে গমনাগমনের পথ প্রচলিত আছে। গ্রীস দেশীয় বাদশাহ সেকন্দর শাহ্‌ পৃথিবীর অনেকাংশ জয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ মার্গদ্বারা মৌর-রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন; পরে ম্লেচ্ছ রাজারাও তদ্দেশ-দ্বারা এতদ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া একাধিক্রমে সপ্ত-শত বৎসর পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। ক্রমে ইউরোপীয় জাতিয়েরাও নানা বিধ উপায়দ্বারা স্বস্ব পদের উন্নতি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আদৌ বাণিজ্য বৃদ্ধি বিষয়ে যত্ন তাহাদিগের মুখ্যকল্প হইল। তৎকালে ভার-তরাজ্যের উপাদেয় দ্রব্য সমূহ স্থল-পথদ্বারা রূম এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে উপনীত হইয়া বিক্রীত হওয়াতে এতদ্রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য্যের গৌরব তথায় অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু বাণিজ্য বস্তু স্থলপথদ্বারা বহু দূরে প্রেরণ করা বহু ব্যয়-সাধ্য, সুতরাং এতদ্দেশীয় উত্তম বস্ত্র, মসালা এবং অন্যান্য বস্তু সকল তদ্দেশে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। ঐ সকল বস্তু জলপথদ্বারা আনীত হইলে সুলভ হয়, এতন্নিমিত্ত ইউরোপ খণ্ডের অনেকে জলপথদ্বারা এতদ্দেশে আগমন করিতে চেষ্টা করেন; এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোক মাত্রই ভারতভূমির সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইবার বাসনায় মুগ্ধ হইয়া জল পথে তথায় গমনাগমনের পথানু-সন্ধানে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইউ-রোপীয় অন্যান্য দেশাপেক্ষায় স্পেন এবং পোর্টু-গেল দেশ বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। পোর্টুগিস্‌ নাবিকেরা অর্ণবপোত অর্থাৎ জাহাজ চালনে সর্ব্বাপেক্ষায় নিপুণ হইয়া তাহারাই সর্ব্বাগ্রে এটলেণ্টিক মহাসমুদ্রে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে মহার্ণবে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করত এতদ্দেশে প্রবিষ্ট হইবার প্রবল আশা মনো-মধ্যে রোপণ করে। তদুৎসাহ-সূত্রে কোলম্বস্‌ নামক এক জন নাবিক স্পেন দেশীয় রাজ্ঞীর সহায়তায় মহাসমুদ্রের পথাবলম্বনে অবিরত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া আমরিকা খণ্ডের অস্তিত্ব সংবাদ ইউরোপে প্রচার করিলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে সর্ব্বত্র স্পেন দেশীয় নাবিকদিগের অসম্ভব যশের উল্লেখ হইতে লাগিল; এবং বাণিজ্য বিষয়ে সাধারণ জনগণের অত্যন্ত উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তৎপরে সাধারণের অভীষ্টসিদ্ধিসূচক সংবাদ ইউরোপে সমাগত হইল, যে পোর্টুগিস্‌ রাজার প্রেরিত বাস্কো-ডি-গামা নামক নাবিক সমুদ্র পথে গমন করত আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতরাজ্য গমনের পথ প্রাপ্তি পূর্ব্বক তদ্দেশে গমন করিয়াছেন। ইং ১৪৯৮ অব্দে এই মহা ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া ইউ-রোপের মনোরথ সিদ্ধ হয়; এবং ইউরোপের প্রধান২ রাজদ্বারা ঐ পথদিয়া স্বস্ব দেশীয় নাবিকগণ প্রেরিত হওয়াতে ইউরোপ জা-তীয়েরা হিন্দুস্থানে উপনীত হইয়া ওলন্দাজ, পোর্টুগিস, ফরাসিস, দিনেমার প্রভৃতি সকলেই ভারত ভূমিতে একত্রীভূত হইল। ইংলণ্ড দেশের

বণিকেরাও এ বিষয়ে নিরুদ্যম ছিল না। ১৬৫৫ সংবতে তাহাদের মধ্যে কএক জন একত্র হইয়া এতদ্দেশে বাণিজ্য করণার্থে ১০১ অংশ-ভাগ নির্ণয় করিয়া ৩,০০,০০০ টাকা সঙ্গ্রহ করত ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথ্ নাম্নী মহারাণীর নিকটহইতে এক শাসন পত্র প্রাপ্ত হয়। ঐ শাসনানুসারে উক্ত বণিগ্‌দিগের "ভারতবর্ষে বাণিজ্যকারি লণ্ডন নগরের বণিক্ সঙ্ঘ" এই নাম হয়; এবং এই বণিক্ সঙ্ঘহইতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির উদ্ভব হইয়াছে। বাণিজ্য কর্ম্ম নিষ্পাদনার্থে এই বণিক্ সঙ্ঘ আপনাদিগের মধ্যহইতে ২৪ ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করত ১৬৫৭ সংবতে তাহারা পাঁচ জাহাজ সুসজ্জ করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। এই জাহাজ পঞ্চে যে সকল বস্তু বিলাতে নীত হইয়াছিল তাহাতে বণিগ্‌দিগের যথেষ্ট লভ্য হওয়াতে ঐ বণিক্ সংঘ ১৬৬৯ সংবৎ অবধি ১৩ বৎসরে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আট বার জাহাজ প্রেরণ করিয়া যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করে।

১৬৬৫ সংবতে উক্ত বণিকেরা স্বদেশীয় রাজার নিকটহইতে এক নূতন শাসন পত্র প্রাপ্ত হয়; এবং তাহার দুই বৎসর পরে দিল্লীশ্বরকে তাহাদের ক্রেয় বস্তুর নিমিত্তে শতকরা ৩।।০ টাকা কর দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটহইতে সুরাট, অহমদাবাদ, কাম্বে, এবং গোগা নগরে কর্ম্মস্থান অর্থাৎ কুটী নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

প্রথমতঃ যে তিন লক্ষ টাকা লইয়া এই বণিকেরা ভারতবর্ষের বাণিজ্য আরব্ধ করে তাহাতে তাহাদের জাহাজ সুসজ্জ হইত না, এ কারণ তাহারা অন্যের নিকট অর্থ কর্জ্জ লইয়া আপনাদিগের কর্ম্ম নিষ্পাদন করিত। ১৬৬৮ সংবতে এই ঋণের নিয়ম রহিত করিয়া অংশিদিগের সংখ্যা ও দাতব্য অর্থের সীমা বৃদ্ধি করত আপনাদিগের মূল ধন ৪২,০০,০০০ টাকা করিলেক। তৎপরে ১৬৭০-৭১ সংবতে তাহাদের কর্ম্মের সুসঙ্গত্যর্থে অপর ১,৬০,০০,০০০ টাকা সঙ্গ্রহ করত, ঐ টাকা পৃথক রাখিয়া কর্ম্ম চালাইতে লাগিল।

বাণিজ্যের মঙ্গল বৃদ্ধির সহিত এই বণিক্‌দিগের মূল ধনেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সংবৎ ১৬৮-৯ অব্দে পূর্ব্বোক্ত ধন ব্যতীত অপর ৪২,০৭,০০০ টাকার সঙ্গ্রহ হয়। ঐ অর্থও পৃথক্ রাখিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষেরা এই বণিগ্‌দিগের কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশ ইহাদের উপার্জ্জন দেখিয়া অন্য এক দল লণ্ডন নগরের বণিক্ তত্রত্য মাহারাজকে তাহাদের বাণিজ্যের অংশ দিতে স্বীকৃত হওয়াতে ঐ মহারাজ এক দলের হস্তে এক শাসন পত্র সত্ত্বেও অপর এক দলকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। প্রথম দলস্থ বণিকেরা এই অন্যায় আজ্ঞার বিরুদ্ধে রাজাকে পুনঃ২ আবেদন করিলেক; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। পরে বহুকালাবধি পরস্পর বিবাদে অনেক অর্থ-অপচয়ের পর ১৭০৬ সংবতে রাজাজ্ঞায় এই দুই দলে সম্মিলিত হওয়াতে "ইউনাইটেড্ জইন্ট ষ্টক্ কোম্পানি" অর্থাৎ "সম্মিলিত যৌত ধনিসংঘ" তাহাদের উপাধি হয়।

ঐ সম্মিলনের দুই বৎসর পরে বৌটন নামা জনৈক ইংরাজি-চিকিৎসকদ্বারা শাহ্‌জাহান্ পাদশাহের কোন দুহিতা পীড়াহইতে মুক্ত হইবায় ঐ পাদশাহ পুরস্কার স্বরূপে বার্ষিক তিন সহস্র টাকা করে, ইংরাজদিগকে বঙ্গ দেশে যথেচ্ছ-বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন; এবং এই ঘটনা অবধি বঙ্গ দেশে ইংরাজদিগের স্থিতির দৃঢ়তা হয়।

বিপক্ষ বণিগ্‌দলের সম্মিলনে সকলের মনের ঐক্যতা হয় নাই, বরং পরস্পরের মনে পরস্প-

রের অনিষ্ট চেষ্টাই প্রবলা রহিল, এবং কিয়ৎ কাল পরে ক্রম্ওয়েলের আধিপত্য সময়ে এই বাণিজ্য ব্যাপারের কএক জন অংশী ১৭১২ সংবতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করণে উক্ত অধিপতির অনুমতি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু এই নব্য দলের বিপক্ষতাচরণে উভয় দলের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়াতে কিয়ৎ কাল পরে তাহারা পুনঃ একত্র হয়। এই একত্র হওন কালে মূল ধনের বৃদ্ধি করণার্থে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা সঙ্গ্রহ করা যায়।

১৭১৮ সংবতে এই ভারতবর্ষের বাণিজ্য কারিরা এক নূতন শাসন পত্র প্রাপ্ত হয়। ঐ পত্রে তাহাদের পূর্ব্বপ্রাপ্ত সমস্ত ক্ষমতা তাহাদিগকে প্রত্যর্পিত হয়। অধিকন্তু, তাহাদের অসংক্রান্ত স্বদেশীয় কোন ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কয়েদ করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতে, এবং এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে, অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

কোম্পানির ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিরা এই দুই নূতন রাজাজ্ঞা ভারতবর্ষে ত্বরায় প্রচার করিল। ১৭২০ সংবতে মহারাষ্ট্র-দেশীয় শিবাজি মহারাজ সুরট নগর আক্রমণ করাতে তদ্দেশীয় ইংরাজ বাণিজ্য ব্যবসায়িরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত তাঁহাকে সুরটহইতে দূরীকরণ করিলেক। তাহাদের অপর ক্ষমতাও তুমুল বিবাদের কারণ হইল। স্কিনর নামক এক জন ইংরাজ-বণিক্ সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর পূর্ব্বাংশে বরেলা নামক এক উপদ্বীপ জাম্বিরের রাজার নিকট ক্রয় করত তাহাতে এক কর্ম্মালয় স্থাপন করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। কোম্পানির কর্ম্মকারিরা ইহার সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়া তাহার ঐ উপদ্বীপ ও জাহাজ ও সম্পত্তি সকল অপহরণ করিলেক। স্কিনর সাহেব এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজার নিকটে আবেদন করাতে "হৌস আফ্ লার্ডস্" নাম্নী মহাসভায় ঐ বিষয়ের বিচার করণের ভার অর্পিত হয়। হৌস আফ্ লার্ডস্ স্কিনর সাহেবের পক্ষে এ বিষয় মীমাংসা করত কোম্পানির নিকট তাঁহার ৫০,০০০ টাকা প্রাপ্য এই আজ্ঞা প্রদান করেন; কিন্তু "হৌস আফ্ কমন্স" নাম্নী ইংলণ্ড দেশের সাধারণ মহাসভায় ঐ নিষ্পত্তি অগ্রাহ্য হয়; এবং তৎসভ্য মহাশয়েরা স্কিনর সাহেবকে কারারুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই সূত্রে ইংলণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ সভাদ্বয়ের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হয়; এবং কএক বৎসরাবধি ঐ বিবাদশিখা প্রজ্বলিতা থাকায় অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সোপান হইবাতে তদ্দেশীয় রাজা স্বয়ং উভয় সভার মান্য ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিয়া এই কলহাগ্নি নির্ব্বাণ করেন। কিন্তু তাহাতে দুর্ভাগ্য স্কিনর সাহেবের কোন উপকার হইল না। তাঁহার উপদ্বীপ ও জাহাজ সম্পত্তি পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছিল, মধ্যে কারাগার-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইল।

কোম্পানি এই বিবাদের পর কিয়ৎ কালাবধি নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। স্বদেশায় রাজাজ্ঞায় ইহাঁদের বিরুদ্ধাচরণ কারিদিগকে প্রাণ-দণ্ডও করিতে স্বক্ষম ছিলেন; ইহাতে শত্রু ভয় প্রায় ছিল না; বিশেষতঃ স্বদেশীয় প্রধান রাজকর্ম্মকারিদিগের অনেককে উৎকোচরসে মুগ্ধ রাখায় কেহই ইহাঁদের বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অধিকন্তু, যে কেহ ইহাঁদের অজ্ঞাতসারে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাদের অনেকেই অবিলম্বে ইহাঁদের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া আপনাদিগের অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করে। কিন্তু ধনলোভ

অতি প্রবল-উৎসাহবর্দ্ধক। উহাদ্বারা চালিত হইয়া নিরুদ্যম ব্যক্তিরাও অসমসাহসিক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়; বিশেষতঃ ইংলণ্ডের উৎসাহপূর্ণ বনিকেরা ধনোপার্জ্জনের উপায় প্রাপ্ত হইলে ক্ষতি বা বিপদের পরামর্শ কদাপি গ্রাহ্য করে না। সুতরাং কোম্পানি বহুকালাবধি নির্ব্বিঘ্নে ভারতরাজ্যের ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইলেন না। অনেকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্য করিতে চেষ্টান্বিত হইল। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজভাণ্ডার অর্থশূন্য হওয়াতে তত্রত্য রাজা নানাবিধ উপায়দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ে ব্যগ্র হইয়া কোম্পানির নিকট ধন যাচ্ঞা করেন। ইহাতে কোম্পানি বার্ষিক শতকরা ৪ টাকা সুদে ৭০,০০,০০০ টাকা কর্জ্জ দিতে স্বীকার হন; কিন্তু অন্য এক দল বনিক্ এই অবকাশে রাজাকে ২,০০,০০,০০০ টাকা বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা সুদে কর্জ্জ দিয়া, তাহারা স্বেচ্ছানুসারে একত্র বা স্বতন্ত্র হইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে যাহারা একত্র বাণিজ্য করিতে মানস করিয়াছিল তাহারা অপর এক রাজশাসন উপলব্ধি করে। ঐ শাসনানুসারে তাহাদের নাম হয় "ভারতবর্ষে বাণিজ্যকারি ইংরাজ সংঘ"; এবং তাহারা বিশেষ উৎসাহের সহিত আপনাদিগের নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়।

এতদ্রূপ পরস্পর দ্বেষি ব্যক্তিরা কদাপি অবিবাদে কাল যাপন করিতে পারে না। ফলতঃ প্রস্তাবিত কোম্পানিদ্বয় অর্থাৎ বনিক্ সঙ্ঘদ্বয় আপন২ ব্যবসায়ের প্রসঙ্গে নানা কলহের সূত্রপাত করিল; এবং ক্রমশ ঐ কলহ অতি বিস্তার হইয়া উভয় দলকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিলে ইংরাজি ১৭০৮ (সংবৎ ১৭৬৪) অব্দের সেপ্‌টেম্বর (ভাদ্রের শেষার্দ্ধ এবং আশ্বিনের পূর্ব্বার্দ্ধ) মাসে আন নাম্নী মহারাজ্ঞীর শাসনে এই উভয় দলে একত্র হইয়া "ইউনাইটেড্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" অর্থাৎ "সম্মিলিত ভারতবর্ষীয় সঙ্ঘ" ইতি উপাধি প্রাপ্ত হওত এতদ্দেশে বাণিজ্য করিতে আরব্ধ করে। এবং এই সম্মিলিত বনিক্ সঙ্ঘের নাম উক্ত উপাধির সংক্ষেপে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" এবং তৎ সংক্ষেপে "কোম্পানি" শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে। ১৭৬৪ সংবতের পরে এই কোম্পানি বাণিজ্য এবং এতদ্দেশের রাজ্য শাসন করণার্থে পুনঃ২ রাজ-শাসন প্রাপ্ত হয়; এবং ঐ সকল শাসনানুসারে তাহারা এইক্ষণে তিন সমাজে বিভক্ত হইয়াছে; তদ্যথা,

প্রথম। অংশিসমাজ (কোর্ট আফ্ প্রোপ্রায়েটর্স্);

দ্বিতীয়। অধ্যক্ষ সমাজ (কোর্ট আফ্ ডিরেক্টর্স্);

তৃতীয়। অনুশাসক মণ্ডল (বোর্ড আফ্ কণ্ট্রোল)।

প্রথম; অংশি সমাজ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম সর্জনকালে তাহাদের মূল ধন ত্রিশ হাজার পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল, এবং উহা একশত এক শ্যারে বিভক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল শ্যার অর্থাৎ অংশ ক্রয় বিক্রয় হইত; এবং অদ্যাপিও হয়। যিনি উহা ক্রয় করেন তাঁহাকে ইষ্টইণ্ডিয়া প্রোপ্রাএটর্ অর্থাৎ কোম্পানির অংশী বলিয়া কহা যায়। সময়ে২ স্বতন্ত্র সংগ্রহদ্বারা মূল ধন বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে ষষ্টি লক্ষ পৌণ্ড অর্থাৎ ছয় কোটি মুদ্রার স্থিতি হইয়াছে। উক্ত টাকার সুদ স্বরূপে এতদ্দেশের উপসত্ত্ব হইতে বার্ষিক শতকরা ১০৷৷০ টাকা করিয়া প্রতি অংশী প্রাপ্ত হন। এই অংশিদিগের ত্রৈমাসিক

সভা হইয়াথাকে। তাহাতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য ও রাজ্য বিষয়ক সমস্ত বিষয়ের স্থূল বৃত্তান্ত বিচারিত হয়, এবং যথা প্রয়োজনানুসারে অধ্যক্ষ সমাজের কর্ম্মকারী নিযুক্ত হয়। ও ঐ কর্ম্মকারিরা যথানিয়মে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এই অভিপ্রায়ে অংশিসমাজহইতে সময়ে২ যথাবশ্যক নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত হয়। নিয়ম-সকলের অনুবর্ত্তী হইয়া অধ্যক্ষ সভাস্থ মহাশয়েরা কর্ম্ম করেন, নতুবা তাঁহারা দণ্ডনীয় হন। যে সকল ব্যক্তিরা এই বাণিজ্য কার্য্যে ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন তাঁহারা উক্ত সভায় মতামত প্রকাশ করণের ক্ষমতা রাখেন। যাঁহারা ৩০,০০০ টাকার অংশী তাঁহাদের মতামত পূর্ব্বপ্রকার অংশিদিগের দুই জনার মতের তুল্য রূপে গণ্য হয়; যিনি ৬০,০০০ টাকার অংশী তাঁহার মত দশ সাহস্রিক অংশিদিগের তিন ব্যক্তির মতের তুল্য; এবং ১,০০,০০০ টাকার অংশিরা দশসাহস্রিক চারি জনা অংশির তুল্য। সামাজিকদিগের এই উৎকৃষ্ট ক্ষমতা; ইহার উর্দ্ধ আর নাই। অংশিদিগের মধ্যে এইক্ষণে ১৯৭৬ জন ব্যক্তি অংশিসভায় মতামত প্রকাশের যোগ্য বর্ত্তমান আছেন।

দ্বিতীয়। কোম্পানির প্রারম্ভাবধি অংশিরা সাধারণ কর্ম্মের সুচারু নিষ্পাদনার্থে স্বীয় শ্রেণীমধ্যহইতে চতুর্বিংশতি যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করেন। ঐ ২৪ ব্যক্তির সভাকে "কোর্ট আব ডিরেকটর্স" অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ সমাজ বলা যায়। বিংশতি সহস্র মুদ্রার উপযুক্ত অংশ না থাকিলে কেহ উক্ত সভার যোগ্য হয়েন না। উক্ত চতুর্বিংশতি ব্যক্তিমধ্যে ছয় ব্যক্তি প্রতি বর্ষান্তে সভাহইতে রহিত হইয়া নূতন ছয় ব্যক্তি তাঁহাদিগের পদে অভিষিক্ত হয়েন। যাঁহারা রহিত হয়েন তাঁহারা এক বর্ষান্তে পুনঃ সভাস্থ হইবার যোগ্য হইতে পারেন। কোর্ট আব ডিরেকটরেরা স্বীয় সভ্য শ্রেণীহইতে এক ব্যক্তিকে সভাপতিত্ব পদে এবং অন্যকে সহযোগি-সভাপতিত্বপদে বরণ করেন।

উক্ত সভার ক্ষমতা অতি মহতী। তাঁহারা এখানকার বড় সাহেব অর্থাৎ গবর্ণর জেনেরেল, (অধিশাসনকর্ত্তা) এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর গবর্ণর (শাসনকর্ত্তা), ও আগ্রার লেফটেনণ্ট গবর্ণর অর্থাৎ অনুশাসনকর্ত্তাদিগকে নিয়োগ করেন। যদ্যপি ইংলণ্ডের রাজা মনে করেন যে উক্ত পদে যে যে ব্যক্তিকে এই অধ্যক্ষ সমাজহইতে নিযুক্ত করা হয়, তাহারা উপযুক্ত পাত্র নহে, তবে তাহারা রহিত হইতে পারে। পরন্তু, উক্ত কর্ম্মচারিদিগের অধীনে এতদ্দেশের যে সমস্ত রাজকার্য্যনির্ব্বাহক নিয়োগ করা যায়, তাহা ঐ কোর্টের আজ্ঞানুসারেই হয়; এবং এই কারণ্ বশতঃ এতদ্দেশের রাজপুরুষদিগের মধ্যে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আত্মীয় স্বজনই অধিকাংশ। যুদ্ধ বিষয়ের সমস্ত সদসদ্বিবেচনা উক্ত সভাদ্বারা নির্ব্বাহ হয়; এবং ইহাদের এ ক্ষমতাও আছে যে কোন গবর্ণর জেনরল তাঁহাদিগের অনভিমতে কোন কার্য্য করিলে তাঁহাকে তদ্দণ্ডেই স্বদেশে পুনর্যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেন। লার্ড এলেন্‌বরার প্রতি তাঁহারা এই ক্ষমতা প্রচার করিয়াছিলেন।

তৃতীয়। ইংরাজি ১৭৮৪ অব্দে "বোর্ড আব কন্ট্রোল" নামক সভার সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডেশ্বরের মনোনীত যষ্ঠ মন্ত্রিগণে এবং ঐ রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান কর্ম্মচারিগণে এতৎ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন; এক্ষণে মন্ত্রিমণ্ডলীহইতেই এতৎ সভার কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিতে হইবেক এমত বিধান নাই; রাজার ইচ্ছানুসারে

মন্ত্রি ব্যতীত অন্যেও ঐ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এতৎসভার সভাপতিত্বপদে যিনি আরূঢ় হয়েন তিনিই সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন; কদাচিৎ প্রয়োজন-মতে সহযোগিদিগের অভিপ্রায় গ্রহণ করেন। কোম্পানির রাজ্য সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করণ, এবং তৎসঙ্ক্রান্ত সমূহ লিপ্যাদির দর্শনাদি, এবং বিবেচ্য হইলে তাহার শোধন ও পরিবর্ত্তন অথবা রহিত করণ, এবং কদাচিৎ যুদ্ধাদি সময়ে কোর্ট আব ডিরেক্টরের অজ্ঞাত বা অনভিমতে স্বয়ং এখানকার বড় সাহেব সমীপে আজ্ঞা প্রেরণাদি করণ, উক্ত সভার নিয়মিত কার্য্য; এবং তাহা প্রায় সভাপতিদ্বারাই নির্ব্বাহ হয়। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী; এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে এখানকার প্রধান কর্ম্মকারকেরা স্ব২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। সভাপতি হবহৌস সাহেব সাধারণ সমক্ষে সম্প্রতি ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহার আজ্ঞানুসারে আফ্গানিস্থানের যুদ্ধ উত্থাপিত হইয়াছিল, যাহাতে কতশত-সহস্র-মুদ্রা এবং কত সহস্র মনুষ্য বিনষ্ট হয়। ফলতঃ উক্ত বোর্ডের সভাপতি ভারতবর্ষের এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর; এবং তাঁহার ইঙ্গিতে এখানকার রাজপুরুষদের নিয়োগ এবং রাজকার্য্য সমাধা হইয়া আসিতেছে।

কোম্পানির শেষ শাসনপত্র চতুর্থ উইলিয়ম বাদশাহের রাজত্বকালে ইং ১৮৩৩ অব্দে বিংশতি বৎসর নিরূপিত সময়ের নিমিত্তে দত্ত হয়। তাহা অদ্যাবধি প্রবল আছে। উক্ত শাসনপত্রের সারাংশ এই।

১। ইং ১৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত উহা প্রবল থাকিবেক।

২। পূর্ব্ব২ শাসনপত্রে লিখিত নিয়ম-সমূহ যাহা বর্ত্তমান পত্রের বিরুদ্ধ নহে সে সমস্ত প্রবল রহিবে।

৩। কোম্পানি চীন দেশসম্পর্কীয় চা এবং অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে অসমর্থ হইবেন।

৪। কোম্পানিদ্বারা জিত রাজ্যে উহাঁরা বাণিজ্য করিতে পারিবেন না।

এই নিয়মের সূত্রে রেশম কোরা এবং অন্য বিবিধ-বস্তু-বিষয়ক বাণিজ্য যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয় কোম্পানি কর্ত্তৃক এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল তাহা এককালে নিবৃত্তি পাইয়াছে।

৫। উক্ত নিয়মপত্রদ্বারা ইহাও নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে, গবর্ণর জেনরল সাধারণ জনগণের নিমিত্তে নিয়ম-সকল প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু তাহা বিলাতীয় রাজপুরুষদিগদ্বারা অযথার্থরূপ বোধ হইলে রহিত হইবেক।

৬। ইংলণ্ডের যে কোন প্রজা হউক কোম্পানির চার্টরের লিখিত রাজ্যের মধ্যে অনায়াসে আগমন এবং বাস এবং তথাকার ভূম্যাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হইবেক।

পূর্ব্বে এ বিষয়ের নিষেধ ছিল। ইংলণ্ডীয় কোন প্রজা কোম্পানির অনুমতি ব্যতিরেকে এতদ্দেশে সমাগত হইলে তাঁহারা তদ্দণ্ডে তাহাকে বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া রাজ সন্নিধানে প্রেরণ করিতেন; এবং তাহার ফল স্কিনর সাহেবের বৃত্তান্তে পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। এইক্ষণে ঐ অনুজ্ঞা অন্যায় এবং উৎকট বোধে রহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভূম্যাদি সম্পর্কীয় স্থাবর বিষয় ক্রয় করিতে ইংরাজ মাত্রেরই নিষেধ ছিল। ইউরোপীয় ভূম্যধিকারির দর্শিত দৃষ্টান্তদ্বারা এতদ্দেশের উপকার সম্ভাবিত বোধে এক্ষণে তাহাও স্থগিত হইয়াছে।

৭। অপর এক প্রধান নিয়ম এই যে এতদ্দেশীয় কোন প্রজার উচ্চপদ প্রাপ্তি বিষয়ে তাহার ধর্ম্ম এবং জন্ম ও বর্ণ প্রতিবন্ধক স্বরূপে জ্ঞান করা হইবেক না; অর্থাৎ যোগ্যতা থাকিলে সে ব্যক্তি যে

ধর্ম্মাক্রান্ত হউক, এবং যে স্থলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকুক, এবং যে বর্ণেরই বা হউক, তথাচ সেই পদ প্রাপ্ত্যর্হ হইবেক।

এই সকল নিয়ম পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এই অবধি স্বীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ির বেশ পরিহরণ পূর্ব্বক রাজকীয় পদে সর্ব্বতোভাবে আরূঢ় হইয়াছেন; এবং যদিও ইংলণ্ডীয়া মহারাণী স্বীয় বাহুবলে এবং স্বকীয় মন্ত্রিবর্গের কৌশলে ব্যক্ত ভাবে এতদ্দেশের রাজ্য শাসন করিতেছেন না, এবং প্রত্যক্ষ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক মহারাণীর কিয়দংশ প্রজা তাঁহার নিকটহইতে এই রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া সাদৃশ্য রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে; বস্তুতঃ, ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়ার অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এই রাজ্য তাঁহার মন্ত্রিদ্বারা শাসিত হইতেছে; এবং মহাসভা পার্লিমেণ্টের সমক্ষে তাঁহার অন্য অধিকারের হিতাহিত বিষয়ক বিচার যে রূপে হইয়া থাকে তদ্রূপ এতদ্দেশীয় প্রধান ২ বিষয়ের বিচারও তথায় উত্থাপিত হয়; এবং তত্তদ্বিষয়ে তৎ সভাস্থ ব্যক্তিদিগের অনুজ্ঞাই বলবতী হয়। মহারাণীর অন্যান্য দেশহইতে ভারত বর্ষের এই মাত্র ভেদ আছে যে, পূর্ব্বোক্ত দেশের প্রজা মণ্ডলিহইতে প্রতিনিধি নিরূপিত হইয়া ঐ প্রতিনিধিরাই বিচার্য্য বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন; এতদ্রাজ্যে প্রতিনিধি নাই; ইহার হিতাহিত বিষয়ক বিচার অন্য দেশীয়দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

দুর্গন্ধ-নকুল।

নকুল, নেউল, ও বেজি নামে প্রসিদ্ধ জীবের বিবরণ পাঠক মহাশয়েরা সকলেই উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন; এবং উহার শ্রেণিভুক্ত (গন্ধগকুল গন্ধ নকুল) আদি অপর দুই তিন জীবকেও দেখিয়া থাকিবেন; তথা প্রথমোক্ত পশু সর্পের শত্রু এই প্রবাদও শ্রুত আছেন; কিন্তু এই পশু-শ্রেণিভুক্ত যে সকল পশুদ্ভব-বস্তু বাণিজ্যে ব্যবহার আছে; যাহার উপার্জ্জনে সহস্র ২ মনুষ্য সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে; এবং যদ্ব্যবসায়ে অনেকে বিপুল ধনোপার্জন করিতেছে, তাহার বিবরণ বঙ্গদেশে কিছুমাত্র বিদিত নাই। "সম্বর" নামে এক প্রকার লোম হয়, এবং তন্নির্ম্মিত টুপি অতি উত্তম শীতনিবারক ইহা ভদ্র লোকে জানেন; এবং অনেকে ঐ টুপি বা ঐ লোমজ অন্য বস্ত্র ব্যবহারও করেন; তথাপি ঐ ব্যবহারিদিগের মধ্যে কত অল্প লোক জ্ঞাত আছেন, যে ঐ লোম এক প্রকার নেউলের আবরক? নকুল শ্রেণিস্থ পশুর চর্ম্ম ও লোম মাত্র মনুষ্য ব্যবহারে আইসে, অতএব যে সকল নকুলের লোম অতি কোমল এবং সুন্দর-বর্ণবিশিষ্ট তাহাদের বিবরণ আদরণীয় হইতে পারে। পরন্তু, অপর কএক জাতি পশুও উক্ত শ্রেণিতে গণ্য হয়; যাহাদের বিবরণ শ্রবণযোগ্য তাহাদিগের গাত্রহইতে অতি উগ্র গন্ধ নির্গত হয়, এই হেতুক ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদের নাম "দুর্গন্ধ" রাখিয়াছেন। এই দুর্গন্ধ জাতিতে কএক বংশ আছে; তন্মধ্যে অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে ব্যক্ত পশু সর্ব্বতোভাবে অগ্রগণ্য। ইহার নাম "স্কঙ্ক", বা "দুর্গন্ধ স্কঙ্ক", অথবা "দুর্গন্ধ নকুল।"

এই পশুর পদ খর্ব্ব; শরীর স্থূল; কপাল প্রশস্ত; চক্ষু ক্ষুদ্র; কর্ণ-খর্ব্ব ও বর্ত্তুল, এবং অবয়ব নকুলবৎ। ইহার নাসাগ্রে এক শুক্ল রেখা থাকে; ঐ রেখা মস্তকোপরি বিস্তৃত হইয়া প্রশস্ত টীকার ন্যায় হয়; পরে স্কন্ধ দেশে কিয়দ্দূর

গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হওত নকুল গাত্রের উভয় পার্শ্ব ক্রমাগতা হইয়া লাঙ্গুল নিকটে মিলিতা হয়। পৃষ্ঠ, বক্ষ দেশ ও লাঙ্গুলের বর্ণ কৃষ্ণ; ও লাঙ্গুলের উভয় পার্শ্বে এক২ শুক্ল রেখা হয়। কোন ২ ব্যক্তির লাঙ্গুল শুক্ল কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণেরও হয়। বস্তুত ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ শুক্ল মিশ্রিত, কিন্তু সকল ব্যক্তিতে তাহা সমরূপে ব্যাপ্ত নাই; ব্যক্তি ভেদে কৃষ্ণ শুক্লের তারতম্য হয়। ইহাদের শরীর অতি কোমল, এবং দীর্ঘ লোমে মণ্ডিত। ঐ লোম লাঙ্গুলে সর্ব্বাপেক্ষায় দীর্ঘ হয়। পূর্ব্বপদের নখ সকল দীর্ঘ এবং বলবান, ও মৃৎখননার্থে উপযুক্ত।

দুর্গন্ধ নকুলের বাসস্থান উত্তর অমরিকার পার্ব্বত্য ও বন্য দেশ; এবং তথায় এই পশুরা ভেক ও ইন্দুর ভক্ষণ করত কালযাপন করে। ফলমূলাদি ভোজ্য বস্তুও ইহাদের গ্রাহ্য বটে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত জীব-সকলই ইহাদের প্রিয়তম খাদ্য। বর্ষে ইহারা এক বার-মাত্র প্রসব করে, এবং ঐ এককালে ৬ অবধি ১০ টী শাবক হয়।

ইহাদিগের স্বভাব শ্লথ, অতএব ইহাদিগকে ধৃত করা অনায়াসে সাধ্য বোধ হয়; ফলতঃ তাহা নহে। ইহাদিগের লাঙ্গুল মূলে একপ্রকার দুব্দ্রব্যে পরিপূর্ণ এক২ কোষ থাকে; এবং যে কেহ এই পশুদিগকে আক্রমণ করে তাহাদের প্রতি ঐ দুব্দ্রব্য নিক্ষেপ করাতে কেহ তাহাদের নিকটে অগ্রসর হয় না। উক্ত দ্রব্যের গন্ধ এমত উগ্র যে তাহা কেহ সহ্য করিতে পারে না; এবং কোমল স্বভাবব্যক্তিরা তাহার ঘ্রাণ পাইলে তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় হইয়া ভুমিতে পতিত হয়। এই

গন্ধ ভয়ে কুক্কুরেরা এতৎ পশুকে আক্রমণ করে না। কোন সময়ে এক জন অশ্বারোহী পথিমধ্যে একটা দুর্গন্ধ নকুল দেখিয়া কাটবিড়াল বোধে তাহা ধৃত করণে ধাবমান হন, পরে ঐ পশুর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ঐ পশু তল্লাঙ্গুলজ দুর্গন্ধ রস তাঁহার অঙ্গে এপ্রকারে নিক্ষেপ করিলেক, যে তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন; এবং পরে তাঁহার অশ্বের নিকট আসিয়া তদারোহণে চেষ্টান্বিত হইলেন; পরে তাঁহার গাত্রস্থ দুর্গন্ধে অশ্বও ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া অধৈর্য্য হইল; তাঁহার সমভিব্যাহারী এবং তাহার অশ্বও ঐ গন্ধ ভয়ে বহু দূরে পলায়ন করে। অপর-এক-সময়ে কোন দাসী একটা এই পশুকে এক গুদামে তাড়িত করাতে এ পশুর লাঙ্গুল নিঃসৃত রসে ঐ গুদামের সমস্ত দ্রব্য এমত দুর্গন্ধময় হয় যে গৃহস্বামী ঐ সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া দেন। এই দুর্গন্ধ-দ্রব্যের বর্ণ পীত; এবং ইহার দুর্গন্ধ বহু কাল ও বহু দূর ব্যাপী হয়। শৃগালের গাত্রে যদ্রূপ গন্ধ ইহাও তদ্রূপ,এস্থলে পূর্ব্বাপেক্ষায় উগ্রাধিক্য।

এবম্প্রকার গন্ধ সত্বেও কারোলাইনা-দেশজ অসভ্য জাতিরা এই নকুল-মাংস ভোজন করে, এবং কহে যে ঐ মাংস অতি সুখাদ্য। কএক জনা ভ্রমণকারি ইংরাজেরাও এই মাংস ভোজন করিয়াছেন, এবং তাঁহারা কহেন যে ইহা সাবধান পূর্ব্বক রন্ধন করিলে ইহাতে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। ফলতঃ দুর্গন্ধ রস লাঙ্গুল-মূলে থাকে, এবং এই নকুল ভীত কি বিরক্ত হইলেই তাহা নিক্ষেপ করে। ইহার গাত্রে কোন দুর্গন্ধ নাই, অতএব তথাকার মাংস দুর্গন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং সর্ব্বদা ইহার গাত্রে কোন গন্ধ না থাকায় অনেকে ইহাদিগকে অপর নকুল কি কাটবিড়ালের ন্যায় গৃহে পালন করিয়া থাকে।

এতদ্রূপ দুর্গন্ধবিশিষ্ট নকুল যাবা উপদ্বীপেও আছে। এবং তথাকার লোকেরা তাহাকে "তেলিডু" শব্দে কহে। ইহার অপর নাম "সেংগুং"; এবং সুমাত্রা দেশে ইহার নাম "তেলেগু"। স্কঙ্কনকুলহইতে ইহার অবয়ব ও স্বভাবাদির কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। কিন্তু দুর্গন্ধ বিষয়ে উভয়েই তুল্য। তেলিডু নকুলের ছবি আমাদের নিকট প্রস্তুত নাই, প্র[illegible]লে, ইহার বিস্তার বিবরণ লিখিতব্য।

মনৌয়র পক্ষিজাতির বিবরণ।

পূর্ব্বে কুক্কুট পক্ষী কেবল ভারতবর্ষেই প্রসিদ্ধ ছিল; পরে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়; এবং এইক্ষণে তত্রত্য প্রায় সকলেই ইহার সুখাদ্য ও পুষ্টিকর মাংস ও অণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে; যে দেশে ইহার জন্ম, এবং যথাহইতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, তথাকার ব্যক্তিরা অর্থাৎ হিন্দুরা এই পক্ষি ভক্ষণে বহুকালাবধি বিরত আছেন; এবং ভগবান্ মনুর স্মৃতিতেও গ্রাম্য-কুক্কুট ভক্ষণের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে। কোন২ তন্ত্র শাস্ত্রে তাম্রচূড় অর্থাৎ কুক্কুট ভক্ষণের বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু অদ্যাপি এতদ্দেশীয় কোন ভদ্রলোক তৎপরায়ণ হয়েন নাই।

এই পক্ষিশ্রেণী নানাবিধ জাতিতে বিভক্ত হয়; এবং ঐ জাতিস্থ প্রায় সকল পক্ষীই উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট। পরন্তু, পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে যে সকল বিহঙ্গমের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে, বর্ণ গরিমায় তাহাদের তুল্য আর কেহ নাই। এই হেতুক ইহাদিগের নাম "মুর্গ-মনৌয়র" অর্থাৎ উজ্জ্বল পক্ষী হইয়াছে, এবং সকলেই ইহাদিগকে সমরূপে

সকলেই পরম রমণীয়; বিশেষতঃ *b* চিহ্নে লক্ষিত পক্ষী যাহাকে ইংরাজেরা "গোল্ড্ ফেজাণ্ট" অর্থাৎ কাঞ্চন মনোয়র পক্ষী এই নাম রাখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে অগ্রগণ্য। *a* চিহ্নোক্ত পক্ষির বর্ণ উজ্জ্বল রৌপ্যবৎশ্বেত, এবং তদুপরি কৃষ্ণ বর্ণের বিন্দু ও রেখাদ্বারা বিচিত্রিত; ও ইহার নাম "রৌপ্য মনোয়র পক্ষী"। *c* অক্ষরে সঙ্কেতিত পক্ষিকে মোসলমানেরা "দুমদরাজ্" অর্থাৎ বিশাল-পুচ্ছ কহে। এই পুচ্ছের পরিমাণ ৩॥ হস্ত। হিমালয় পর্ব্বতে এই দুমদরাজ্ ভিন্ন এই জাতীয় পক্ষির অন্য কয়েক বংশ ও আছে। তাহারা সকলেই এক স্বভাবান্বিত, এবং তুল্য রূপে সুন্দর; কেবল বর্ণ ও অবয়ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ পৃথক।

৪৭ পৃষ্ঠায় যে বিহঙ্গমের প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রিত হইয়াছে তাহাকে মোসলমানেরা "মুর্গজর্রি" কহে। তাহার অবয়ব ও বর্ণ প্রায় কাঞ্চন মনোয়র পক্ষির তুল্য; কিন্তু তাহাদের কণ্ঠদেশের কিয়দংশ-পক্ষ রহিত ত্বচে আবৃত থাকে। ঐ ত্বক্ অতি উজ্জ্বল এবং ঘোর নীল বর্ণ; এবং কাঞ্চন মনোয়র পক্ষির নয়নের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তি ত্বক্ যদ্রূপ সঙ্কুচিত, ইহাও তদ্রূপ। এতদ্রূপ নীলবর্ণ ত্বচের শৃঙ্গদ্বয় এই পক্ষির মস্তকে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম "দাফিয়া;" এবং ইহার বংশের অন্য ব্যক্তি-সকল হইতে পৃথক করিবার নিমিত্তে ইহাকে "সশৃঙ্গ দাফিয়া"-ও কহাযায়। হিমালয় পর্ব্বতে এতদ্রূপ অপর এক পক্ষী আছে। তাহার গলদেশে এক শ্বেত বর্ণের রেখা হয়; এই হেতু তাহার নাম কাঁটা দাফিয়া" হইয়াছে। অপর এক বংশ পক্ষী আছে তাহার বর্ণ হরিৎআভ উজ্জ্বল কৃষ্ণ, এবং ইহার মস্তকে পক্ষ বিশিষ্ট এক সুদৃশ্য চূড়া হয়। ইহার নাম "মোনাল" এবং কাশ্মীর অবধি শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য ভূমি ইহার বাসস্থান। নৈপালি বণিকেরা বিক্রয়ার্থ প্রতি বৎসর এই পক্ষিকে কলিকাতায় আনয়ন করে, এবং পক্ষিপ্রিয় অনেকে তাহা ক্রয়ও করিয়া থাকেন; কিন্তু এতৎ স্থানের উষ্ণ বায়ু তাহাদের সহ্য হয় না, সুতরাং এখানে তাহারা বহুকাল সজীব থাকিতেও পারে না। পরন্তু, এই মোনাল ও মনোয়র জাতিদ্বয় গ্রীষ্মাসহ্যতা ব্যতীত অন্য এক কারণ বশতঃ সর্ব্বদা মরিয়া যায়। ঐ কারণ এই;—পার্ব্বত্য আবাসে ইহারা যে সকল খাদ্য বস্তু প্রাপ্ত হয় এখানে তাহার অভাবে ও জল বায়ু ক্রমে তাহাদের গলদেশ মধ্যে এক প্রকার কৃমি জন্মে। ঐ কৃমির ক্রমশঃ বৃদ্ধির সহিত ইহাদের শ্বাস কর্ম্মেরও রোধ হইয়া উঠে, সুতরাং প্রাণবিয়োগ হয়। পূর্ব্বে ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই কৃমির অবয়ব দৃষ্টে ইহাদিগকে দ্বিশীরঃ কৃমি কহিতেন। এইক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে যে এই কৃমির দুই মস্তক নাই; ফলতঃ ইহা কৃমিদ্বয়ের সংযোগ। যদ্ভাগকে পূর্ব্বে মস্তক দ্বয় কহিত তাহার এক ভাগ স্ত্রী কৃমির লাঙ্গুল; ও অপর ভাগ পুং কৃমি; ও ঐ পুং কৃমি সর্ব্বদা স্ত্রী কৃমির অঙ্গে সংলগ্ন থাকে। কুক্কুট শ্রেণির অনেক প্রাণী এই কৃমিরোগে বিনষ্ট হয়; এবং অনেকে ইহার প্রতিকার চেষ্টা করত স্থির করিয়াছেন যে তামুকুটের ধুম পান করাণ এই রোগের পরমৌষধ; কিন্তু সাবধানে ঐ ধুম পান করাণ অতি কঠিন, এতৎপ্রযুক্ত কেহ২ কৃমিরোগে লবণ সুপথ্য বোধ করেন; এবং যদ্রূপে নস্য গ্রহণ করাযায় তদ্রূপে কিঞ্চিৎ লবণ অঙ্গুলিদ্বয়-মধ্যে লইয়া পীড়িত পক্ষির গলমধ্যে নিক্ষেপ করেন।

প্রস্তাবিত শ্রেণিস্থ বিহঙ্গমদিগের কমনীয় বর্ণের প্রশংসা আমরা পুনঃ২ করিয়াছি; কিন্তু ঐ প্রশংসা কেবল পুং-পক্ষি-পরত; স্ত্রী পক্ষিদিগের প্রদীপ্তবর্ণ বিষয়ে কোন গরিমা নাই। তাহারা অতি ম্লানবর্ণ বিশিষ্ট; এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়কে একত্র
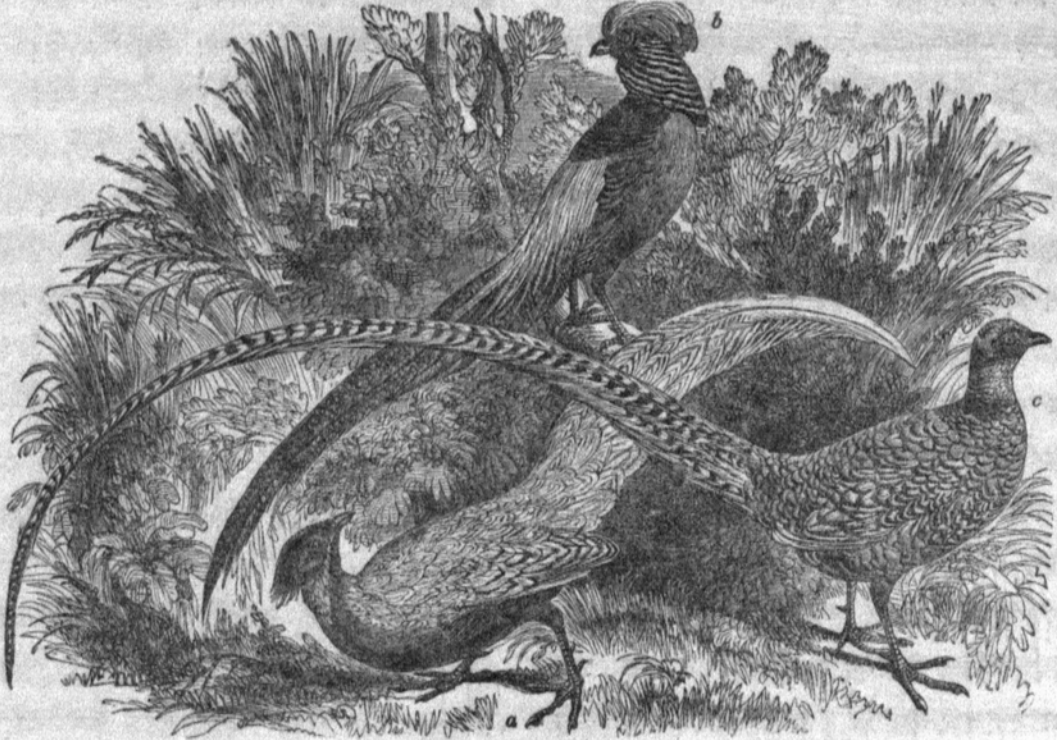
সমাদর করে। অপর, এতৎ পক্ষির বর্ণ যাদৃশ রম্য ইহাদিগের মাংসও তাদৃশ সুস্বাদু; অতএব ইহাদের মাংসাস্বাদনার্থে অনেকে বহুর্থ ব্যয় করিয়া থাকে।

মনৌয়র পক্ষিদিগের পদে পুরোবর্ত্তি ৩ নখ এবং পশ্চাদ্বর্ত্তি অপর এক নখ হয়। এতভিন্ন তাহাদের পুং ব্যক্তিদিগের পদে এক ২ কণ্টক হয়। ঐ কণ্টক কুক্কুটাদি শ্রেণীস্থ জীবের প্রায় সকলেতেই বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্ত উহাদিগের অপর এক নাম "চরণাযুধ"। মোসলমানেরা এই কণ্টককে "নখনা" শব্দে কহে। ইহাদিগের পুচ্ছ ১৮ পক্ষে নির্ম্মিত, এবং সুদীর্ঘ; চঞ্চূর্দ্ধ-খণ্ড দৃঢ় এবং ক্রমশ-সন্ধ হইয়া নতাগ্র হয়, ও তাহার মূল ত্বগাদিদ্বারা আবৃত হয় না; নাসিকাদ্বয় চঞ্চু-মুলের উভয় পার্শ্বে স্থিত, এবং কোমলাস্থি নির্ম্মিত শল্কদ্বারা আবৃত; চক্ষুর চতুঃপার্শ্ব পক্ষ-রহিত, এবং উজ্জ্বল, রক্তাভ, কুঞ্চীকৃত, লোলিত চর্ম্মদ্বারা মণ্ডিত; ডানা খর্ব্ব, এবং তাহার পঞ্চম পক্ষ সর্ব্বাপেক্ষায় দীর্ঘ। এই পক্ষির গাত্রে রক্ত, পীত, শ্বেত, কৃষ্ণ, আলক্তাদি নানাবর্ণ আছে; কিন্তু ঐ বিবিধ বর্ণের নামোল্লেখ করায় পাঠক মহাশয়দিগের শ্রান্তিকর হইবে এই আশঙ্কায় ইহাদিগের বর্ণ নির্ণয় না করিয়া যাঁহারা পক্ষিদিগের বর্ণ ও সৌন্দর্য্য দর্শনে পরিতৃপ্ত হন এবং তাহাদিগের পরিজ্ঞানপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা আসিয়াটিক্ সোসাইটি নাম্নী সভার অদ্ভুত-দ্রব্য-সঙ্গ্রহালয়ে অথবা এতন্নগরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বিহঙ্গম শালায় এই বিচিত্র পক্ষির দর্শন করেন; যেহেতুক একবার দর্শনে এই পক্ষির অবয়ব ও বর্ণ বিষয়ক যাদৃশ পরিজ্ঞান হয়, তাহা দশ পৃষ্ঠা বর্ণনায়ও সম্ভাব্য নহে।

যে তিন মনৌয়র পক্ষির অবয়ব এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহাদের প্রথম দুই পক্ষির বাসস্থান চীন দেশ; অপরের আবাস শ্রীনগর পর্ব্বত। ইহারা

দেখিলে কদাপি বোধ হয় না যে তাহারা এক জাতি ক্রান্ত। পরন্তু, এবিষয়ে তাহাদের দেহে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। যে সকল স্ত্রী পক্ষিরা অণ্ড প্রসব করে তাহাদের বর্ণ ম্লান থাকে; কিন্তু আজন্ম অথবা পীড়া জন্য বন্ধ্যা হইলে ঐ ম্লান বর্ণের পরিবর্ত্তে পুং-জাতির রমণীয় বর্ণ তাহারা প্রাপ্তা হয়। এই আশ্চর্য্য ঘটনা কুক্কুট শ্রেণির অনেক বংশে দৃষ্ট হইয়াছে, এবং কপোত ও ময়ূরেও প্রত্যক্ষ আছে; কিন্তু পশুতে ও মনুষ্যে তাহা প্রায় হয় না। মনুষ্য জাতীয় বন্ধ্যা স্ত্রীর শ্মশ্রু কেহ কখন দেখেন নাই। স্যার ফিলিপ ইজর্টন সাহেব কহেন যে পুংবর্ণ বিশিষ্ট স্ত্রী পক্ষিরা কদাচিৎ অণ্ড প্রসব করে, কিন্তু সে অণ্ড-সকল নিষ্ফল হয়।
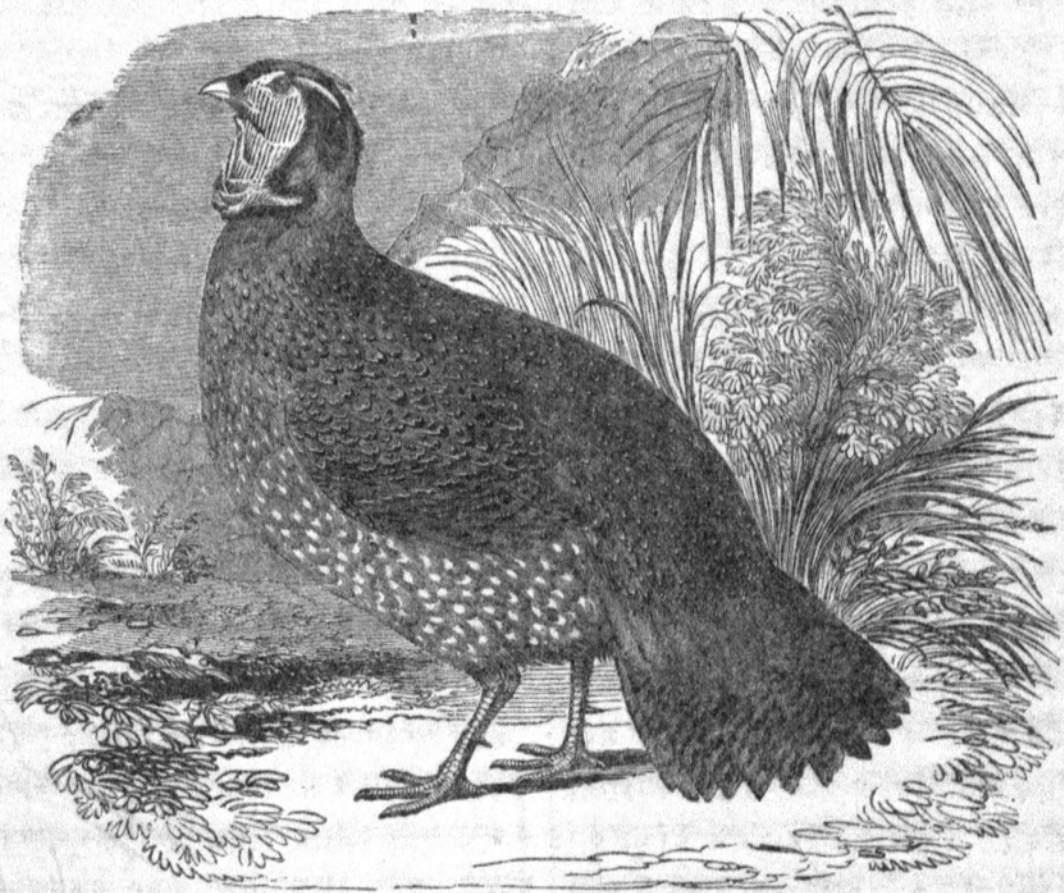
সশৃঙ্গদাফিয়া।

কৌতুক কণা।

দেবতার দেয় পদার্থ উপায়দ্বারা প্রেরিত হয়, কখন তাঁহারা টাকা মস্তকে করিয়া আনেন না।

রজনী প্রাক্কালে জনৈক ধূর্ত্ত কোন গ্রাম-প্রান্ত-মার্গ দিয়া যাইতেছিল, এমত সময়ে ঘন ঘটার সঘনগর্জ্জন ও বর্ষণ আরব্ধ হওয়াতে যে ব্যক্তি পুরোবর্ত্তি গ্রাম পর্য্যন্তও যাইতে অক্ষম হইয়া ঐ মাঠ মধ্যস্থ এক দেবালয়ে সে রাত্রের মত অবস্থিতি করিল। পরে রাত্র্যর্দ্ধ অবসানে ঐ মন্দিরস্থ প্রতিমা সকলেতে দেবতারা আবির্ভূত হইয়া পরস্পর নানাবিধ মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন; "ওহে কুবের, এই গ্রামস্থ শিবপরায়ণ নামা এক জন দরিদ্র ব্রাক্ষণ বহুদিবসাবধি মহাদেবের পূজা করিতেছে। ইহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে ঐ ব্যক্তি এক সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হয় এমত উপায় করিও।" কুবের কহিলেন; "যে আজ্ঞা প্রভু! এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তাহাকে ঐ টাকা দেওয়াইব।" পরে রাত্র্যবসানে দেবতারা সকলে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হেথা ধূর্ত্ত দেবতাদিগের কথোপকথন শুনিয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য টাকা অপহরণ করিবেক এই চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া সত্বরে শিবপরায়ণ নিকটে উপস্থিত হওত প্রণামান্তর কহিলেক; "মহাশয় এই সপ্তাহ মধ্যে যে এক সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইবেন তাহা সাবধানে রাখিবার কি উপায় স্থির করিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ কহিল, "বাপু, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কখন এক শত টাকা একত্র দেখি নাই; আমি সহস্র টাকা কোথায় পাইব?" ধূর্ত্ত কহিল; "প্রভু, আপনি ভাল জানেন কোথাহইতে টাকা পাইবেন। আমার নিকট কেন এমত চাতুর্য্য করিতেছেন?" ব্রাহ্মণ পুনঃ২, বরং শপথ পর্য্যন্তও করিয়া কহিলেক, যে তাহার এত টাকা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ধূর্ত্ত সে শপথে বিশ্বাস না করিয়া কহিলেক; "ভাল, যদি তোমার কোথাও কোন টাকা পাইবার প্রত্যাশা নাই, তবে আমি তোমাকে তিন শত টাকা দিতেছি, ঐ টাকা লইয়া তুমি স্বীকার হও যে এই সপ্তাহের মধ্যে অন্যত্র হইতে যাহা কিছু পাইবা তাহা আমাকে দিবা।" ব্রাহ্মণ ধীরস্বভাব এবং ন্যায়বান, এতদ্রূপ পণকরণে সর্ব্বদা অসম্মত; অতএব ধূর্ত্তের বাক্য গ্রাহ্য করণে অন্যমতই ছিলেন; কিন্তু ধূর্ত্তের প্রখর চাতুর্য্যে পরাস্ত হইয়া টাকা লইতে স্বীকৃত হইলেন। ধূর্ত্ত তৎক্ষণাৎ স্বীয় তৈজসাদি বন্ধক দিয়া প্রয়োজনীয় টাকা সঙ্গ্রহ করত ব্রাহ্মণকে দিল, এবং পাছে ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেয় সহস্র টাকা গোপনে প্রাপ্ত হয় এই নিমিত্তে তাহাকে নিকটে রাখিয়া আপনি ব্রাহ্মণদ্বারে অবস্থিতি করিলেক। ক্রমশঃ সপ্তদিবস ও সপ্ত রাত্রি গত হইল; কিন্তু কোন টাকা আসিয়া পৌঁছিল না। ধূর্ত্ত পুনঃ২ মনে করিতেছে; "হায়! দেবতা বেটারাও মিথ্যা কথা কয়; আজও তো টাকা পাঠাইলেক না।" পরে অষ্টম দিবস অপরাহ্নে আপন তিন শত টাকার অপচয়ে মহাকোপে দেবালয়ে উপনীত হইয়া ঐ ধূর্ত্ত কুবের প্রতিমার কপোলে চপেটাঘাত পূর্ব্বক কহিলেক; "এই তুমি সপ্তাহের মধ্যে টাকা পাঠাও।" দৈবযোগে ঐ চপেটাঘাত মাত্র ধূর্ত্তের হস্ত কুবেরের গালে লাগিয়া গেল, আর খোলে না; সুতরাং ধূর্ত্ত ভায়া হস্ত প্রসারণ করিয়া কুবের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অর্দ্ধরাত্র্যবসানে আপনাদিগের নিয়মানুসারে দেবতারা স্ব স্ব প্রতিমাতে আবির্ভূত হইয়া সরস সংলাপে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রদেব জিজ্ঞাসিলেন; "ওহে কুবের, শিবপরায়ণকে যে টাকা দিতে কহিয়াছিলাম তাহা দেওয়া হইয়াছে?" কুবের প্রত্যুত্তর দিলেন; "প্রভু, তাহার তিন শত টাকা আদায় হইয়াছে, বাকি সাত শত টাকার জন্যে আসামি হাজতে রাখিয়াছি।" ধূর্ত্ত এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত কহিলেক; "দোহাই ঠাকুর, দোহাই ঠাকুর, ইহাঁর সব কথা মিথ্যা; ইনি এক পয়সাও দেন নাই, আর মিছি২ আমাকে কয়েদ করিয়াছেন।" এই গোল যোগে দেবতারা সকলেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, এবং আমাদের গল্পের ও বিশ্রাম হইল।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৩, মাঘ। [৪ সংখ্যা।
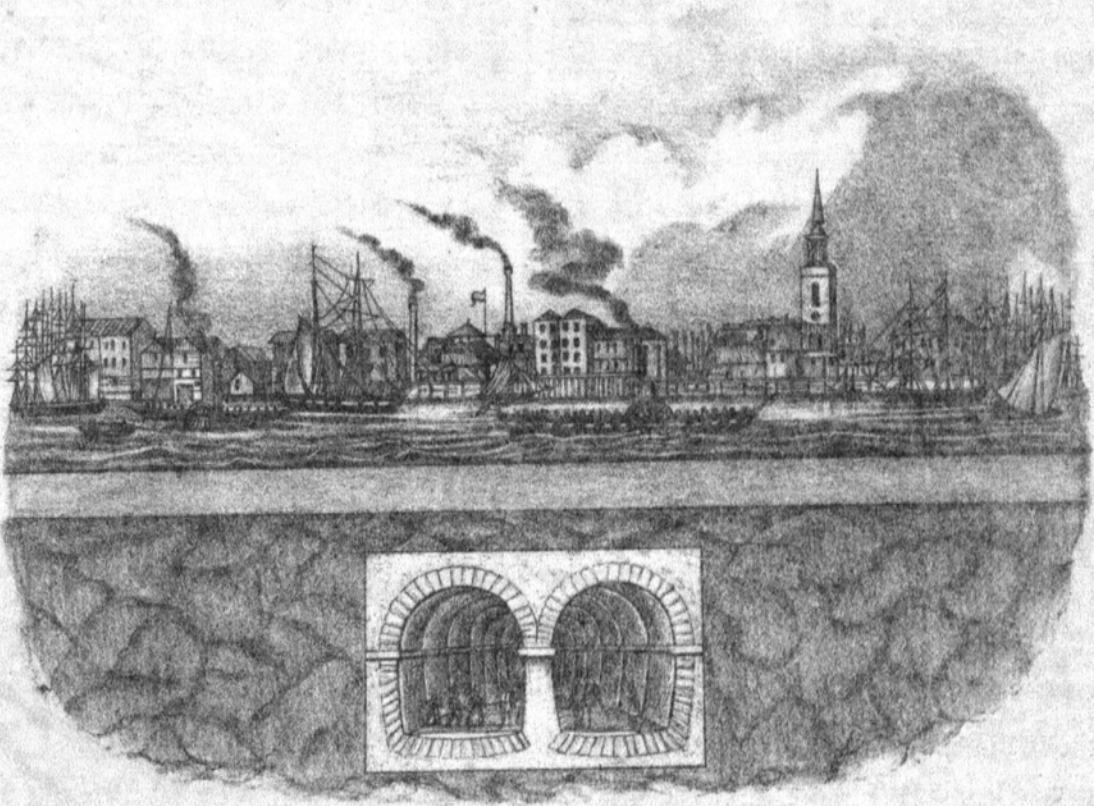
তেম্‌স নদী-তলের সুড়ঙ্গ।

শিল্পকর্ম্মের নৈপুণ্য বিষয়ে চীন দেশীয় জনগণের বহুকালাবধি সুখ্যাতি ছিল; কিন্তু এইক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের উৎসাহ-পুর্ণ শিল্পকারদিগের অতুল্য যশের আলোকে ঐ সুখ্যাতি চন্দ্রালোক-খদ্যোতবৎ লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। ইউরোপীয় নব্য বাস্পীয় জাহাজ, কি বাস্পীয় শকট, কি ঘটিকা যন্ত্রের সহিত তুলনাযোগ্য কোন যন্ত্র চীন দেশে অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত

ইউরোপীয়দিগের এতদ্রূপ শিল্প-সাফল্য হইয়াছে যে তাহার বৃত্তান্ত এতদ্দেশীয় সামান্য ব্যক্তি-পক্ষে দৈবগল্প বোধ হয়। পল্লীগ্রামে যদি কেহ কহে যে বিলাতে এমত কোন যন্ত্র আছে যদ্দ্বারা সহস্র ক্রোশ দূরস্থিত ব্যক্তিরা অনায়াসে প্রতি মুহূর্ত্তে কথোপকথন করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ বক্তা অবশ্যই হাস্যাস্পদ হন, এবং কেহ২ বা তাঁহাকে ক্ষিপ্ত প্রায়ও বোধ করে; অথচ তাঁহার বাক্য পরম সত্য। এতদ্রূপ এক যন্ত্র কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়াছে; এবং তদ্দ্বারা এক-পল-কাল-মধ্যে খাজরিহইতে কলিকাতায় সংবাদ আসিতেছে। এই ব্যাপার এমত আশ্চর্য্য-জনক যে অনেকে ইহার হেতু নিরূপণ করিতে অক্ষম হইয়া বোধ করেন যে ইহা অলৌকিক শক্তিদ্বারা নিষ্পাদিত হয়। কএক দিবস হইল জনৈক ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে ঐ কল দর্শন করানতে তিনি কহিলেন "দৈব কি প্রেত সাহায্য ভিন্ন এ কর্ম্ম কদাপি নিষ্পন্ন হয় না, অতএব ঐ যন্ত্রকর্ত্তা প্রেত-সাহায্য অবশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন"।

পরন্তু, কি বিস্ময়জনক, কি সূক্ষ্ম, কি বৃহৎ, সকল বিষয়েই ইউরোপীয়দিগের শিল্প-বিদ্যা সফল হইয়াছে। ৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে যে কীর্ত্তির ছবি অঙ্কিত হইয়াছে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইংলণ্ড দেশের রাজপাট লণ্ডন নগরের সম্মুখে তেম্‌স নাম্নী এক নদী আছে। ঐ নদী পারাপার হওনের ক্লেশ মোচনার্থে কএক বৎসরাবধি অনেকে তন্নদীতল দিয়া এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এক জন প্রায় ৩৫০ হস্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুতও করিয়াছিলেন; কিন্তু জল ও বালুকাদ্বারা পুনঃপুনঃ ঐ সুড়ঙ্গ অবরোধ হওয়াতে বহু ব্যয় ও আয়াস পরে তিনি শ্রান্ত হইয়া ঐ বৃহৎকীর্ত্তি সুসম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত রহেন। পরে সংবৎ ১৮৮১ অব্দে স্যার উপাধিবিশিষ্ট শ্রীইসাম্‌বার্ড মার্ক ব্রুনেল সাহেব ইংলণ্ড দেশের মহাসভা পার্লিয়মেণ্টের অনুজ্ঞায় ও আনুকূল্যে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন।

আদৌ নদীতীরহইতে ১৮০ হস্ত দূরে তিনি এক দুই হস্ত পরিমিত ভিতের ২৮ হস্ত ঊর্দ্ধ ইষ্টক নির্ম্মিত ৩২। হস্ত পরিমিত গোল কুণ্ড প্রস্তুত করেন; পরে তাহাকে কাষ্ঠে ও লৌহ-দণ্ডে বেষ্টন দ্বারা উত্তম রূপ দৃঢ় করত তাহার মধ্যস্থ ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি মৃত্তিকা খনন করিয়া পৃথিবীমধ্যে তাহাকে রোপণ করেন। তৎপরে তাহার মধ্যে এক সোপান অর্থাৎ সিঁড়ি নির্ম্মাণ করত তাহার মধ্যে বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা চালিত এক জলনিঃশোষক যন্ত্র অর্থাৎ দমকল স্থাপন করেন। কুণ্ড মধ্যে যে সকল জল সঞ্চার হইত তাহা এই দমকলদ্বারা পৃথিবীর উপরে আনীত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইত। এতদ্রূপে সুড়ঙ্গের দ্বার প্রস্তুত হইলে পর সুড়ঙ্গ খননের প্রারম্ভ হইল; এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দৃঢ় মৃত্তিকা খনন করাতে কোন ক্লেশ বা ব্যাঘাত হয় নাই। পরে নদীতলস্থ জল ও বালুকা মিশ্রিত শ্লথ মৃত্তিকা খননকালে তাহা ভগ্ন হইয়া পুনঃ২ ঐ সুড়ঙ্গ মধ্যে পতিত হইতে লাগিল, এবং নদীতল ছিদ্র হইয়া নদীর জল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা প্লাবিত করিলেক। কিন্তু বুদ্ধির কৌশল অতি প্রবল। তৎসহকারে ব্রুনেল সাহেব এই ঘটনার সদুপায় অনায়াসে স্থির করিলেন। প্রথমতঃ কতকগুলিন্ থলিতে কর্দ্দম পূর্ণ করিয়া নদ্যুপরহইতে তাহার তলায় নিক্ষেপ করাতে তত্রত্য ছিদ্র পরিপূর্ণ হইল। পরে ঐ সাহেব লৌহময়, বৃহৎ এক ঢাল প্রস্তুত করিয়া তাহা সুড়ঙ্গ মধ্যে আনিলেন। ঐ ঢাল এমত দৃঢ় যে নদী এবং তাহার তলস্থ মৃত্তিকার ভারে উহা ভগ্ন হইত না, অথচ

স্ক্রু-নামক যন্ত্রদ্বারা তাহা অনায়াসে চালিত হইত, এবং উহাদ্বারা রক্ষিত হইয়া কর্ম্মকারেরা অনায়াসে এবং নিরাপদে আপন২ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইত। এই ঢালের পশ্চাৎহইতে সুড়ঙ্গ-খনন-কর্ম্ম পুনঃ আরব্ধ হইল। ঢালের সম্মুখে ৮ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান খনিত হইলেই কর্ম্মকারেরা ঐ ঢালকে অগ্রসর করিয়া ঢাল-পশ্চাতে ঐ ৮ অঙ্গুলি স্থান ইষ্টক নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীর ও খিলানদ্বারা আবৃত করিত। ঐ প্রাচীর ও খিলান এমত স্থূল ও দৃঢ় যে তাহা সুড়ঙ্গ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি মৃত্তিকা, জল ও বালুকার ভারে অনায়াসে ভগ্ন হয় না; তত্রাপি কএক বার উহা ও ঢাল ভগ্ন হইয়া এতৎ কর্ম্মের ব্যাঘাত ও প্রাণ-হানি করে; কিন্তু তাহাতে ব্রুনেল সাহেব নিরুদ্যম হন নাই। অর্থাভাবে কএক বৎসর বিরাম ব্যতীত ক্রমাগত এই সুড়ঙ্গ খননে নিযুক্ত থাকিয়া ইংরাজি ১৮৪৩ অব্দের চৈত্র মাসে (সংবৎ ১৮৯৯ অব্দে) এই বৃহৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিলেন। নদীর এক পারহইতে জলস্রোতের অধোভাগ দিয়া অপর পারে সুড়ঙ্গ পৌঁছিল; এবং "রদর্হিথ্" পল্লীহইতে তেম্‌স নদীর তল দিয়া জনগণ "ওয়াপিং" গ্রামে অনায়াসে গমনাগমন করিতে লাগিল। তেম্‌স নদীর জল-সীমাহইতে এই সুড়ঙ্গ ৫০৮ হস্ত নিম্ন। ইহা ৮০০ হস্ত দীর্ঘ। ইহার মধ্যে এক প্রাচীর থাকায় ইহা দুই সুড়ঙ্গে বিভাগ হইয়াছে, এবং তাহার প্রত্যেক সুড়ঙ্গে এক গাড়ির পথ অপর পদব্রজিক পথ আছে; এবং ঐ পথদ্বয় প্রদীপ্ত দীপের জ্যোতিতে আলোক প্রাপ্ত হয়। এক সুড়ঙ্গহইতে অপর সুড়ঙ্গে যাইবার পথও মধ্যে২ আছে। এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের ব্যয় ৪৪,৩০,০০০ টাকা।

লৌহ পথ দিয়া বাষ্পীয় শকটের গমনাগমন-জন্য ইউরোপীয় শিল্পকারেরা এই সুড়ঙ্গ হইতেও বৃহৎ২ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টর নগরের লৌহ পথ নিমিত্তে শেফিল্ড নগরে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইতেছে; এবং ফরাসিস্ দেশহইতে ইটালি দেশে গমনার্থে আল্‌স্ নামক পর্ব্বত মধ্য-দিয়া অপর এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইতেছে; কিন্তু তত্তৎসুড়ঙ্গের অবয়ব জ্ঞাপক চিত্রাভাব প্রযুক্ত তাহাদের বৃত্তান্ত এইক্ষণে বক্তব্য নহে।

অশোক রাজার উপাখ্যান।

ইতিহাস বিষয়ে এতদ্দেশে যে প্রকার অনাদর, পুরাবৃত্ত বিষয়েও তদ্রূপ; ও কেহ কোন প্রাচীন স্থানের কিম্বা ব্যক্তির আখ্যান অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইলে অনেকে তাঁহাকে উপহাসও করে। এই প্রযুক্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস-বিষয়ে অনেক কালাবধি কোন অনুসন্ধান হয় নাই; সুতরাং দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশ কোন্ রাজদ্বারা শাসিত হইয়াছিল? এ স্থলে কোন্ ধর্ম্ম প্রচার ছিল? প্রজাদিগের কি অবস্থা ছিল? ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর পাওয়াও দুষ্কর হইয়াছে। নিবিড় বনমধ্যে পুরাতন অট্টালিকার অবশিষ্ট অনুসন্ধান করা, কি কোন কাল-বশত জীর্ণ দেবালয় কিম্বা জয়স্তম্ভের বিজকের অর্থ নিরূপণ করণে প্রবৃত্ত হওয়া, অথবা কোন প্রাচীন ঘৃষ্টিত অস্পষ্ট মুদ্রার মর্ম্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হওয়া, আশু নিষ্ফল কর্ম্ম বোধ হয় বটে; কিন্তু এই প্রকার অনুসন্ধানদ্বারা প্রাচীন শৌরাষ্ট্র রাজাদিগের ইতিহাস নিরূপণ হইয়াছে; বাবিলোনিয়ন রাজাদিগের বংশাবলী স্থির হইয়াছে; মিসর দেশের পূর্ব্বকালিক বৃত্তান্ত-সমূহ জনসমাজে

ব্যক্ত হইয়াছে, এবং মহারাজ অশোকের রাজ্য-সীমা নিরূপণ হইয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণীস্থলে এই অশোক রাজার নাম পুরাণে উল্লেখিত আছে; কিন্তু তাঁহার বিশেষ বিবরণ পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িদিগের পরিশ্রমে প্রকাশ হয়; এবং এতৎসম্বন্ধে এক বিশেষ আহ্লাদজনক বিষয় এই যে ঐ পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িদিগের মধ্যে সদ্বিদ্বান ৺ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নাম পুরোবর্ত্তী আছে।

দিল্লি নগরীর নিকটে "ফিরোজ শাহ্‌লাঠ" নামক এক জয়স্তম্ভের গাত্রে অস্পষ্ট এবং পূর্ব্বাদৃশ্য কতকগুলিন অক্ষর * খোদিত দেখিয়া অনেক পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িরা তাহার মর্ম্ম নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হন নাই। পরে আসিয়াটিক্ সোসাইটী নামক সভার সম্পাদক মৃত জেম্‌স প্রিন্‌সেপ্ সাহেব ঐ দুরূহ কর্ম্মে নিযুক্ত হন, এবং ৺ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যে বহু পরিশ্রমানন্তর ঐ অক্ষর পাঠ করত জনসমাজে প্রকাশ করেন, যে ঐ বিজক প্রিয়দর্শি নামক কোন বৌদ্ধ রাজার শাসন পত্র। তৎপরে তদ্রূপ স্তম্ভ ও বিজক প্রয়াগ নগরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে ২ পাটনা নগরের কিঞ্চিদ্দূরে বক্রাগ্রামে, তথা বেতিয়া রাজ্যের মথিয়া নামক গ্রামে, তথা গণ্ডক নদীর পূর্ব্বে নেপালের সান্নিধ্য রাধিয়া গ্রামে, তথা জয়পুরের ১২ ক্রোশ অন্তরে ভাবরা গ্রামের নিকটস্থ বনমধ্যে, তথা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পার্শ্বে সমুদ্রতটে ধাউলী অথবা ধবলী গ্রাম সান্নিধ্য পর্ব্বত-শৃঙ্গে, তথা ভারতবর্ষের পশ্চিম পার্শ্বে শৌরাষ্ট্র দেশের জুনগড় নগরের নিকটে, তথা সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারে আফগনিস্থান দেশের শাহ্‌বাজ্ ঘড়ি বা কপর্দ্দগিরিতে, এতদ্রূপ বিজক সকল প্রচার হয়। এই বিজক-সকল মাগধি ভাষার তুল্য পালি নামক প্রাচীন ভাষায় লিখিত; এবং ঐ সকল বিজক প্রিয়দর্শি রাজার আজ্ঞায় খোদিত হইয়াছিল এমত কথা পুনঃ২ উহাতে উক্ত হইয়াছে। লঙ্কাদ্বীপের পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে প্রিয়দর্শি রাজার অপরাভিধান "অশোক"; এবং ঐ অশোক বিক্রমাদিত্য সংবতের ২০৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হন; এবং তাঁহার আজ্ঞায় এতদ্দেশের নানা স্থানে জয়স্তম্ভ † ও শাসন পত্র সকল ‡ প্রচার হয়। অতএব পালি গ্রন্থোক্ত অশোক যে প্রয়াগাদিদেশের বিজকোক্ত প্রিয়দর্শী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধুনা ঐ গ্রন্থ ও বিজক-সকলহইতে সঙ্কলন করত অশোক রাজার কিঞ্চিৎ উপাখ্যান লিখিতব্য।

দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পরলোকানন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিন্দুসার * ভারতবর্ষের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বহুকালাবধি পরম সুখে প্রজাপালন করেন। যবনেরা ইহাঁকে "অমিটোকেটিস্" অর্থাৎ "অমিত্রঘাতক" কহিতেন; এবং নৈপালীয় গ্রন্থে ইহাঁর নাম অজাতশত্রু। ইহাঁর সমীপে যবনাধিপতি আন্তিওকস্ সোটর কর্তৃক দ্বয়মেকস্ নামেক দূত প্রেরিত হইয়াছিল; ও মিসর দেশের নৃপতি তলমি ফিলদেল্‌ফস্ দায়োনিসস্ নামক দূতকে

* ঐ অক্ষরের অবয়ব পাঠকদিগের গোচরার্থে নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

𑀓 𑀔 𑀕 𑀖 𑀗 𑀘 𑀙 𑀚 𑀛 𑀜 𑀝 𑀞 𑀟 𑀠 𑀡 𑀢 𑀣 𑀤
ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ
𑀥 𑀦 𑀧 𑀨 𑀩 𑀪 𑀫 𑀬 𑀭 𑀮 𑀯 𑀲 𑀳
ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব স হ।

† এই সকল স্তম্ভোপরি সিংহ প্রতিমূর্ত্তী থাকে, এই কারণ ইহাদিগকে "সিংহ স্তম্ভ" অথবা "সিংহ লাঠ" শব্দে কহে।

‡ এই শাসন পত্রের অপর নাম "ধর্ম্মলিপি"।

* মুদ্রাকর প্রমাদে ৩১ পৃষ্ঠায় বিন্দুসার শব্দের পরিবর্ত্তে "বিম্বসার" হইয়াছে।

প্রেরণ করেন। এই এবং এতদ্রূপ অন্য প্রমাণদ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে পূর্ব্বে মিসরদেশীয়দিগের সহিত হিন্দুদিগের বিলক্ষণ সংসৃব ও হৃদ্যতা ছিল।

বিন্দুসারের ষোড়শ জায়া ও একাধিক শত পুত্র ছিল; তন্মধ্যে অশোক ও তিষ্য উভয়ে সহোদর ছিলেন। কোন সময়ে পঞ্জাবদেশের তক্ষশীলা নগরবাসিরা রাজবৈরী হওয়াতে তাহাদের শাসনার্থে মহারাজ অশোককে প্রেরণ করেন। অশোক তক্ষশীলার নিকটে উপস্থিত হইলে পুরবাসিরা সুসজ্জীভূত রাজকুমারের আগমন দর্শনে নগরদ্বার বিমুক্ত করত তাঁহাকে নগরমধ্যে আহ্বান করিল; এবং কহিল যে আমরা রাজবিদ্রোহী নহে; মন্ত্রির দুষ্টাচার নিবারণ করণার্থে এতদ্রূপ বিরোধী হইয়াছি। সুতরাং অশোক অবিরোধে বিরোধিদিগের বিরোধ রোধ করিলেন। তদনন্তর অশোক রাজাজ্ঞায় উজ্জয়িনী দেশে প্রেরিত হন। কেহ২ কহে যে তিনি পিতৃঘাতেচ্ছুক হইয়াছিলেন, এই কারণ উজ্জয়িনী-শাসন ছলে রাজসদনহইতে দূরীকৃত হন। অপরে কহে, যে মহারাজ তাঁহার প্রিয় পুত্র সুসীমকে সিংহাসন প্রদান-করণ-মানসে তাঁহাকে রাজধানীহইতে দূরস্থ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এই সময়ে তক্ষশীলাস্থরা পুনঃ শত্রুতা প্রকাশ করাতে রাজা প্রিয়কুমার সুসীমকে তন্নিবারণ জন্য প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে অশোক পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে এই বার্ত্তা শুনিয়া উজ্জয়িনীহইতে পাটলিপুত্রে গমন পুরঃসর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করিয়া রাজমুকুট বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন।

ইতি পূর্ব্বে যখন অশোক অবন্তীর কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন তখন তিনি কীর্ত্তিগিরি নগরের পরমা সুন্দরী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদ্গর্ভে তাঁহার মহেন্দ্র নামক পুত্র ও তদপেক্ষা ২ বৎসর কনিষ্ঠা সংহমিত্রা নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল।

অশোকের রাজ্য প্রাপ্তির চতুর্থ বৎসরে পাটলিপুত্রে তাঁহার রাজ অভিষেক হয়; এবং ঐ সময়াবধি তাহার ধর্ম্মলিপিতে ও অন্যান্য রাজকীয় শাসনপত্রে তাঁহার রাজ্যাব্দের ব্যবহার আরব্ধ হয়। রাজ্য-প্রাপ্তির পর কএক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্বপুরুষদিগের মতানুযায়ি থাকিয়া প্রতি দিন ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। তদনন্তর বৌদ্ধ ধর্ম্ম উত্তম বিচার করিয়া মহা মহোৎসবপূর্ব্বক তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হন। অনেককর্তৃক এই উক্ত হয়, যে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র নিগ্রোধের পরামর্শে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। অপরে কহে যে তাঁহার দানে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট ও দৌরাত্ম্য কর্ম্মে তৎপর দেখিয়া বৌদ্ধমতে প্রবিষ্ট হন। তথা নেপাল-আদি উত্তর দেশবাসি বৌদ্ধেরা কহে যে সমুদ্র নামা এক বৌদ্ধ বনিক তাঁহাকে কোন অদ্ভুত কীর্ত্তি দর্শাইয়া স্বমতে প্রবৃত্ত করায়। সে যাহা হউক অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করত "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মহানিয়মের অনুগামী হইলেন, এবং পূর্ব্ব নিয়মানুসারে যে পশু হননাদি হইত, এক্ষণে তাহাহইতে বিরত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন পরিবর্ত্তে শ্রমণ ভোজনে রত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মলিপিতে এই প্রকাশিত আছে যে রাজ্যাভিষিক্তের দশ বৎসর পরে বৌধ্য ধর্ম্মের বিলক্ষণ তত্ত্ববোধ হইবায় মৃগয়াদি রাজক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ হন। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে স্বধর্ম্ম প্রচারে মহান্ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্র প্রতি পঞ্চবৎসরানন্তরে ধার্ম্মিক ব্যক্তি-সকল

একত্রে আহ্বানিত হইয়া ধর্ম্মবিচারে নিযুক্ত হইত; এবং মানবগণকে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, ও ব্রাহ্মণ শ্রমণ ও কুটুম্ব-প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধা, ও দান, ও সত্য বাক্য কথন এবং জীবের অহিংসা, ইত্যাদি নীতি সকল শিক্ষাদানার্থে ধর্ম্মোৎসাহি ব্যক্তিরা দেশ বিদেশে প্রেরিত হইত।

কালবশত ও ভিন্ন২ বৌদ্ধাচারিদিগের মতের ভিন্নতা-প্রযুক্ত অশোকের রাজ্য সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নানা পন্থায় বিভক্ত হইবার, এবং বৌদ্ধ সমাজ-সকলের পরস্পর বিচ্ছেদ হইবার, উপক্রম হইয়া-ছিল। এই দুর্ঘটনা নিবারণার্থে তিনি সম্যগ্ যত্নবান হইয়া পূর্ব্ব-বৌদ্ধ-রাজাদিগের দৃষ্টান্তানুসারে স্বীয় রাজাব্দের অষ্টাদশ বৎসরে তাঁহার রাজ্যস্থ সমস্ত জ্ঞানি ব্যক্তিদিগকে এক মহতী সভায় আহ্বান করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক সমস্ত মতামতের নির্দ্ধারণ করেন। বৌদ্ধেরা এই সভাকে "তৃতীয় মহাধর্ম্ম সাঙ্কথ্য" কহে। ইহাতে বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহের সুশৃঙ্খলা ও অর্থ নিরূপণ হয়; এবং ইহাও ইহাতে স্থির হয়, যে স্থানে২ ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবীণ বৌদ্ধদিগকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই প্রতিজ্ঞানুসারে মহাধর্ম্মরক্ষিত নামক জনৈক প্রধান ধর্ম্মবেত্তা মহারাষ্ট্রে গমন করিয়া ১৭,০,০০০ মানবদিগকে স্বধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানার্থ ১০,০০০ পুরোহিত নিয়োগ করেন।

অশোক হিমালয় পর্ব্বতস্থ দেশে স্থবির নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মবেত্তাদিগকে প্রেরণ করিয়া কাশ্মীর ও গান্ধারহইতে নাগপূজা দূরীকরণ করত বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থাপন করেন। অপরান্তক দেশ অর্থাৎ তদপেক্ষা পশ্চিম দেশ ও সুবর্ণ ভূমি এবং লঙ্কাও তাঁহার মতানুরক্ত হয়। এই শেষোক্ত উপদ্বীপে ২০ বিংশতি বৎসর বয়স্ক মহেন্দ্র নামক তাঁহার পুত্র প্রেরিত হইলে বেদশাস্ত্র মতাবলম্বী তদ্দেশীয় প্রিয়দর্শি নামক রাজা সপরিবার ও মন্ত্রী ও নাগপূজক-প্রজাগণ-সহ বৌদ্ধ ধর্ম্মে অভিষিক্ত হন। সেকন্দর পাদশাহ কর্তৃক জিত গ্রীক (যবন) রাজ্যসমূহেও অশোক রাজা স্থবির প্রেরণ করিয়া স্বীয় মত প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। ইহার প্রমাণ জুনগড় নগরীয় লিপিতে প্রকাশিত আছে; যথা

"যোন রাজ্ঞ পরংচ তেন চপ্তারো রাজনো তুরমায়োচ অন্তিকোনো চ মগা চ *** ইধ-পরিন্দেশেোসু **** সবত দেবানং পিয়স ধংমানুসস্তিং অনুবতরে যত পাদতি"।

অর্থ। "যবন রাজা, তৎসহিত অপর ৪ চারি রাজা, তুরমাও ও অন্তিকেনো এবং মগা•••• অত্র ও অপর দেশে, •••• (অর্থাৎ যেং২ স্থানে প্রচার হইয়াছিল তৎ) সর্ব্বত্রের (জনগণেরা) দেবতাদের-প্রিয়-রাজার ধর্ম্মানুজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইতেছে"।

এতদ্ভিন্ন এই ধর্ম্ম লিপিতে যবনাধিপতি অন্তিওকসের নামও ব্যক্ত আছে। তুরময় মিসরদেশের নৃপ; অন্তিকোনো মেসিডোনিয়ার রাজা; মগা সাইরিণের অধিপতি; এবং অন্তিয়োকস্ পারস্যীকার ভূপতি। এই যবনাধিপগণের নামোল্লেখদ্বারা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে ঐ সকল স্থানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গমনাগমন ছিল।

তৃতীয় মহাধর্ম্ম সাঙ্কথ্যের কিয়দ্দিবস পরে "ধর্ম্মমহামাত্রা" নামক ধর্ম্মচারিগণ স্থাপিত হয়। যিশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মঘোষক এইক্ষণকার মিসনরিদিগের ন্যায় এই ধর্ম্ম-মহামাত্রারা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করণে নিযুক্ত ছিল; এবং কি হট্টে কি অন্তঃপুরে সর্ব্বত্র গমনে তাহাদের ক্ষমতা ছিল। স্বপুত্র এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের সমভিব্যাহারে রাজ্য বিষয়ক মন্ত্রণা করণ সময়ে অশোক রাজ্যের সমাচার প্রাপ্ত্যর্থে কতিপয় প্রতিবেদক অর্থাৎ সম্বাদ

বাহক নিযুক্ত করেন। তাহারা সর্ব্ব সময়ে অন্তঃপুরে কি উদ্যানে অবরোধে তাঁহার নিকটে আসিয়া রাজ্যের কুশলাদি আবেদন করিত।

মহারাজ অশোক স্বীয় রাজ্যের পথের প্রতি-অর্দ্ধ-ক্রোশান্তরে কূপ খনন, এবং স্থানে২ পশু পক্ষি প্রভৃতি সকল জীবের রক্ষার্থে ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। যবনাধিপতি অন্তিওকস্ও এইরূপ ব্যবহার করিতেন এমন বৃত্তান্ত অশোকের ধর্ম্মলিপিতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে।

অশোক সর্ব্বদা প্রজাগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; ও পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রদিগকে এতদ্রূপ ব্যবহার করিতে স্বীয় লিপিতে পুনঃ২ আদেশ করিয়াছেন। যদিচ তিনি হিন্দুধর্ম্মবিরোধী এবং ভ্রাতৃহত্যাদি পাপাচরণ করিয়াছিলেন, তত্রাপি তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে বিমুখ বলা উচিত হয় না; কারণ তিনি সর্ব্বদা পরোপকারে রত থাকিতেন; এবং দয়াবারিতে যে তাঁহার দেহ সর্ব্বদা শিক্ত থাকিত এমত প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কলিঙ্গদেশ জয়কালে তিনি পরাজিত যোদ্ধাদিগকে বিনাশ অথবা দাস করিতে কদাপি মতি করেন নাই; এবং রাজ্য শাসনার্থে দুষ্টের প্রাণদণ্ড প্রায় করিতেন না; বরং হত্যাকারিদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত করণে আজ্ঞা দিতেন, যাহাতে তাহাদিগের পারত্রিক মঙ্গল হইতে পারে।

বলপূর্ব্বক কাহাকেও নিজধর্ম্মে আনিতে তাঁহার কদাপি অভিমত হয় নাই। পাষণ্ডদিগকে কৌশলে ধর্ম্মাবলম্বন করণে কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ করিতেন; ও কখনও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই; বরং তাঁহার ধর্ম্মলিপির অনেক স্থানে দান বিষয়ে অগ্রে ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ শ্রমণদিগের নাম উল্লেখিত আছে। তিনি তাহাদিগকে উচ্চপদে অভিষিক্ত করিতেন; এবং কৌশলে তাহাদিগকে নিজধর্ম্মাবলম্বী কিম্বা সৎপথাভিগামী করণে তাঁহার সর্ব্বদা মানস ছিল।

অশোক দাতার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন; এবং স্বীয় পুত্রদিগকে ও রাণীদিগকে দান করিতে অহরহ অর্থ দিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অশোক নানাবিধ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল সুদর্শনীয় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জনপদের মঙ্গলার্থে নানাবিধ উপকারজনক কর্ম্মও সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। শিবি নগরের সমীপে এক উত্তম সেতু, এবং কাশ্মীরে দুই সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তথা টুসম্প নামক এক কর্ম্মাধ্যক্ষকে তাহার অধিকার মধ্যে উত্তম২ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই টুসাম্প শব্দ বিজাতীয়; সুতরাং বোধ হইতেছে যে অপর দেশীয় ব্যক্তিদিগকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিতে তাঁহার অন্যমত ছিল না।

তিনি তাঁহার পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের অপেক্ষা রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পশ্চিমদিগে পেতেনিক, উত্তরে কাস্মীর, পূর্ব্বে কলিঙ্গ, এবং বোধ হয় সমুদায় বঙ্গ দেশ, ও দক্ষিণে কর্ণাট, পর্য্যন্ত তাহার অধীনে ছিল।

অশোক এই রূপে সুখে রাজ্য ভোগ করিয়া তাহার রাজাব্দের ৩৭ বৎসরে পরলোকগামী হন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী প্রথমা স্ত্রী অসংমিত্রার মৃত্যু হয়। অনন্তর তিনি ঐ রাজমহিষীর এক সহোদরাকে পরিগ্রহণ করেন। অশোকের পরলোকানন্তর তাঁহার পুত্রেরা ভারত রাজ্য বিভাগ করিয়া লন। কুনাল নামক তাঁহার পুত্র পাঞ্জাবের রাজা হন; দ্বিতীয় রাজকুমার জনোক কাস্মীরের রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পরিবর্ত্তে শিবপূজা প্রচার করেন; এবং তৃতীয় পুত্র পাটলিপুত্রের রাজা হন।
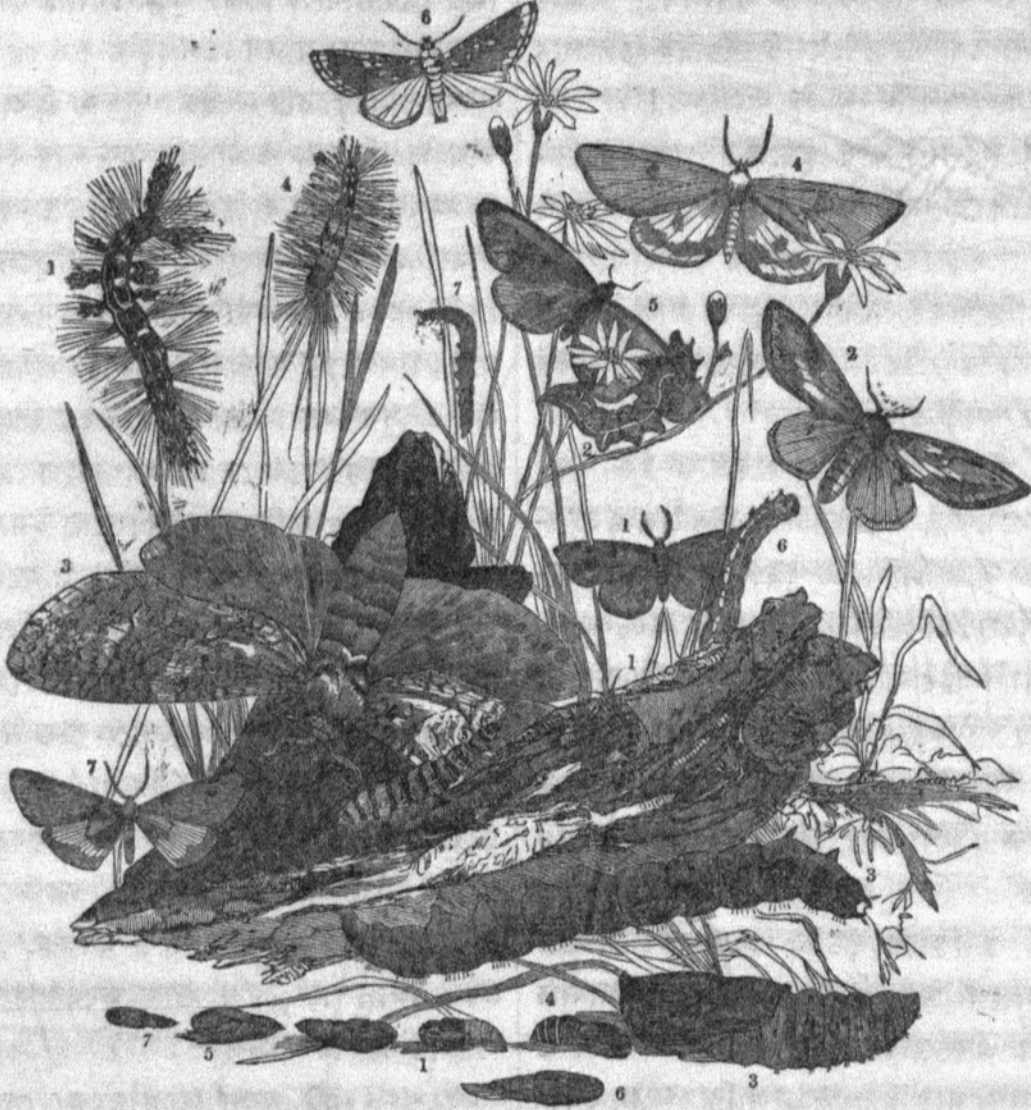
প্রজাপতি।

প্রজাপতি কি মনোহর জীব! কত অনির্বচনীয় উজ্জ্বল বর্ণ-সকল তাহাদের অঙ্গে প্রতীত হয়! কি সুন্দর তাহাদের গঠন! কি লঘু তাহাদের দেহ! কি কমনীয় তাহাদের প্রভা! কি বর্ণনাতীত আশ্চর্য্য তাহাদের অঙ্গপরিবর্ত্তন ব্যাপার! যেমন আদরণীয় ইহাদিগের শরীর ততোধিক পরিশুদ্ধ ইহাদের স্বভাব। বসন্তকালের কুসুম-সময় ইহাদের ক্রীড়ার কাল; সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোমল পুষ্প সকল ইহাদের আসন; এবং তজ্জাত সুরভপূর্ণ দেবদুর্লভ মধু ইহাদের খাদ্য বস্তু। অন্য কীটের ন্যায় গলিত কি দুর্গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের নিকটে ইহারা কদাপি যায় না। যে সময়ে মৃদুতপনতাপে মলয়ানিল স্বীয় সৌরভভার মন্দ ২ বহন করে সেই সময়ে ইহারা পুষ্পোদ্যানে বিরাজমান হয়; বৃষ্টি কি প্রবল বায়ুর সঞ্চালন হইলে ইহারা কখন আপন ২ আবাসহইতে বহির্গমন করে না। অতএব সময়ের ক্রমে ও ইহাদের বিচিত্ররূপে ইহাদের দর্শনমাত্র

মন সুপ্রফুল্ল হয়; সুতরাং সামান্য দর্শক-পক্ষে বোধ হয় যে ইহারা শুদ্ধ সুখসৌন্দর্য্যের প্রতিমা: এবং প্রজাপতি-হইতে তদ্দ্বয়ের কদাপি বিয়োগ হয় না। অনুমান হয় এই কারণ বশত এতদ্দেশীয় জনগণে প্রজাপতিকে উদ্বাহ সুখের সূচকত্বে সমন্বয় করেন।

গুরুতর শীত ইহাদিগের অনেকে সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং পৃথিবীর উষ্ণ ও সমকটি বন্ধই ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। ভারতবর্ষ, পারস, অফরিকা এবং অমরিকাদেশে এই জীবের বহু সহস্র বংশ প্রচার আছে। পরন্তু, দক্ষিণ অমরিকার পিরু দেশ এ বিষয়ে প্রধান। বহুতর সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রজাপতি ঐ দেশে যে প্রকার বাহুল্য প্রাপ্য, এমত আর কুত্রাপি নহে। এই জীব-বংশের সঙ্খ্যা কত তাহা অদ্যাপি নিরূপণ হয় নাই; বোধ হয় পাঁচ সহস্রের ন্যূন হইবেক না। এই পাঁচ সহস্রের প্রায় তিন সহস্র বংশের বিবরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব-সকলের অর্থাৎ পশুদিগের অবয়ব তাহাদের মাতৃগর্ভে সঞ্চার হয়, এবং যে আকৃতিতে তাহাদের জন্ম হয়, সেই গঠন তাহাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকে; আয়তন ও ভঙ্গির ভেদ হয়, বটে; কিন্তু স্থূল-গঠনের কোন ভেদ বা অন্যথা নাই। পক্ষিদিগের শরীর তদ্রূপ নহে। তাহাদের জন্মমৃত্যুর মধ্যে আকৃতি ভেদ হয়। প্রথমতঃ তাহারা মাতৃগর্ভহইতে অণ্ডরূপে ভুমিষ্ঠ হইয়া, সেই অণ্ডমধ্যে অণ্ডপুষ্পরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পক্ষির আকৃতি প্রাপ্ত হওত ঐ অণ্ডহইতে নির্গত হয়। জীব শ্রেণিমধ্যে প্রজাপতি পক্ষি-হইতে অতি কনিষ্ঠ, এবং তাহাদের আজন্ম-মৃত্যুকাল মধ্যে তিন বার অবয়বের ভেদ হয়। প্রথমতঃ ইহারা অণ্ডাকারে জন্ম গ্রহণ করে। প্রজাপতিরা ঐ অণ্ড বৃক্ষপল্লবোপরি প্রসব করত তাহা কিঞ্চিৎ আঠাবিশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা কোন পত্রে সংলগ্ন করিয়া প্রস্থান করে; অপত্য প্রতিপালনের জন্য কোন চেষ্টা করে না; ফলতঃ অনেকে অণ্ড প্রসব করিবার কিঞ্চিৎকাল পরেই প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু তাহাতে অণ্ডের কোন হানি হয় না। সূর্য্যের উত্তাপানুসারে ১০।১২ দিবস মধ্যে, অথবা শীতকালে ৫।৬ মাস কাল পরে ঐ অণ্ড প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাহইতে এক ২ টি কীট নির্গত হয়। ঐ কীটাকার প্রজাপতিদিগের দ্বিতীয় অবস্থা। ৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের উর্দ্ধ ভাগে 1,2,3,4,5,6,7, চিহ্নে এই কীটাকার অঙ্কিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় রেশমের চাসিরা উত্তাপক্রমে অণ্ড প্রস্ফুটিত হয় এ বিষয় বিশেষ জ্ঞাত থাকাতে শীতল স্থানে রাখিয়া তাহারা এক বৎসরের অণ্ডকে পর বৎসরে প্রস্ফুটিত করিতে পারে। কার্ত্তিক-মাস-জাত অণ্ডদ্বারা চৈত্র মাসে গুটী প্রস্তুত করা সর্ব্বত্র রীতি আছে। চাসিরা সকলেই কহিয়া থাকে "কার্ত্তিক বন্দের বীজে চৈত্র বন্দে রেসম হয়"। কীটগণের অধিকাংশের শরীর কেশদ্বারা মণ্ডিত হয়, এবং তাহা হইলে তাহাদিগকে "শুঁয়াপোকা" শব্দে কহা যায়। ক্রমিক ভোজন করাই এই অবস্থার মুখ্য কর্ম্ম; এবং তাহাতে এই কীটেরা অনবরত নিযুক্ত থাকিয়া অনেকে একদিবস-কাল-মধ্যে তাহাদের শরীরের দ্বিগুণ পরিমাণ পত্র ভক্ষণ করে। সুতরাং কৃষকেরা শুঁয়াপোকাকে তাহাদের পরম শত্রুরূপে গণ্য করে।

কিয়দ্দিবস এই প্রকারে পত্রাহার করত এই শুঁয়াপোকারা আপনাদিগের প্রদীপ্ত-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট কীটাকার ও চঞ্চল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া স্পন্দ রহিত, চৈতন্য-রহিত, জড়াকারে নত হয়। এই গঠনের ছবি পুর্ব্বোক্ত চিত্রের অধোভাগে 1,2,3,4,5,6,7, চিহ্নে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার নাম "গুটীপোকা"।

কীট ভেদে এই গুটীর বস্তু ও বর্ণভেদ হয়। কোন২ গুটীর বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণাভবিশিষ্ট; অপরের বর্ণ রজতবৎ; কাহার রঙ্গ নানাবর্ণে বিচিত্রিত। অনেক গুটীর পদার্থ শুএময়; যথা রেসমের গুটী এবং তসরের গুটী। জাতিভেদে ও ঋতুভেদে গুটীর পরমায়ুর ভেদ হয়। গ্রীষ্মকালে ১০। ১২ দিবস মধ্যেই তাহাদের অবয়বের পরিবর্ত্তন হয়। শীতকালে ৪।৫ মাসেও ঐ ঘটনা সুসম্পন্ন হয় না। পরন্তু যথাকালে এই গুটীতে শরীর পরিপক্ক হইলে সুচারু পক্ষ চতুষ্টয় বিশিষ্ট শরীর ও মনোহর বর্ণে বিচিত্রিত হইয়া প্রজাপতি স্পন্দ-রহিত জড়বৎ গুটীহইতে নির্গত হয়। ইহা তাহাদের অন্তিম অবস্থা; এবং এই অবস্থায় তাহারা যথাকাল স্ব২ জীবনের কর্ম্ম নিষ্পাদন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এতৎপ্রযুক্ত ইংরাজ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই জীবদিগের শ্রেণিবর্গাদি নিরূপণ করণার্থে ইহাদের এই শেষ অবস্থায় যে সকল লক্ষণ প্রতীত হয় তাহার প্রতি বিশেষ অনুসন্ধান করেন।

প্রজাপতিদিগের সমষ্ট্যাখ্যায় “শল্ক পত্র” শব্দ ব্যবহার আছে; কারণ এই শ্রেণিস্থ প্রায় সমস্ত জীবের পক্ষ একপ্রকার শল্কদ্বারা আবৃত হয়। ঐ শল্ক অতি সূক্ষ্ম রেণুর ন্যায় বোধ হয়; কিন্তু তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দর্শিত হইলে অবিকল মৎস্য-শল্কের ন্যায় প্রতীত হয়; এবং যেমন মৎস্য-দেহে ঐ আঁইস্ শ্রেণীপূর্ব্বক একাংশদ্বারা ত্বচে আবৃত থাকে, প্রজাপতি পক্ষেও তদ্রূপ। এই রেণুবৎশল্ক প্রজাপতির ডানায় দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট থাকে না, সুতরাং ডানা স্পর্শ করিলেই ঐ রেণু-সকল অঙ্গুলিতে লিপ্ত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শল্ক-সকল অতি সূক্ষ্ম। লিউয়েনহুক্ সাহেব বিশেষ সাবধান পূর্ব্বক নিরূপণ করিয়াছেন যে একটা রেশম জনক (কৌষেয়) প্রজাপতির ডানায় চতুর্লক্ষাধিক শল্ক থাকে। কোন প্রজাপতির ডানার প্রতি ১।। অঙ্গুলি স্থানে ১,৮০,৭৩৬ রেণু দৃষ্ট হইয়াছে। প্রজাপতি ডানার আদিম বর্ণ শুক্লাভ-স্বচ্ছ, এবং এই রেণুদ্বারাই প্রজাপতির ডানা বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত হয়। ঐ রেণু নির্ম্মোচন করিলে ডানা আপন আদিম বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীমধ্যে যে২ প্রকার বর্ণ মনুষ্য-নয়নগোচর হইয়াছে তাহা সকলই প্রজাপতি ডানায় প্রতীত হয়; এবং ঐ সকল বর্ণ ভিন্ন২ প্রজাপতিতে এমত অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় প্রকারে মিলিত হয়, যে তৎসমুদয়ের বিবরণ লিপি-বদ্ধ করা অত্যন্ত দুরূহ; এবং তাহা সুসম্পন্ন হইলেও পাঠক মহাশয়দিগের তাদৃশ সন্তোষকর হইবেক না, অতএব সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাকাই কর্ত্তব্য।

প্রজাপতিরা তরল দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করে না; এবং তদ্ভক্ষণার্থে তাহাদের মুখোপরি এক২ দীর্ঘ শুণ্ড হয়। ঐ শুণ্ডদ্বারা ইহারা পুষ্প গর্ভহইতে মধুশোষণ করে; এবং যখন মধু গ্রহণের প্রয়োজন না থাকে, তখন মস্তক সম্মুখে ঐ শুণ্ডকে কুণ্ডলী করিয়া রাখে।

প্রজাপতির শরীর তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়; ১, মস্তক; ২, কবন্ধ; ৩, বস্তিদেশ। মস্তক তাহাদের দেহের সর্ব্বত্রহইতে দৃঢ়। কবন্ধ ঐ মস্তকহইতে কিঞ্চিৎ কোমল; এবং বস্তি দেশ সর্ব্বাপেক্ষা কোমল। ইহাদিগের পদসংখ্যা ৬; এবং ঐ পদ সকল কবন্ধে সংলগ্ন থাকে। এই পদ সকলই পরিক্রমণযোগ্য নহে। প্রায় অনেক প্রজাপতিতে পুরোবর্ত্তি পদদ্বয়অতি খর্ব্ব হয়, ও ভুমি স্পর্শ করে না; এবং কোন২ প্রজাপতিতে পুরোবর্ত্তি পদ চতুষ্টয়ও ঐ প্রকার খর্ব্ব হয়। পদ-সকলের ঊর্দ্ধ্বভাগ কেশদ্বারা মণ্ডিত, এবং অধোভাগ কণ্টকযুক্ত হয়।

খ
গ
ক
জ
ঝ
ঘ
ঙ
চ
ছ
ঞ
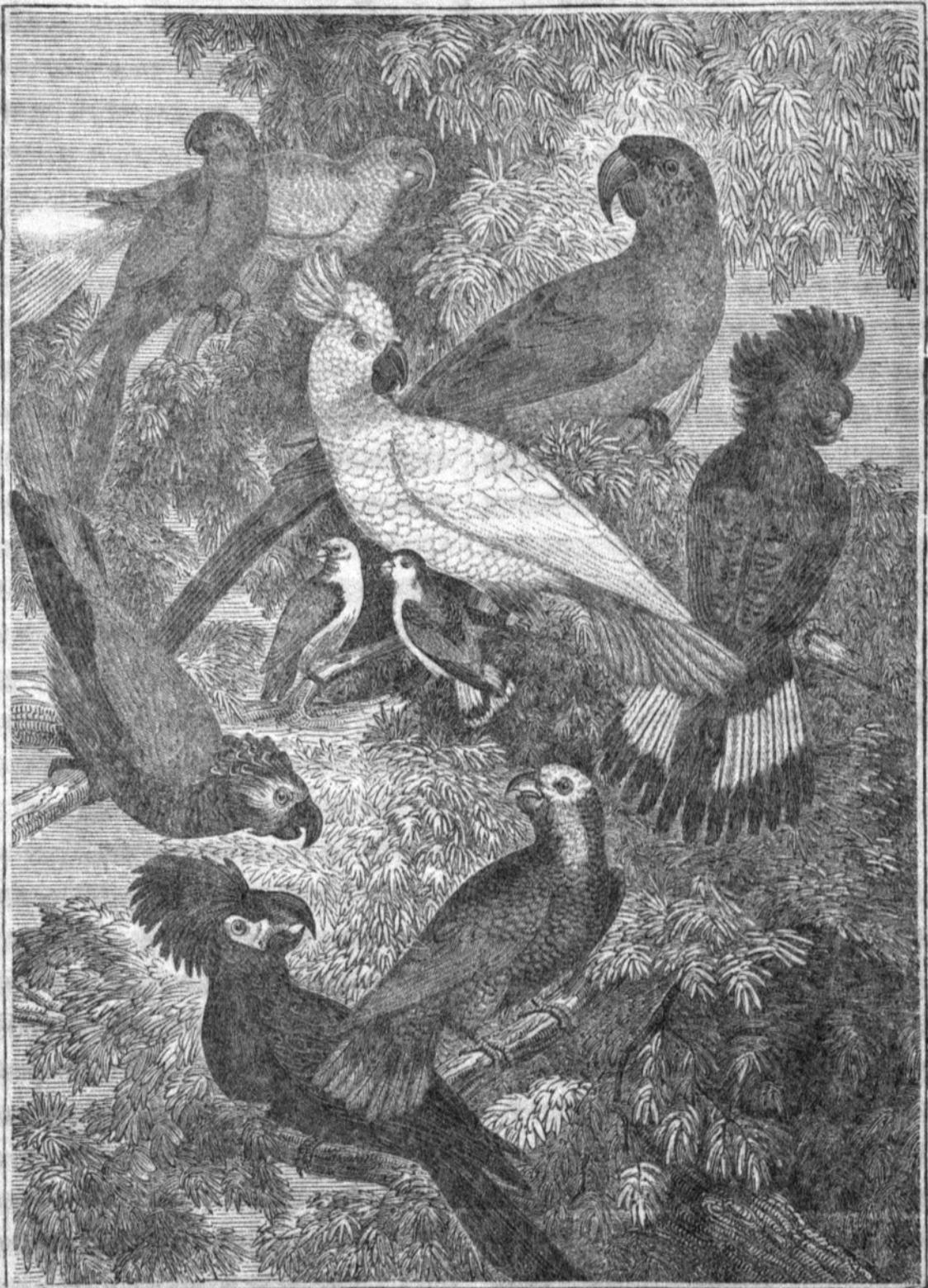
শৌকেয় শ্রেণিস্থ পক্ষিগণের বিবরণ।

শুক পক্ষিকে কে না দেখিয়াছে? ইহার সৌন্দর্য্য ও স্বরানুকরণ-ক্ষমতা প্রযুক্ত কোন্ গৃহে ইহা সমাদৃত না হইয়াছে! কি দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর কি ধনবানের অট্টালিকা সর্ব্বত্রই শৌকেয় পক্ষিরা তুল্যরূপে আদরণীয় হয়। দরিদ্রের অল্প মূল্যের টিয়া পক্ষী, মধ্যবীত গৃহস্থদিগের তদপেক্ষায় অধিক মূল্যের মদনা বা চন্দনা, এবং ধনবান ব্যক্তিদের বহু-মূল্যের লালমোহন, হিরামোহন, বা কাকাতুয়া, সকলই এক শ্রেণিস্থ পক্ষী; এবং স্বরানুকরণক্ষমতার নিমিত্তে ইহারা সকলেই প্রেমাহ হইয়াছে। পরন্তু কেবল ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিরা ইহাদিগকে প্রিয় মানে, এমত নহে; পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলেই শুক বংশের সমাদর করিয়া থাকে; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা এই শ্রেণিস্থ পক্ষিদিগের পোষণে সর্ব্বদা অনুরত হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশের রাজ মহিষীরা ভারতবর্ষহইতে উত্তম মদনা ও চন্দনা পক্ষি-প্রাপ্ত্যর্থে বহু-ব্যয় স্বীকার করিত; এবং অধুনা কলিকাতাস্থ অনেকে দক্ষিণ অমরিকা দেশের এক২টি উৎকৃষ্ট শুক পক্ষির নিমিত্তে ৫০০ টাকা দিতে উদ্যত আছে। এই শুক শ্রেণিস্থ সমস্ত জীবদিগের চঞ্চূর্দ্ধ্ব-খণ্ডের অগ্রভাগ নত হইয়া থাকে, এই কারণ বশত ইহাদিগকে সংস্কৃত শাস্ত্রে “বক্রতুণ্ড” শব্দে কহে; এবং এই লক্ষণ-দ্বারা এতৎ শ্রেণিস্থ প্রাণিদিগকে নিরূপণ করা অতি সুসাধ্য।

এই খণ্ডের আর এক বিশেষ লক্ষণ এই যে উহারা গতিবিশিষ্ট ও উহার মূল পক্ষ-রহিত ত্বচে আবৃত থাকে, এবং ঐ ত্বচের উপরি গোলাকার নাসিকা দৃষ্ট হয়। চঞ্চ্বধঃ-খণ্ডের অগ্রভাগ উর্দ্ধাভিমুখ হইয়া থাকে; এবং শুক পক্ষিরা চঞ্চু খণ্ডদ্বয়ের দ্বারা গুবাক্ ছেদক জাঁতির ন্যায় অনায়াসে অতি কঠোর ফল-সকলকে ভগ্ন করত ভক্ষণ করে। গৃহপালিত শুক পক্ষিরা সর্ব্বদা ভোজনার্থে কোমল দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের চঞ্চু উত্তমরূপে ব্যবহৃত না হইবায় উহা বিকৃতাকার বৃহৎ হয়; এবং শুক পক্ষিরা ইহার সদুপায় করণার্থে সর্ব্বদা আপন ২ তুণ্ড কর্ত্তন করে। শুক পক্ষির অঙ্গুলি সংখ্যা চারি; তন্মধ্যে দুই অঙ্গুলি, পুরোবর্ত্তি এবং তাহাদের মূলের কিয়দংশ ত্বচে আবৃত; অপর অঙ্গুলীদ্বয় পশ্চাদ্বর্ত্তি এবং তাহাদের মূল সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

ইহারা সকলেই উষ্ণদেশপ্রিয়, অতএব পৃথিবীর উষ্ণ কটিবন্ধের সর্ব্বত্র প্রাপ্য; পরন্তু ইহারা উড্ডীয়মান হইয়া বহু দূর গমন করিতে অক্ষম, সুতরাং উষ্ণকটিবন্ধের এক প্রদেশের শুক বংশের সহিত অপর প্রদেশের বংশের সংসুব হয় নাই।

শৌকেয় শ্রেণী সাত বংশে বিভক্ত হয়; এবং ঐ সাত বংশে ১৭০ প্রকার পক্ষী আছে। এই সকল বংশের মধ্যে ছয় বংশের অবয়ব পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইয়াছে, এবং তাহাদের অসাধারণ লক্ষণ এই। প্রথম; কাতুর বংশ। ইহাদের নয়নের অধঃস্থ ত্বক পক্ষ রহিত; এবং ইহাদের পুচ্ছ দীর্ঘ এবং তাহার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হয়; যথা কাতুর পক্ষির (ক চিহ্নে দেখুন)। দ্বিতীয়, বাঙ্গনু বংশ। ইহাদের গাল পক্ষদ্বারা আবৃত থাকে, এবং ইহাদের পুচ্ছ থাক থাক। খ এবং গ চিহ্নে এই বংশস্থ পক্ষিদ্বয়ের অবয়ব দৃষ্ট হইবেক। তৃতীয়, শুকটি বংশ। এই বংশে অতি ক্ষুদ্র ২ শুক পক্ষি-সকল নির্ণীত হয়; এবং তাহাদের পুচ্ছ খর্ব্ব, এবং তাহার অগ্রভাগ বর্ত্তুলাকার। যথা লট্‌কণ্ পক্ষির। ঘ এবং ঙ চিহ্নে এই বংশস্থ পক্ষির আকৃতি দৃষ্ট হইবেক। চতুর্থ; টিয়া বংশ।

এতদ্ বংশে টিয়া, মদনা, চন্দনা, কাক্লা, ফরি-য়াদি, রায়তোতা, মদনগৌর ইত্যাদি পক্ষি-সকল নির্ণীত হয়। পঞ্চম; কাকাতুয়া বংশ। ইহাদের প্রধান লক্ষণ তাহাদের ইচ্ছাধীন-নমনীয় চূড়া, এবং খর্ব্ব, কোণ-বিশিষ্ট পুচ্ছ। জ চিহ্নে সামান্য কাকাতুয়ার অবয়ব দৃষ্ট হইবেক। ষষ্ঠ বংশের প্রধান লক্ষণ তত্রস্থ পক্ষিদিগের পক্ষরহিত গাল, এবং ইচ্ছানুসারে নমনীয় চূড়া। ঞ চিহ্নে "গোলিয়াথ" নামক এই বংশীয় পক্ষিবিশেষের আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। এই সকল পক্ষিদিগের বিশেষ বিবরণ এই ক্ষণে বক্তব্য নহে; কারণ পাঠক মহাশয়েরা ইহাদের অনেকের বিবরণ উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন, সুতরাং তাহার ব্যাখ্যাতে বৃথা কালক্ষেপ হইবেক।

শুক পক্ষিরা অতি দীর্ঘজীবী হয়। ইহার কোন২ বংশস্থ পক্ষী শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিতমান ছিল এমত প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লে-বেলাণ্ট সাহেব লেখেন যে অমস্তরডম্ নগরে হুইসর নামক জনৈক সাহেবের গৃহে একটা শুক পক্ষী দেখিয়াছিলেন; তাহা ঐ ব্যক্তির নিকট দ্বাত্রিংশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ছিল; এবং তৎপূর্ব্বে উক্ত সাহেবের খুল্যতাতের গৃহে উহা ৪১ বৎসর কাল যাপন করিয়াছিল। সুতরাং যখন লে-বেলণ্ট সাহেব তাহাকে দেখিয়াছিলেন তখন তাহার বয়ঃক্রম ৭৩ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। ষষ্টি বৎসর কাল-পর্য্যন্ত এই পক্ষী অতি স্পষ্ট২ ধ্বনিতে নানাবিধ বাক্য উচ্চারণ করিত; উচ্চৈঃস্বরে তদ্বাটাস্থ ভৃত্যদিগকে ডাকিত, এবং তাহার প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহার পাদুকা আনয়ন করিত। তৎপরে ক্রমশঃ তাহার স্মৃতির হ্রাস হয়, এবং সে জড়তা প্রাপ্ত হয়। ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই পক্ষী প্রতিবর্ষে একবার করিয়া পক্ষপরিবর্ত্তন করিত, কিন্তু তৎপরে আর পক্ষপরিবর্ত্তন হয় নাই; এবং ইহার পুচ্ছের রক্ত-বর্ণ পক্ষ-সকল পীত-বর্ণবিশিষ্ট হইয়াছিল।

শুক শ্রেণিস্থ পক্ষিদিগের স্বরানুকরণ ক্ষমতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। রাধাকৃষ্ণাদি শব্দ প্রায় সকল শুকেতে উচ্চারণ করিয়া থাকে; এবং কোন২ শুক পক্ষী অনায়াসে সুদীর্ঘ গীত তালমান সহ উচ্চারণ করিতে পারে। সেল্বরণ নগরে কর্ণেল্ ওকেলি নামা সাহেবের একটা হিরামোহন পক্ষী ছিল। ঐ পক্ষী পঞ্চাশৎ ভিন্ন২ গীত গাইতে সক্ষম ছিল, এবং ঐ গীত-সকল গান করণ সময়ে তাহার পদদ্বারা তাল নিরূপণ করিত। গীতের শব্দ সকল অতি স্পষ্টরূপে উচ্চারণ বিষয়ে তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল; কদাপি কোন ভ্রম করিত না। এই পক্ষী "পোল" নামে বিখ্যাত ছিল; এবং ইহার পক্ষপরিবর্ত্তন সময়ে কেহ ইহাকে গান করিতে আজ্ঞা দিলে সে গান না করিয়া কহিত "পোল পীড়িত আছে"।

শিখ ইতিহাস।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

গুরু অর্জ্জুনের পরলোক সময়ে তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্র গুরুপদ প্রাপ্ত হইবার অযোগ্য হইবেক এই বোধে তাঁহার ভ্রাতা পৃথ্বীচন্দ্র শিখদিগের গুরু হইতে সম্যক যত্নবান হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অর্জ্জুনের বিশ্বাসঘাতক, এই অপবাদ প্রচার থাকায় তাঁহার মানস সিদ্ধ হইল না; এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র হরগোবিন্দ গুরু পদে অভিষিক্ত হয়েন।

একাদশ বর্ষ বয়স্ক হরগোবিন্দ গুরুপদ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার পিতার বৈরনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হই-

য়া আদৌ চণ্ডুশাহের বিনাশ করিলেন। কেহ কেহ কহে যে এই কর্ম্ম তিনি মন্ত্রণা কৌশলে দিল্লির পাদশাহদ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন; অপরে কহে যে স্বদেশের নিয়মোল্লঙ্ঘন করত স্বহস্তে আপন পিতার শত্রুকে ধ্বংস করেন। সে যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে যে গুরুপদ প্রাপ্ত্যনন্তর কেবল স্বধর্ম্ম প্রচারে প্রবর্ত্ত না থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে হরগোবিন্দ যুদ্ধ ব্যবসায়ের অনুগামী হইয়াছিলেন। শিখদিগের প্রথম পঞ্চগুরু কেবল ধর্ম্ম বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। হরগোবিন্দ তন্নিয়মের অনুবর্ত্তী না হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়ায় আদৌ তাঁহার এই মানস ছিল যে তাঁহার পিতার শত্রুদিগকে দমন করিবেন; কিন্তু তাঁহার পিতার শত্রু শাসন করিতে ২ স্বয়ং শত্রুদ্বারা বেষ্টিত হইলেন; সুতরাং তাহাদের দমন চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাতে অস্ত্র ব্যবসা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ নানক কি অর্জ্জুনের ন্যায় নিরামিশভোজী ধর্ম্মপ্রদর্শক হইয়া কালযাপন করাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। মৃগয়া, মাংসাহার, এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি সর্ব্বদা অনুরত থাকিতেন, এবং তত্তৎকর্ম্মই তাঁহার মনোরম ছিল। পূর্ব্ব ২ শিখ গুরুরা শিষ্য-গ্রহণ সময়ে তাহাদের আচরণের পরীক্ষা লইতেন; হরগোবিন্দ তন্নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া, হত্যাকারী, সমরক্ষেত্র হইতে পলাতক, তস্কর ইত্যাদি নানা বিধ দুষ্কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকে আপন দলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তিরা নূতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া আপন ২ আচরণের পরিশোধনার্থে উৎসুক যত হউক বা না হউক, সকলেই গুরুর আজ্ঞা পালনে ও তাঁহার মঙ্গল চেষ্টায় তৎপর হইয়াছিল; এবং ইহাদিগ-দ্বারা রক্ষিত ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া হরগোবিন্দ নিয়ত সমরপরায়ণ থাকিতেন। ইহাঁর ৩০০ অশ্বারূঢ় সহচর, ও ৮০০ অশ্ব ছিল, এবং তদ্ভিন্ন তাঁহার দেহ রক্ষার্থে ষষ্টি জন বন্দুকধারি সৈন্য সর্ব্বদা তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিত।

গুরুর এতদ্রূপ আচরণ দৃষ্টে শিষ্যেরাও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। সুতরাং পূর্ব্বে যে শিখেরা নিরহ, পারত্রিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি, ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, অধুনা তাহারা মাংসাশী ও মৃগয়া এবং যুদ্ধানুরত হইল।

গুরুপদ-প্রাপ্তির কিয়ৎ কালপরে জহাঙ্গির পাদশাহের সহিত হরগোবিন্দের প্রণয় হয়, এবং কএক বৎসর এই প্রেম-ডোরে বদ্ধ থাকিয়া তিনি পাদশাহের নিকট বাস করিয়াছিলেন। যখন জহাঙ্গির কাশ্মীরদেশে যাত্রা করেন তখন ইনি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উগ্র ও অস্থির স্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা রাজার অন্যমত কর্ম্ম করিতেন; এবং তাঁহার সহচরেরাও অহরহ রাজনিয়মের অত্যাচার করিত। এই সকল কারণ প্রযুক্ত জহাঙ্গির তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের যে অর্থ দণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা আদায় করণাভিপ্রায়ে হরগোবিন্দকে গোয়ালিয়র নগরের দুর্গে কিয়ৎকালের নিমিত্তে কারারুদ্ধ করিলেন।

১৬৮৪ সংবতে জহাঙ্গিরের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার পুত্র শাহজহান ভারতভূমির রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ঐ রাজকুমারের শাসনে জনগণ সকলেই অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং রাজ্যমধ্যে অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হয়; সুতরাং আক্‌বর বাদশাহের বিশাল রাজ্য ক্রমশ হ্রাস পাইতে লাগিল। এই সময়ে হয়ব্যবসায়ী জনৈক শিখ তুর্কিস্তান দেশহইতে পঞ্জাব দেশে কয়েক টা অশ্ব আনয়ন করে। কথিত আছে যে ঐ অশ্বের সৌন্দর্য্য দৃষ্টে লুব্ধ হইয়া সাহজহান্ পাদশাহ তাহা অপহরণ করেন; এবং অপহৃতহয়সকল-হইতে একটা অতি উত্তম তুরঙ্গম লাহোর নগরের বিচারপতি কাজিকে প্র-

দান করেন। হরগোবিন্দ ক্রয় করিবার ছলে ঐ অশ্ব কাজির নিকটহইতে উদ্ধার করাতে তিনি তাঁহার প্রতি কোপান্বিত হন; এবং তদবিলম্বে হরগোবিন্দ তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে, * লইয়া পলায়ন করাতে তাঁহার ক্রোধশিখা একেবারে প্রজ্বলিতা হয়; এবং তাহাঁকে ধৃত করণার্থে মুখ্‌লিস্‌ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে তিনি প্রেরণ করেন। মুখ্‌লিস্‌ খাঁ স্বকার্য্য সাধনে অমৃতসর নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে হরগোবিন্দ পাঁচ সহস্র শিখ-সহচর সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আক্রমণ করত অনায়াসে পরাস্ত করিলেন। ইতি পরে জনৈক শিখ, শাহজহান পাদশাহের অশ্ব শালাহইতে দুইটা উৎকৃষ্ট ঘোটক চৌর্য্য করাতে, রাজসৈন্য হরগোবিন্দকে পুনরায় আক্রমণ করিলেক; কিন্তু শিখগুরুর শৌর্য্য সাফল্যে তাহারা পুনঃ অনায়াসে পরাস্ত হইল।

যদিচ হরগোবিন্দ এতদ্রূপে দুইবার রাজসৈন্যদিগকে পরাজয় করিলেন, তত্রাপি শাহজহানের কোপানলহইতে পলায়ন করা শ্রেয়ঃ বোধে পঞ্জাব দেশ পরিত্যাগ করত শতদ্রু নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে ভটিণ্ডা প্রদেশে লুক্কায়িত থাকেন। কিয়ৎকাল পরে রাজকোপ সাম্য হইয়াছে এই বোধে পাঞ্জাবদেশে প্রত্যাগমন করিলে রাজসৈন্যেরা তাহাঁকে পুনঃ২ আক্রমণ করে; কিন্তু তাহাঁর ঐকান্তিক-প্রভুভক্ত শিষ্য ও সহচরদিগের সাহায্যে ও আপন রণপাণ্ডিত্যে তিনি ঐ আপদ সকলহইতে উদ্ধৃত হইয়া নানাবিধ উপায়দ্বারা শিখ ধর্ম্মের মহোন্নতি ও শিখ সম্প্রদায়ের সংখ্যা সম্যগ্রূপে বৃদ্ধি করত, ১৭০১ সংবতে শতদ্রু-নদী-তটে কীর্ত্তিপুর গ্রামে পরলোক প্রাপ্ত হন।

যদিচ হরগোবিন্দের আধিপত্যে শিখদিগের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি হইয়াছিল, তত্রাপি তিনি স্বয়ং ধর্ম্মমতামত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। শৌর্য্য-গুণের অনুশীলনে তাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অনুরত থাকিত, এবং তাহাদ্বারাই তিনি তাঁহার শিষ্যগণের মনকে ভক্তিরসে বিমোহিত করিয়াছিলেন; এবং সেই অপরা ভক্তিকর্ত্তৃক চালিত হইয়া তাহারাও প্রাণপণে তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছিল। এই ভক্তিদ্বারা কোন২ শিখদিগের অন্তঃকরণ এতদ্রূপ মুগ্ধ হইয়াছিল, যে হরগোবিন্দের মৃত্যু হওয়াতে তাহারা শোকাকুল হইয়া গুরুচিতারোহণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে। নানকের মতানুসারে অদ্ভুত ক্রিয়ার যশোলাভে এই শিখগুরু নিতান্ত বিমুখ ছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার পুত্র গুরুদত্ত কোন সময়ে একটা আহত গোকে সজীব করাতে তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন; এবং তাহাঁকে সন্তুষ্ট করিতে গুরুদত্ত গোর বিনিময়ে আপন প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এতদ্রূপ গল্প হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অতলরায়ের সম্বন্ধেও উক্ত হয়। যদিচ এই গল্প সম্পূর্ণরূপে অলীক, তত্রাপি ইহাদ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তৎসময়ে শিখেরা এবং তদ্গুরুরা অদ্ভুত কীর্ত্তিদ্বারা মুগ্ধ হইত না, এবং তৎক্রিয়া সম্বন্ধে যশস্বী হইবার স্পৃহাও রাখিত না।

হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র হররায় গুরু পদে অভিষিক্ত হন। তিনি পিতামহের পদমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত তাহাঁর কোন মহদ্গুণের অধিকারী হন নাই; সুতরাং ইহাঁর আধিপত্য সময়ে শিখদিগের কোন বিশেষ উন্নতিও হয় নাই। আওরঙ্গজেব এবং দারাশেকোহ নামক শাহজহান পাদশাহের পুত্রেরা যে সময়ে পৈত্রিক রাজ্য প্রাপ্ত্যর্থে বিবাদ করে

* শিখেরা কহে, "তাহার কন্যাকে"।

তৎকালে হররায় দারাশেকোঃর সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সাহায্য গৃহীতা বা সাহায্যকারী কাহারও কোন উপকার হয় নাই; বরং হররায়ের তাহাতে অনিষ্টই হইয়াছিল।

সংবৎ ১৭১৭ অব্দে হররায়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তৎসময়ে তাঁহার রামরায় নামক পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক এক ও হরেকৃষ্ণ নামক ষড়বৎসর বয়স্ক অপর এক পুত্র বর্ত্তমান থাকে। ইতোমধ্যে রামরায় জ্যেষ্ঠ, সুতরাং পিতার উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য ছিলেন; কিন্তু দাসাগর্ভজাত হওয়াতে শিখ সম্প্রদায়ী অনেকে তাঁহাকে গুরুপদে অভিষেক করিতে অসম্মত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেকৃষ্ণকে তৎপদে বরণ করিতে উদ্যত হইল। এই সূত্রে এই ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে এক তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়া উঠিলে তাহার শান্তির নিমিত্তে উভয়েই আওরঙ্গজেব পাদসাহের নিকট প্রার্থনা প্রকাশ করিলেক। যদিচ আওরঙ্গজেব অন্যের ধর্ম্ম সঙ্ক্রান্ত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত ছিলেন না, তত্রাপি শিখদিগের অনুরোধে এ বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়া হরেকৃষ্ণের পক্ষে স্বমত প্রকাশ করিলেন। হরেকৃষ্ণ গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়া সত্বরে লাহোর নগরে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই নগর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সংবৎ ১৭১০ অব্দে বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

রামরায়ের সম্যক্ প্রত্যাশা ছিল যে তাঁহার ভ্রাতার পরলোকানন্তর তিনি স্বয়ং গুরুপদ প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু হরেকৃষ্ণের এমত ত্বরায় মৃত্যু হওয়াতেও তাহাঁর মানস সিদ্ধ হইল না। হরেকৃষ্ণ আপনার চরমাবস্থায় কহিয়া যান যে শিখেরা তাহাঁর উত্তরাধিকারিকে বিতস্তা নদী তটস্থ বক্কালা গ্রামে প্রাপ্ত হইবেক। এই সময়ে ঐ গ্রামে শিখদিগের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের অনেক জ্ঞাতিরা বাস করিত, এবং তন্মধ্যে তাহাঁর অবশিষ্ট পুত্র তেগ-বাহাদুর নানাদেশ পর্য্যটন ও বহুকাল পাটনা নগরে বাসানন্তর অবস্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং সকলে মনে করিল যে হরেকৃষ্ণ তেগ-বাহাদুরের উদ্দেশে ঐ মত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, এবং এই বোধে তাহাঁকেই গুরুপদে বরণ করিলেক। রামরায় এই ঘটনা নিবারণার্থে স্বীয় দলস্থ জন সমূহের সাহায্যে নানা চেষ্টায় বিবৃত হন; এবং দিল্লীশ্বরের নিকট বহুবিধ অপবাদ করিয়া তেগ্-বাহাদুর পঞ্জাব দেশের কুশলনাশক ও শান্তিহন্তারক ইত্যাদি কথা প্রচার করেন। দিল্লীশ্বর এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করত তেগ্-বাহাদুরকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলে, তেহঁ এই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে আপনাকে অশক্ত জানিয়া রাজসদনে উপনীত হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ঐ স্থলে জয়পুরের অধিপতি রামসিংহের সহায়তার কোন শাস্তিভোগ করিতে হইল না; বরং তাহাঁর সহায়কের সমভিব্যাহারে আসাম দেশে যাত্রা করিবার উপায় প্রাপ্ত হইলেন।

কথিত আছে যে আসাম দেশে উপনীত হইয়া তেগ্-বাহাদুর কামরূপের রাজাকে স্বমতে দিক্ষিত করিয়াছিলেন। তৎপরে পঞ্জাব দেশে প্রত্যাগমন করত তস্কর ও দস্যুদিগকে শিখ ধর্ম্মে দিক্ষিত করিয়া স্বয়ং দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু এ ব্যবসায় তাঁহার বিশেষ উপকারি হয় নাই। অল্পকাল-মধ্যেই আওরঙ্গজেব পাদশাহের সৈন্যেরা তাহাঁকে ধৃত করিয়া রাজসদনে লইয়া যায়; এবং রাজাজ্ঞায় সংবৎ ১৭৩১ অব্দে দস্যুবৃত্তির প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহাঁর প্রাণ দণ্ড করে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৩, ফাল্গুণ। [৫ সংখ্যা।
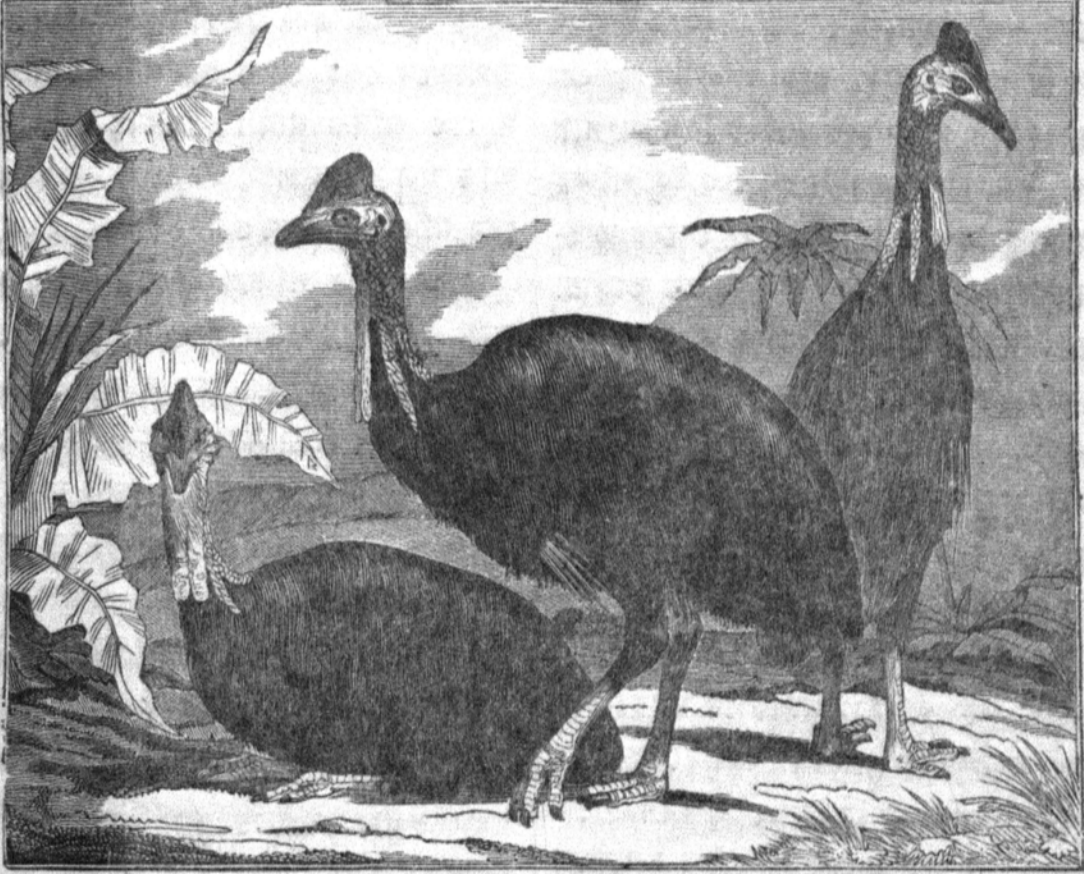
কাস্সোয়ারি পক্ষী।

এতৎপত্রপ্রারম্ভে আমরা যে সকল আশ্চর্য্য জীবদিগের উল্লেখ করিয়াছি তন্মধ্যে কএক প্রকার ডানাহীন পক্ষির প্রসঙ্গ আছে। সম্প্রতি সেই জাতীয় পক্ষি-বিশেষের চিত্র পাঠক মহাশয়দিগের দর্শনার্থে উপরে মুদ্রিত করিলাম। বোধ করি, তদ্দৃষ্টে তাঁহারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন।

এই পক্ষিজাতি পাঁচ বংশে বিভক্ত হয়। প্রথম আরব এবং অফরিকা দেশজ দুই-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট "সুতর্মুর্গ" অর্থাৎ উষ্ট্রপক্ষী। দ্বিতীয়; দক্ষিণ অম-

রিকা দেশজ তিন-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট "রিয়া" নামক তদ্রূপ পক্ষী। তৃতীয়; অস্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপজাত "ইমু" নামে প্রসিদ্ধ পক্ষী (ইহাদের অবয়ব বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের লক্ষ-জ্ঞাপক আবরণ পত্রের বামপার্শ্বে দৃষ্ট হইবেক)। চতুর্থ; নব-জিলণ্ড দ্বীপ-নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র ২ দ্বীপজাত কাস্সোয়ারি পক্ষী। এবং পঞ্চম, অস্ট্রেলিয়া দেশীয় এইক্ষণে অপ্রাপ্য "মোয়া" নামে বিদিত পক্ষী। এই পঞ্চবংশীয় জীব সকলের দেহ পালখদ্বারা আবৃত থাকে, সুতরাং ইহারা পক্ষি-মধ্যে গণ্য হইয়াছে; কিন্তু বিমানে উড্ডীয়মান হইবার যন্ত্র যে ডানা, যাহা পক্ষিদিগের এক অসাধারণ লক্ষণ, তাহা এই জাতির তিন বংশীয় জীবদিগের নাই। কেবল সুতর্মুর্গ ও ইমু পক্ষির ডানা আছে; কিন্তু তাহা উহাদের দেহের তুলনায় এমত ক্ষুদ্র এবং অপটু যে তাহাতে তাহারা ঊর্দ্ধ গমন করিতে কদাপি পারে না; ফলতঃ উড্ডীয়মান হওন বিষয়ে ইহাদের ডানা থাকায় ও না থাকায় তুল্য হইয়াছে।

মুদ্রিত চিত্রে চতুর্থ বংশীয় জীবদিগের অর্থাৎ কাস্সোয়ারির আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। এই কাস্সোয়ারি পক্ষির পরিমাণ প্রায় ৩।।০ হস্ত উর্দ্ধ। ইহাদের পদদ্বয় দীর্ঘ, এবং এতদ্রূপ বলবান যে পদাঘাতদ্বারা এই পক্ষিরা অনায়াসে মনুষ্যকেও ভূমে নিপাত করিতে পারে। ইহাদিগের দেহ স্থূল, এবং কেশবৎ অতি সূক্ষ্ম, কৃষ্ণবর্ণ পক্ষে আবৃত থাকে। ঐ পালখ কাস্সোয়ারির গলদেশে ও মস্তকে দৃষ্ট হয় না। ঐ স্থান সকল কুক্কুটের যে প্রকার মাংসময় চূড়া তদ্রূপ কুঞ্চীকৃত, উজ্জ্বল, রক্তাভ-নীলবর্ণ বিশিষ্ট ত্বচে আবৃত থাকে। কাস্সোয়ারির মস্তকে অস্থি নির্ম্মিত সুদৃঢ় ঈষৎপীত কটাবর্ণাক্ত চূড়া হয়। ঐ চূড়া কাস্সোয়ারির শাবকে দৃষ্ট হয় না; বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার ক্রমশঃ প্রকট হয়। পরন্তু ঐ চূড়া মস্তকের অস্থিহইতে পৃথক নহে; অতএব ইহা চূড়াপদ বাচ্য হইতে পারে না; মস্তকের অবয়ব গত ভেদ কহাই কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাস্সোয়ারির ডানা নাই। ঐ ডানার পরিবর্ত্তে তাহাদের প্রতি পার্শ্বে পাঁচটা কৃষ্ণবর্ণ শলাকা দৃষ্ট হয়; এবং তাহা এই পক্ষিদিগের আয়ুধ বিশেষ। তাহারা ঐ অস্ত্রদ্বারা পরস্পর প্রচণ্ড আঘাত করে। স্বভাবত এই পক্ষিরা অতি শ্লথ। ইহাদিগের ধ্বনি অতিকর্কশ, এবং মাংস কঠোর এবং বিস্বাদ। এই প্রযুক্ত ইহাদের উপার্জনে কেহ প্রবৃত্ত হয় না। ইহাদের ব্যক্তি সঙ্খ্যাও অধিক নহে। ইহাদের আবাস স্থানেও অতি অল্প সঙ্খ্যক পক্ষী এককালে দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের গতি অশ্বহইতেও দ্রুত।

কাস্সোয়ারি পক্ষিরা ফলমূল ভক্ষণ করে, এবং প্রাপ্ত হইলে কোমল মাংসও গ্রহণ করে। গৃহপালিত কাস্সোয়ারি প্রত্যহ দুই সের পরিমাণ রুটিকা ভক্ষণ করে। কাস্সোয়ারির অণ্ড প্রায় অষ্টাঙ্গুলি দীর্ঘ; এবং তাহার বর্ণ অপক্ক বাতাবি নেবুর তুল্য। এতৎ পক্ষিরা ঐ অণ্ড ভূমিতে প্রসব করত বালুকাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রজনীযোগে তাহাকে তা দেয়; এবং এতদ্রূপে অষ্টাবিংশতি দিবস ক্রমাগত তা দিয়া তাহাদিগকে প্রস্ফুটিত করে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত সৎকাব্য অতি অল্প প্রকাশ হইয়াছে, অথচ "ইহাতে অভিপ্রায় সকল উত্তমরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; সংস্কৃত বাক্যই ইহার আকর; ইহা অতি মধুর এবং সরল; ভারতবর্ষে যে সকল উৎকৃষ্ট ভাষা

প্রচলিতা আছে তন্মধ্যে এই সুসাধ্বী ভাষা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্টা”। যাদৃশ কৃষকেরা উত্তম ভূমিতে উত্তম বৃক্ষের বীজ বপন না করিয়া অধম মহীলতার অঙ্কুর রোপণ করিলে তাহাদের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, ভূমির কোন অপরাধ দেওয়া যাইতে পারে না, তাদৃশ বঙ্গভাষায় সৎকাব্য প্রকাশের প্রয়াস পরিহারপূর্ব্বক অশ্লীল পদবিন্যাসদ্বারা কেবল রচকদিগের মূর্খতা প্রকাশ হইয়াছে; ভাষার প্রতি কোন দোষার্পণ করা যাইতে পারে না। অপিচ কেহ২ কহেন বাঙ্গালা ভাষার শক্তির অল্পতা দেখা যায়, এবং এইক্ষণে ইহার যে রূপ অবস্থা ইহাও এক প্রকার অসম্পূর্ণা কহিতে হইবেক।

যাদৃশ বঙ্গভাষায় সৎকাব্যের অল্পতা সেই রূপ কবিতার দোষ গুণ বিচারেরও অভাব সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইতেছে। অনেকে তাহার প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ অজ্ঞতাভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে কোন২ সুশিক্ষিত ব্যক্তিকেও তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য দেখিতে পাই, বোধ হয় তাঁহারা ইহার রসাস্বাদনে সমর্থ না হইবেন। ফলতঃ বঙ্গ দেশে এ পর্য্যন্ত সাধারণের অন্তঃকরণে দেশভাষার দোষ গুণ বিচারের আবির্ভাব হয় নাই; ইহা যে দিবস হইবে সেই দিবসকে আমরা এতদ্বিষয়ে জগদীশ্বরের অনুগ্রহের প্রথম দিন বলিয়া গণনা করিব। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবিত ব্যাপার লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলে রামপ্রসাদ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এ প্রকার জনশ্রুতি আছে যে তিনি মহারাজের নিকটে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হিসাব বহিতে কতিপয় পদাবলি গীত রচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন। গুণজ্ঞ রাজা তাহা জ্ঞাত হইয়া ও ঐ গীত পাঠে পরিতৃপ্ত হওত তাঁহাকে “মহাশয়” উপাধি প্রদান পূর্ব্বক স্বালয়ে প্রেরণ করিলেন; এবং তাঁহার মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। জয়দেব, তুলসীদাস ও অপরাপর কবিদিগের ন্যায় রামপ্রসাদ সেনের অনেক অলৌকিক বৃত্তান্ত প্রচার আছে। তিনি সিদ্ধ পুরুষরূপে এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে, কাশীহইতে অন্নপূর্ণা তাঁহার গান শ্রবণ করিতে আগমন করিয়াছিলেন; এবং মৃত্যুকালে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রামপ্রসাদ সেনের পদাবলি গানের সংখ্যা করা সুদুরূহ। কেহ২ অনুমান করেন, যে তাহা এক লক্ষ হইবেক; কিন্তু দশ সহস্র পদ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন; অতএব এ অনুমান অমূলক জ্ঞান হয়। হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ সুরদাস এক লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র পদ রচনা করেন। তাহা সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং হিন্দুস্থানি লোকদিগের তাহাতে অত্যন্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রযুক্ত তাহার ষষ্টি সহস্র পদ মুদ্রিত হইয়াছে; এবং যদিও তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তথাচ কবিদিগের সম্রাট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন *।

বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস অতি প্রাচীন বোধ হয়। তিনি প্রসিদ্ধ রামায়ণের অনুবাদ করেন। তৎপরে কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, ও বহুকাল পরে ইদানীন্তন রাধামোহন সেন কবি হইয়াছিলেন; এবং এই কবি-শ্রেণি-

* সুর সুর তুলসী শশি উড়গণ কেশব দাস।
অবকে কবি খদ্যোত সম যাঁহা তাঁহা করহি প্রকাশ।

মধ্যে রামপ্রসাদ সেন ও অবশ্য গন্য হইতে পারেন।

রামপ্রসাদ সেনের রচনা-রীতি অনেকে অবগত নহেন। বাঙ্গালা ভাষার অনুশালনকারী মহাশয়েরা এবিষয় যথার্থ জ্ঞাত থাকিতে পারেন; কিন্তু সাধারণে তাঁহার ভাষা কোমল বলিয়া হেয় করেন। ফলতঃ রামপ্রসাদের পদাবলি অত্যন্ত কঠোর, এবং তাহার স্থানে২ অনেক কূটার্থ আছে, যাহার অর্থ সঙ্গতি হওয়া অধুনা সহজ নহে। অপর তাঁহার ভাষা অত্যন্ত তেজস্বী; এবং তাহাতে অভিপ্রায় সকলও উত্তমরূপে ব্যক্ত আছে। পশ্চাল্লিখিত পদের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইবে।

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদা সুখী;
তনু তনু নিরখি অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ; রামা রণে কে?
শিশু শশধর ধরা, সুহাস মধুরাধরা;
প্রাণ ধরা, ভার ধরা, আলো করিয়াছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর, দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কার বলকে।
রামা অগ্রগণ্যা, কার কন্যা, কিবা অন্বেষণে,
রণে বিবসনা।
সঙ্গে কি বিকৃতি প্রলা, নখকুলা দন্তর্দ্ধলা; ঢ়ু
আলোচুলা গায়সুলা, ভয় কর হে।
কবি রামপ্রসাদ দাসে ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে;
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বল্যাছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা;
তবেগো তোমায় উমা মা বলিবে কে॥

বঙ্গভাষার কবিতায় দ্ব্যক্ষরি মিলনের সৃষ্টি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন কবি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে, রচনার চাতুর্য্য আধুনিক কবিদিগের মধ্যেই প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এবং এই নিয়মানুসারে বোধ হয় যে রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায়, যদিও উভয়েই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তত্রাপি কবিরঞ্জন প্রথমতঃ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কেবল একাক্ষরী মিলন প্রচলিত ছিল; এবং তিনি তদনুসারেই লিখিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি যে দ্ব্যক্ষরি মিলন প্রদানে অসক্ত ছিলেন এমত নহে; যেহেতু যমকস্বরূপ উত্তম মিলন তাঁহার পদের মধ্যে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইতেছে।

"ষড় দর্শনে দর্শন মেলে না কে জানে কালী কেমন।
"সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন॥
"তারা পদ্ম বনে, হংস সনে, হংসীরূপে, করে রমন।
"প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন॥
"আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝেনা,ধরিবে শশি হয়ে বামন।
"কে জানে কালী কেমন॥"

বোধ হয় সংস্কৃত এবং হিন্দি উভয় ভাষাতেই রামপ্রসাদ সেনের ব্যুৎপত্তি ছিল; বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অধিক দৃষ্টি থাকিবেক, তাহার প্রমাণ ষট্চক্রভেদ বর্ণনময় পদাবলি প্রভৃতি পাঠে বিলক্ষন প্রতীতি জন্মে। তিনি শক্তিভক্তি-পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং শিবশাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রের প্রতি তাঁহার সমূহ শ্রদ্ধা ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি অতি নির্ম্মলা ছিল, যেহেতু তিনি ঘোর শাক্ত হইয়াও পুরাকালের জ্ঞানিদিগের ন্যায় অন্তরাত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনাকেই মুখ্য করিয়া কহিয়াছেন।

"কে যাবে জগন্নাথে।
"আনন্দ বাজারে ভাত ভক্তি রাখ তাতে॥
"জগন্নাথ আত্মারাম হৃদয় কন্দরে ধাম।
"দূরে কাঁচ তত্ত্ব কর মহারত্ন হাতে॥
"কে যাবে জগন্নাথে।"

রামপ্রসাদ সেনের রূপক দৃষ্টান্ত অতি মনোহর। তিনি ঈশ্বরকৃত এবং মনুষ্যকৃত সমস্ত পদার্থ সন্দর্শন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব ভাবের পদাবলি সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। তন্নিমিত্তে তাঁহার গানের শরীর এবং পরিমাণ উভয় বৃদ্ধি হইয়াছে। পণ্ডিতেরা কহেন বিধির সৃষ্টি অপেক্ষা কবির সৃষ্টি উত্তম, তাহা সম্যক্ অযথার্থ নহে। কবিরা আপনাদিগের অচিন্তনীয় শক্তিদ্বারা কত কমনীয় পদার্থ সকল সৃজন করিয়াছেন, যাহার আলোচনাদ্বারা চিত্তে অপ্রাপ্য সন্তোষ জন্মে। রামপ্রসাদ সেন মনুষ্যকৃত কৃত্রিম বস্তুর উপমায় নানাবিধ উত্তম গান প্রস্তুত করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের অল্পায়তন পত্রে তাহার উপমা উদ্ধার করিতে নিরুদ্যম হইতে হইল। তিনি কালীকীর্ত্তন কৃষ্ণ কীর্ত্তন এবং বিদ্যাসুন্দর এই গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থই সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।

হ. মো. সে.
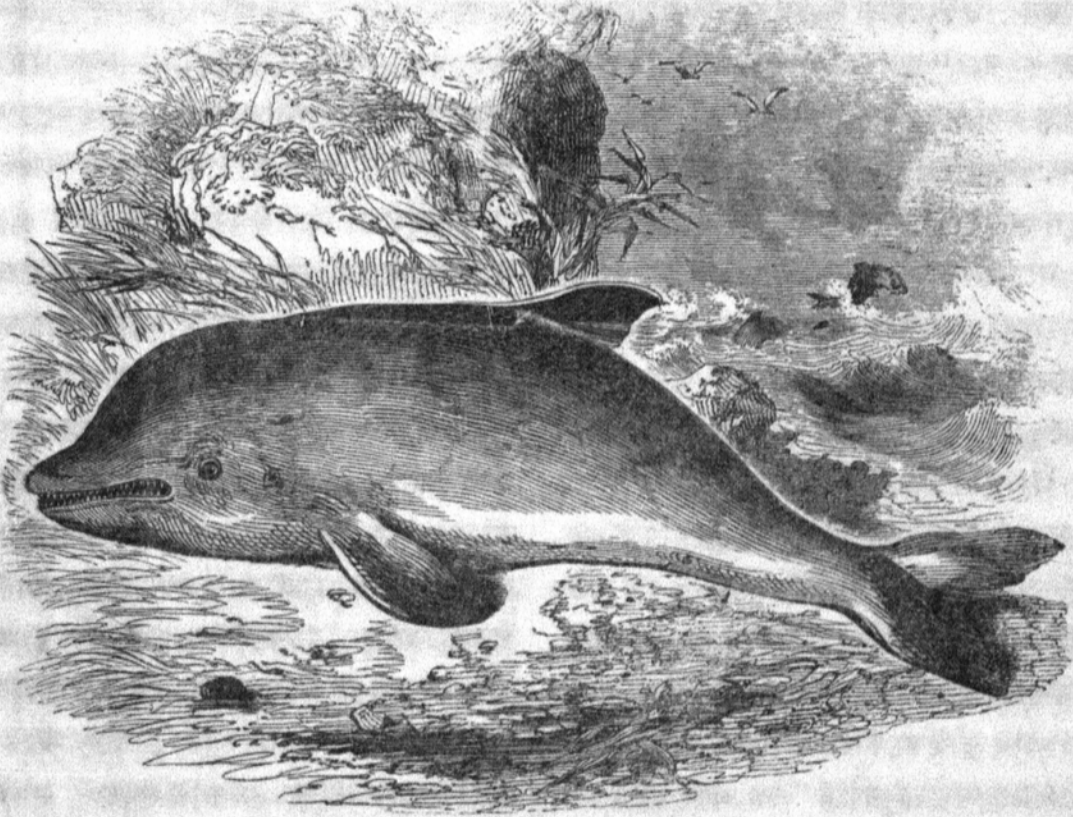
শিশুক।

এতৎ পত্রে জীব-বিবরণের প্রাচুর্য্যে পাঠক মহাশয়েরা সুতৃপ্ত হইতেছেন, সন্দেহ নাই; কারণ জীব বৃত্তান্তহইতে জ্ঞান ও আনন্দদায়ক বিষয় আর কি হইতেপারে? জগৎ-পিতার বর্ণনাতীত মহিমা প্রাণিদেহে যে প্রকারে বিস্তার আছে তেমত আর কুত্রাপি নহে;